থ্রি : টেন এ এম

3:10 AM

নিক পিরোগ

অনুবাদ : সালমান হক

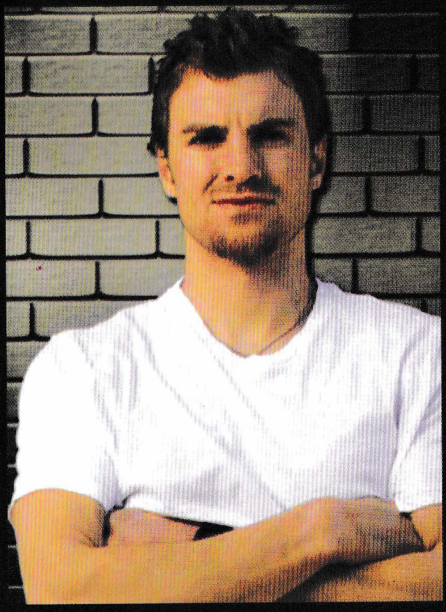

আমেরিকান ঔপন্যাসিক নিক পিরোগের জন্ম ১৯৮৪ সালে। পড়াশোনা করেছেন কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবসা প্রশাসনে। বেস্টসেলার ১১টি থৃলার উপন্যাসের রচয়িতা তিনি। আমাজনে প্রতিটি উপন্যাসই অন্যতম বেস্টসেলার হিসেবে স্বীকৃত। হেনরি বিনস তার সৃষ্ট ব্যতিক্রমি একটি চরিত্র।

বর্তমানে তিনি আমেরিকার সান ডিয়েগোতে বসবাস করছেন।

বাতিঘর প্রকাশনী

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

জনপ্রিয় 'হেনরি বিনস সিরিজ'-এর দ্বিতীয় বই

থ্রি : টেন এএম

3:10 AM

নিক পিরোগ

অনুবাদ : সালমান হক

বাতিঘর প্রকাশনী

থ্রি : টেন এএম

মূল : নিক পিরোগ

অনুবাদ : সালমান হক

3 : 10 AM

Copyright©2016 by Nick Pirog

অনুবাদস্বত্ব © বাতিঘর প্রকাশনী

প্রচ্ছদ : ডিলান

প্রথম প্রকাশ : পহেলা বৈশাখ ১৪২৩ (এপ্রিল ২০১৬)

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, কম্পোজ : অনুবাদক

মূল্য : একশত ত্রিশ টাকা মাত্র

অনুবাদকের কথা

ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখতে পাওয়ার সাথে এখনও অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারিনি। *থ্রি এএম* যখন অনুবাদ করছিলাম তখনও জানতাম না বইটার কাজ আদৌ শেষ করতে পারবো কিনা। কিন্তু একজন থৃলারভক্ত হিসেবে বইটা পড়ার পর মনে হয়েছিল, বাঙলা ভাষাভাষি থৃলারপ্রেমিদের সাথে সিরিজটার পরিচয় না করালেই নয়। আমার ওপর আস্থা রাখার জন্যে লেখক, অনুবাদক এবং বাতিঘর প্রকাশনীর প্রকাশক মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিনভাইকে ধন্যবাদ। আর সৈয়দ মোহাম্মদ রেজওয়ান ভাইয়াকে ধন্যবাদ আমাকে ক্রমাগত উৎসাহ দেয়ার জন্যে।

সবশেষে পাঠক, ধন্যবাদটা আপনাদেরই প্রাপ্য বইটি সাদরে গ্রহণ করার জন্যে।

সবাই ভালো থাকবেন।

সালমান হক

ঢাকা,

১৪/০৪/২০১৬

উৎসর্গ :

মিতুন দাদাকে...

অধ্যায় ১

"উঠে পড়, আর কত ঘুমাবি?"

এক চোখ খুলল ল্যাসি, তারপর মাথাটা আস্তে করে দুলিয়ে আবার আমার বুকের উপর শুয়ে পড়ল। ওর নাকের কাছে কী যেন একটা লেগে আছে। এক হাত দিয়ে মুছে দিলাম জায়গাটা।

"আরে ব্যাটা, আমাদের তো অনেক কাজ পড়ে আছে। এখন ঘুমালে চলবে?"

মিয়াও।

"আরো দশ মিনিট ঘুমাতে দেব?! কিন্তু গত তেইশ ঘন্টা ধরেই তো ঘুমাচ্ছি আমরা।"

আসলে আমি নিজে গত তেইশ ঘন্টা ধরে ঘুমাচ্ছিলাম, এই সময়ে ল্যাসি কি করেছে সেটা বলা আমার জন্য একটু মুশকিলই। কিন্তু ওর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে না এই তেইশ ঘন্টা আমার বুকের উপর থেকে একচুলও নড়েছে ব্যাটা।

ওকে হাত দিয়ে বুকের উপর থেকে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বিছানার পাশের ঘড়িটার দিকে নজর গেল আমার। আজকের জন্য বরাদ্দ সময় থেকে এক মিনিট এরইমধ্যে চলে গেছে।

বেডসাইড টেবিল থেকে ফোনটা হাতে নিয়ে ইনগ্রিডের মেসেজটা পড়লাম। আজকে ও আসতে পারবে না। মাত্রই একটা খুনের তদন্তের কাজ শেষ করেছে, খুব ক্লান্ত এখন। আজকের দিনটা বাসায় একটু বিশ্রাম নেবে, তবে কালকে নাকি অবশ্যই আসবে আমার বাসায়।

কাল অক্টোবরের সাত তারিখ। আমার আর ইনগ্রিডের সম্পর্কটার ছয় মাস পূর্ণ হবে।

মাত্র দু-দিন আগেই দেখা করেছিলাম আমরা, তারপরও আমার কাছে মনে হচ্ছে কত যুগ ধরে ওর চেহারাটা দেখি না। আমি ভাবছি ওকে বলবো একেবারে আমার বাসায় চলে আসতে। দু-মাস আগেই আমার অ্যাপার্টমেন্টের একটা বাড়তি চাবি বানিয়ে ওকে দিয়ে দিয়েছি, তাই আমি ঘুমিয়ে থাকলেও সপ্তাহে এক-দুবার সে যখন আসে তখন ভেতরে ঢুকতে কোন সমস্যা হয় না।

কিন্তু এই দু-এক ঘন্টায় আমার পোষায় না। আমি তাকে সপ্তাহে পুরো সাতঘন্টার জন্যেই চাই।

রান্নাঘরে গিয়ে ইসাবেল আমার জন্যে যে নাস্তার বাটিটা তৈরি করে রেখে গেছে সেটা ফ্রিজ থেকে বের করলাম। ইসাবেল খুব পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করে। তার আরেকটা ব্যাপার আমার খুব ভালো লাগে, সে সবসময় চেষ্টা করে ছোটোখাটো এমন কিছু করে রাখতে যাতে আমার সময় কিছুটা হলেও বেঁচে যায়। এই যেমন ঘুম থেকে উঠে দেখবো, ব্রাশটায় টুথপেস্ট লাগানোই আছে কিংবা আমার দৌড়ানোর জুতো আর হেডফোনটা দরজার পাশের টেবিলে সুন্দরমত গুছিয়ে রাখা। অন্য সবার কাছে হয়ত এই এক-দুই মিনিট বেঁচে যাওয়াটা তেমন বড় কোন ব্যাপার বলে মনে হবে না, কিন্তু আমার কাছে এই সামান্য একটা মিনিটও লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মোনালিসার থেকেও বেশি দামি।

নাস্তা খেতে খেতে চার মিনিট *গেম অব থ্রোনস* দেখলাম। বাবা প্রায় আট মাস আগে আমাকে এই টিভি সিরিজটা এনে দিয়েছিলেন। এখন আমি চার নম্বর সিজনের দুই নম্বর পর্বে আছি।

তিনটা সাতের সময় শেয়ার মার্কেটে আমার স্টকগুলোর অবস্থা দেখলাম একবার। একটা উঠতি ফার্মাসিউটিক্যাল্স কোম্পানির কিছু শেয়ার কিনলাম। ঝুঁকি আছে একটু ব্যাপারটাতে কিন্তু বলা যায় না, অনেক লাভও হয়ে যেতে পারে।

এই সময় আমার স্কাইপ অ্যাকাউন্ট থেকে একটা নোটিফিকেশন এল। বাবা ভিডিও কল করেছেন।

"কি খবর তোমার? কেমন আছো?"

"এই তো, আপনার পিঠের ব্যথার কি অবস্থা?"

"আর বলো না, মনে হয় আরো বেড়েছে ব্যথাটা। আজকে আর না আসি তাস খেলতে, কেমন?"

বাবার ইদানিং যেন কী হয়েছে। একটু অন্যরকম আচরন করছেন তিনি আজকাল। এর আগের দু-সপ্তাহেও আসেননি। বাধ্য হয়ে অনলাইনেই পোকার খেলতে হয়েছে আমাদের। আর গত বুধবার তো খেলায় পুরোই ভুত হয়ে গিয়েছিলাম তার কাছে হেরে। তাই আশায় ছিলাম আজ সেটার শোধ তুলবো।

"একটা পেইনকিলার খেয়ে নিলেই তো হয়।"

"আরে, ওসব ওষুধে আমার কিছু হয় না। ডাক্তার, ওষুধগুলো দেয় সেগুলো খেলে সারাদিন খালি ঘুম আসে," বললেন তিনি।

বেচারার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি, খুব কষ্টে আছেন পিঠের ব্যথাটা

নিয়ে। নিজেকে একটু হলেও দোষি মনে হলো উনার এই পিঠের ব্যথাটার জন্য। কয়েক বছর আগে আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় কোলে করে তিনতলায় ওঠাতে গিয়েই পড়ে গিয়েছিলেন। তখন থেকেই এই ব্যথাটা।

"যান, পেইনকিলারগুলো খেয়ে নেন। এরপর না-হয় আরো দু-এক মিনিট কথা বলা যাবে।"

মাথা নেড়ে পর্দার সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি। তার জায়গায় একটা বড় বাদামি রঙের মাথা পর্দা দখল করলো–আমার বাবার একশ ষাট পাউন্ড ওজনের ব্রিটিশ কুকুরটা।

"কিরে মার..."

লাইনটা শেষ করার আগেই ল্যাসি লাফ দিয়ে আমার কোলে উঠে পড়ল। ওদের দু-জনের সামনাসামনি শেষ দেখা হয়েছে প্রায় তিনসপ্তাহ আগে। মারডক গর্দভটা বুঝলো না, ল্যাসি আসলে বাবার বাসার টেবিলের উপরে বেস নেই, ওকে ল্যাপটপের পর্দায় দেখা যাচ্ছে। সে তার বিশাল থাবা দিয়ে পর্দায় থাবা মারতেই স্কাইপের কানেকশন চলে গেল। একটু পরই বাবা ফোন করে জানালেন মারডক তার ল্যাপটপটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। তিনি এখন একটু ঘুমোতে যাবেন, আর জেগে থাকতে পারছেন না।

এখন বাজে তিনটা নয়। বাকি সময়টা আমি একা একাই কার্ড খেলতে লাগলাম আর চিন্তা করতে থাকলাম, কী করা যায় আজকের বাকি সময়টাতে। সপ্তাহে শুধু এই বুধবারেই আমি ব্যায়াম করি না। একবার ভাবলাম, বাইরে থেকে দৌড়ে আসি একটু। জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে উঁকি দিলাম। আলেক্সান্দ্রিয়ায় এবার অক্টোবর মাসে বেশ বৃষ্টি হয়েছে। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় চকচক করছে বাইরের ভেজা রাস্তা। সেই রাস্তার উল্টো দিকের বাড়িটার দিকে চোখ গেল একবার। জেসি ক্যালোমেটিক্সের চিৎকারটা শুনেছিলাম আজ থেকে প্রায় ছয় মাস আগে। ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল এক নির্দোষ ব্যক্তিকে খুনের দায়ে ফাঁসানোর মধ্য দিয়ে আর শেষ হয় আরেকজনের কপালের মাঝখানে একটা বুলেট ঢুকে।

শেষজন, মানে জেসির আসল বাবা তো মারাই গেল মাথায় বুলেট লেগে। আরেকজন এখনও বহাল তবিয়তে এই দুনিয়া শাসন করে যাচ্ছেন, মানে আমাদের প্রেসিডেন্টসাহেবের কথা বলছি আর কী।

কনর সুলিভান জেসির খুনের কেসটাতে নির্দোষ প্রমাণ হওয়ার প্রায় দুই মাস পরে আমার ফোনটা একবার বেজে উঠেছিল। তখন বাজছিল তিনটা তেত্রিশ। প্রেসিডেন্ট নিজেই ফোন দিয়েছিলেন। ওনার নাকি ঘুম আসছিল না

রাতে, জানতেন এই সময়ে আর কেউ না হোক অন্তত আমি জেগে থাকবো। ঐদিন এটা ওটা নিয়ে প্রায় দশ মিনিট আলাপ হয় আমাদের। এর এক মাস পরে আবার ফোন দিয়েছিলেন তিনি। আর এর দু-সপ্তাহ পরে তো একেবারে আমার বাসায় এসেই হাজির হলেন। হাতে ছিল ছয়টা বিয়ারের ক্যান। আমি, বাবার সাথে প্রতি বুধবার রাতে পোকার খেলি এটা ওনার জানা ছিল। আমাদের সাথে খেলতেই এসেছিলেন তিনি।

এর পর প্রায় তিন মাস হয়ে গেছে কিন্তু আর কোন ফোন পাইনি উনার কাছ থেকে। ঠিক করলাম, আরো মিনিট পনেরোর মতো *গেম অব থ্রোন্‌স* দেখে ল্যাসিকে নিয়ে বাইরে থেকে একটু হেটে আসব।

প্লে বাটনে টিপ দিতে যাব ঠিক তখনই আমার ইমেইল অ্যাড্রেসে নতুন একটা মেইল আসার নোটিফিকেশন এল।

এখন বাজে তিনটা দশ।

ihaveHenrybins@gmail.com ঠিকানায় তেমন কিছু আসে না। এটা ওটার বিজ্ঞাপনসংক্রান্ত মেইলই আসে বলতে গেলে। আর আমি জেগে থাকা অবস্থায় ইমেইল খুব কমই আসে।

খুলে দেখলাম মেইলটা এসেছে *অ্যাডভান্সড সার্ভেইলেন্স অ্যান্ড ট্র্যাকিং*, অর্থাৎ এএসটি থেকে। কারো ওপর নজরদারি করার জন্যে এটি খুবই কার্যকর একটি প্রতিষ্ঠান।

ইমেইলটাতে শুধু চারটা শব্দ লেখা :

তাকে খুঁজে পেয়েছি আমরা।

মনে হলো যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে আমার।

ওরা আমার মাকে খুঁজে পেয়েছে!

অধ্যায় ২

মাকে নিয়ে আমার সর্বশেষ স্মৃতিটা আমার ষষ্ঠ জন্মদিনের সময়কার। আমার এখনো মনে আছে, সেদিন আমি আগে থেকেই অনেক বেশি আশাবাদি ছিলাম তার দেখা পাব, কারণ এর আগের দুটো জন্মদিনে আমি তাকে কাছে পাইনি। তাই চোখ খুলেই সবার আগে তাকে খুঁজি, কিন্তু বাবা ছাড়া আর কেউ ছিল না ঘরে।

"মা কোথায়?"

"অফিসের একটা কাজে..."

বাক্যটা সবসময় একইভাবে শেষ হতো।

"...একটু ব্যস্ত আছে সে।"

আমার মা'র চাকরিটা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বিরক্তিকর চাকরিগুলোর মধ্যে একটি। অন্তত পিচ্চি থাকতে আমি এমনটাই ভাবতাম, একজন ভূতাত্ত্বিকের চেয়ে ফালতু কাজ আর নেই। কিন্তু এটা মনে হওয়ার পেছনে আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত কারণও ছিল। আমার মনে হতো যে পাথরগুলো নিয়ে মা সারাক্ষন মেতে থাকতেন সেগুলো আমার প্রতিদ্বন্দ্বি। মা'র মনোযোগ আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখত ওরা। কী এমন বিশেষত্ব ছিল ওগুলোর যে, একজন মা তার সন্তানের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেবে ওদের? মাসের পর মাস দূরে থাকবেন? কিন্তু আরেকটু বড় হলে বুঝেছিলাম, গুরুত্ব অবশ্যই আছে। কারণ মা আসলে পাথর নিয়ে শুধু গবেষণাই করতেন না, তার কাজ ছিল তেলের খনি অনুসন্ধান করা। এরজন্য কোম্পানিগুলো তাকে মাস শেষে মোটা অঙ্কের বেতন দিত, ফলে বাবাকে আলাদাভাবে আর কোন কাজ করতে হতো না। আমার দেখাশোনা করে আর টুকটাক লেখালেখি করেই দিন চলে যেত তার।

কিন্তু ঐদিন বাক্যটা শেষ হয়েছিল অন্যভাবে।

"...মোটেও ব্যস্ত নয় সে।"

সাথে সাথেই মা একটা মিকি মাউসের কেক নিয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করেছিলেন। কেকের উপরে একটা নীল রঙের মোমবাতি। মোমবাতির আলোটা গিয়ে পড়ছিলে তার মুখের উপর। মা'র সবুজ চোখদুটো আরো উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল তখন।

তবে তাকে কেমন যেন একটু গম্ভিরও লাগছিল।

আমার মনে হয়, তিনি হয়ত ততোদিনে ঠিক করে ফেলেছিলেন, আমাদের সাথে আর থাকবেন না।

ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নেভানোর পর বাবা আর মা আমার উপহারটা হাজির করলেন আমার সামনে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না আমি।

লাল রঙের একটা সাইকেল। ঠিক যেমনটা আমি চেয়েছিলাম মনে মনে।

"বাবা, আমি এখনই সাইকেল চালানো শিখতে চাই।"

স্বভাবতই আমি ভেবে নিয়েছিলাম বাবাই হয়ত আমাকে শেখাবেন কিভাবে সাইকেল চালাতে হয়। কারণ প্রতিদিন ঘুম থেকে ওঠার পর তিনিই আমাকে বিশ মিনিট করে ইতিহাসের নানান বিষয় পড়ান, কিংবা শেখান কিভাবে বানান করে পড়তে হয়। এরপর হয়ত আমরা বিশমিনিট ফুটবল খেলা প্র্যাকটিস করি, শিখি কিভাবে বেসবল খেলার সময় ব্যাট ঘোরাতে হয়। সত্যি বলতে, স্বাভাবিক জীবন-যাপনের প্রতিটি জিনিস বাবাই আমাকে শিখিয়েছেন।

"আসলে এ ব্যাপারে আমার চেয়ে তোমার মা'র অভিজ্ঞতাই বেশি," তিনি হেসে জবাব দিয়েছিলেন সেদিন।

বাবা ততদিনে নিশ্চয়ই আঁচ করতে পেরেছিলেন, মা আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন। কারণ মা'র ঐ সবুজ চোখজোড়ার দিকে তাকালেই তিনি সব বুঝে যেতেন।

"ছোটবেলায় আমারও এরকম একটা সাইকেল ছিল," মা বলেছিলেন আমাকে।

এরপরের ত্রিশ মিনিট ধরে মা আমাকে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলোয় শিখিয়েছিলেন কিভাবে সাইকেল চালাতে হয়। বাবা এখনও মারডককে নিয়ে সেই রাস্তার পাশের বাড়িটাতেই থাকেন।

মা আমাকে সাইকেলের সিটটা ধরে ঠেলে ছেড়ে দিচ্ছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি শিখে যাই কিভাবে সাইকেলের ভারসাম্য রাখতে হয়। মা শেষবারের মতো সাইকেলের সিটটা সামনের দিকে একবার ঠেলে দিয়ে আমাকে ছেড়ে দিলেন। আসলে সাইকেলটা ছাড়ার সাথে সাথে তিনি আমাদেরও যে ছেড়ে দিচ্ছিলেন সেটা আমি তখনও বুঝে উঠতে পারিনি।

সাইকেলটা নিয়ে এক চক্কর দেয়ার পর আমি যখন ফিরে আসি তখন দেখি মা নেই, বাবা আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

"মা কোথায় গেল?"

"একটা জরুরি ফোন এসেছিল," বাবা ক্লান্তস্বরে জবাব দিয়েছিলেন।

ওটাই ছিল মা'র সাথে আমার শেষ দেখা।

3:10 AM

এরপরের বছরগুলোতে বেশ কয়েকবার আমি মায়ের ব্যাপারে বিভিন্ন কথা জানতে চেয়েছি বাবার কাছে কিন্তু কিছুই বের করতে পারিনি তার কাছ থেকে।

"আরে, রাখো তো তার কথা, যে গেছে সে গেছে। তার কথা ভেবে ভেবে সময় নষ্ট কোরো না"–এভাবেই জবাব দিতেন বাবা আমার প্রশ্নগুলোর। একদিক দিয়ে তার কথা ঠিকই ছিল, কারণ একবার মা সম্পর্কে চিন্তা করা শুরু করলে আমি একরকম ঘোরের মধ্যে চলে যেতাম। ঘোর কাটতে কাটতে দেখতাম এক ঘণ্টা (আমার জন্যে পুরো একটা দিন) পার হয়ে গেছে। আমি যদি স্বাভাবিক কেউ হতাম তাহলে শুধু একদিন কেন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর মা'র কথা ভাবলেও কোন ক্ষতি হতো না। বরং আমার বয়সি অন্য কেউ হলে এ কাজই করত। কিন্তু আমি যে স্বাভাবিক কেউ না। প্রতিদিন আমার জন্যে মাত্র ষাট মিনিট বরাদ্দ থাকে, আর এই ষাট মিনিট আমি কিভাবে কাটাবো তা একমাত্র আমিই ঠিক করি, অন্য কারোর অধিকার নেই আমার কাছ থেকে এগুলো ছিনিয়ে নেয়ার–তা সে যে কেউই হোক না কেন। তাই আমি আমার চারদিকে গড়ে তুলেছি অদৃশ্য এক দেয়াল। সেই দেয়াল ডিঙিয়ে আমার কাছে আসার সাধ্য এমনকি মা'রও নেই।

অন্তত এতদিন আমি এমনটাই ভেবেছিলাম।

পাঁচ বছর আগে শেয়ার মার্কেটে কিছু স্টক কিনতে গিয়ে হঠাৎ আমার চোখে পড়ে যায় একটা পেট্রোলিয়াম কোম্পানির নাম।

জিজিইউ (GGU)।

আমি যখনই মাকে জিজ্ঞেস করতাম, তিনি কোন্ কোম্পানিতে চাকরি করেন, তিনি বলতেন গ্লোবাল জিওলোজিস্ট আনলিমিটেড। সংক্ষেপে জিজিইউ।

কোন কোম্পানির স্টক কেনার আগে আমি সবসময়ই সেই কোম্পানি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেই। কিন্তু এই কোম্পানির ওয়েবসাইটে খোঁজ নিতে গিয়ে একটা বড়সড় ধাক্কা খেলাম। কারণ সেখানে লেখা ছিল ১৯৮৭ সালে কোম্পানিটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অথচ আমার মা আমাদের ছেড়ে চলে গেছিলেন ১৯৮৪ সালে!

ওদের কোম্পানির সাথে কয়েকবার ইমেইল চালাচালি আর কয়েকটা ফোনকলের পরে আমি নিশ্চিত হই, ওখানে স্যালি বিনস (আমার মায়ের নাম) নামে কেউ কোনদিন চাকরিই করত না।

এরপর আমি যোগাযোগ করি জর্জ ম্যাসন বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে মা বিয়ের আগে ভর্তি হয়েছিলেন স্যালি পেট্রিকোভা হিসেবে (বংশগতভাবে মা'র পরিবার চেক প্রজাতন্ত্রের ছিল)। ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই মা ভূ-বিজ্ঞানে ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। অন্তত আমি এমনটাই জানতাম। কিন্তু তাদের কাছে স্যালি পেট্রিকোভা নামে কোন ছাত্রির রেকর্ডই ছিল না।

মা আমাকে বলেছিলেন, তার বাবা মারা গিয়েছিল বহু আগেই, কিন্তু তার মা বেঁচে আছেন, চেক প্রজাতন্ত্রেই বাস করছেন। নাম ডেনিজা পেট্রিকোভা। আমি ওখানে খোঁজ নিয়ে দু-জন ডেনিজা পেট্রিকোভা সম্পর্কে জানতে পারি, কিন্তু তাদের মধ্যে কারোরই কোন কন্যা সন্তান ছিল না।

তখনই আমি অ্যাডভান্সড সার্ভেইলেন্স অ্যান্ড ট্র্যাকিং, মানে এএসটি'র সাথে যোগাযোগ করি, আর প্রতি মাসে তাদের অ্যাকাউন্টে পাঁচ হাজার ডলার করে দিতে থাকি স্যালি বিনস্‌কে খুঁজে বের করার জন্যে।

তারা আমার মা আর বাবার আগের সব কাগজপত্র–বিবাহ নিবন্ধনপত্র, জন্মসনদ, ক্রেডিট কার্ড কোম্পানির বিলের রশিদ এসব–ঘেটে প্রাথমিক যে রিপোর্টটা দেয় সেটা দেখে আমি পুরো হা হয়ে গেছিলাম।

স্যালি বিনস নামে কারো কোন অস্তিত্বই নেই!

3:10 AM

বাবার সাথে মা'র প্রথম দেখা হয়েছিল একটা কফিশপে। বাইরের দুনিয়ার জন্যে ব্যাপারটা একদম স্বাভাবিক, কিন্তু আমার জন্যে মোটেও সেরকম নয়। কারণ আমার সাথে যেখানে যেখানে মেয়েদের দেখা হয়েছে তার কোনটাই স্বাভাবিক ছিল না। এই যেমন 'ম্যাচ ডটকম' নামের ওয়েবসাইটে কিংবা হাসপাতালের জরুরি বিভাগে। আর ইনগ্রিডের সাথে তো দেখা হলো একটা খুনের তদন্তের সময়।

যে কফিশপটাতে তাদের দেখা হয়েছিল সেটার নাম ছিল 'মাইটি বিনস।' বাবার আর্লিংটনের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তিন মাইল দূরে ছিল ওটা। ঠিক পটোম্যাক নদীর পশ্চিমতীর ঘেষে। ঐ কফিশপের একটা নির্দিষ্ট টেবিলে বসে বাবা ঘন্টার পর ঘন্টা তার কাজে ডুবে থাকতেন। সাথে চলতো কফি। বাবার কাজ ছিল ওয়াশিংটনের বিভিন্ন সরকারি অফিসের জন্যে এটা-ওটা লেখালেখি করা। বরাবরই চুপচাপ ধরণের ছিলেন তিনি।

আমার মনে হয় না সেই দিনগুলোতেও খুব একটা অন্যরকম ছিলেন। হয়ত তার চুলগুলো আরো একটু বেশি ঘন আর কালো ছিল তখন। আর শার্টগুলোও বোধহয় আরো রঙচঙে ছিল। কিন্তু এতটাও নয় যে, হঠাৎ করে

কোন সুন্দরির চোখে পড়ে যাবেন। আমি তাকে যতটা চিনি, ঐ সরকারি লেখালেখির কাজগুলোতেই ব্যস্ত থাকতে ভালো লাগতো তার। এজন্যেই বোধহয় একজন সুন্দরি মহিলা যে তার দিকে বার বার তাকাচ্ছিল পাশের টেবিল থেকে সেটা এড়িয়ে যায় তার চোখ।

"কী এত জরুরি কাজে ব্যস্ত আপনি?" মা'র মতে প্রথমবার যখন তিনি বাবাকে প্রশ্নটা করেছিলেন তিনি কোন রকম প্রতিক্রিয়াই পাননি তার কাছ থেকে। তাই আবার করতে হয়েছিল প্রশ্নটা।

অবশেষে বাবা যখন মা'র দিকে তাকালেন তখন তার চশমাটা পড়ে যায় চোখ থেকে। কিন্তু একদৃষ্টিতে মা'র দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। চোখই ফেরাতে পারছিলেন না। আমার মা জানতেন তিনি কতটা সুন্দরি ছিলেন, তাই পুরুষদের এরকম দৃষ্টি তার কাছে মোটেও অপরিচিত ছিল না। সেদিন কোনধরণের মেকআপই করেননি তিনি, বাবার ওরকম তাকিয়ে থাকা দেখে লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিলেন। এরপরের ছয়ঘন্টা সেখানেই আলাপ হয় তাদের দু-জনের।

এর তিন মাস পরে বিয়ে করে ফেলেন তারা।

আর এক বছর পরেই জন্ম হয় আমার।

বাচ্চাদের জন্ম হওয়ার পর তারা সারাক্ষনই ঘুমায়, তাই আমি যখন প্রথম দিনটা পুরোই ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেই তখন তাদের মনে কোন ধরণের প্রশ্ন জাগেনি। তারা ভেবেছিল, পৃথিবীর সবচেয়ে চুপচাপ বাচ্চাটিকে জন্ম দিয়েছে। আমি রাত তিনটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে এরপর জেগে উঠেই কান্না শুরু করে দেই। মা আমার দেখাশোনা করেন তখন। আমি একঘন্টা তার কোলে আ-উ করে এরপর ঠিক চারটার সময় আবার ঘুমিয়ে পড়ি। পরের দিন সকালে যখন আমাকে জেগে ওঠানো যাচ্ছিলো না তখন তারা আমাকে নিয়ে ছোটেন হাসপাতালের জরুরি বিভাগে।

তারা আমার উপর নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সময় রাত তিনটার সময় আবার জেগে উঠি আমি। সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে তখন।

অন্তত একঘন্টার জন্যে আর কি।

আমি চারমাস হাসপাতালে ছিলাম, এর মাঝে যত প্রকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভব তারা করেছিল আমার উপর। দিনের বেলা আমাকে নলের মাধ্যমে খাওয়ানো হতো আর রাতে একঘন্টা মা আমার দেখাশোনা করতেন। আমার ওজন যখন চৌদ্দ পাউন্ড হলো তখন কেবলমাত্র এই অদ্ভুত ঘুমের অভ্যাসটা ছাড়া আমার অন্য সবকিছু আর দশটা বাচ্চার মতই স্বাভাবিক ছিল। তখন অবশেষে বাবা-মা আমাকে বাসায় নিয়ে আসেন।

দিনের বেলা আমাকে তারা নলের মাধ্যমেই খাওয়াতে থাকেন, আর রাতের ঐ এক ঘণ্টা মা আমার দেখাশোনা করতেন। তাদের আমি নিশ্চয়ই অনেক দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে দিয়েছিলাম।

তারা অপেক্ষা করতে থাকেন, আশা করতে থাকেন, একসময় হয়তো আমার সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কিন্তু এমনটা কখনও হয়নি।

বাবা আমাকে নিয়ে ছয়টা অঙ্গরাজ্য আর তিনটা দেশের প্রায় বিশজন বিশেষজ্ঞের সাথে দেখা করেন। কিন্তু আমি যে দেশেই থাকতাম না কেন, ঠিক তিনটার সময় জেগে উঠে আবার চারটার সময় ঘুমিয়ে পড়তাম। প্রায় বারো বছরের নানা ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরও কেউ এটা বের করতে পারেনি, আমি কেন ঠিক ঐ একঘন্টার জন্যেই জেগে উঠি। তা-ও নির্দিষ্ট একটা সময়ে। তারা শুধু খুঁজে পেয়েছিল, আমার রক্তে মেলাটোনিনের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি। মেলাটোনিন হরমোন একজন ব্যক্তির ঘুমসংক্রান্ত যাবতিয় কাজের জন্যে দায়ি। এটা নিঃসৃত হয় মস্তিষ্কের পিনিয়াল গ্রন্থি থেকে। আর আমার পিনিয়াল গ্রন্থি স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় তিনগুণ বড়।

চৌদ্দ বছর বয়সে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে আমার পিনিয়াল গ্রন্থি অপসারণ করে নেয়া হয়। কিন্তু এতেও কিছু হয় না।

আমার আর এই অদ্ভুত মেডিক্যাল কন্ডিশনটার নাম দেয়া হয় হেনরি বিনস।

3:10 AM

যে ইমেইলটা আমার কাছে পাঠানো হয়েছে সেটার সাথে একটা পিডিএফ ফাইলও আছে। ওটাতেই আছে পুরো রিপোর্টটা। ডাউনলোড করে সেটা খুললাম আমি।

প্রথম প্যারায় ছোট করে রিপোর্টটার সারাংশ তুলে দিয়েছে এএসটি'র সহপ্রতিষ্ঠাতা মাইক ল্যাং। তিনি লিখেছেন :

> মি. বিনস, অত্যন্ত দুঃখের সাথে আপনাকে জানাতে হচ্ছে, আপনি আমাদের নমুনা হিসেবে যে আঙুলের ছাপটা সরবরাহ করেছিলেন সেটা আলেক্সান্দ্রিয়ায় অক্টোবরের চৌদ্দ তারিখে পটোম্যাক নদী থেকে উদ্ধার করা অজ্ঞাত এক মহিলার লাশের সাথে ম্যাচ করেছে।

আমি জানি, খবরটা পড়ে আমার ভেঙে পড়া উচিত। কিন্তু আমি সেরকম কোন কিছুই অনুভব করলাম না। মা'র সাথে আমার খুব কমই স্মৃতি আছে। তার সম্পর্কে যা কিছু জানি তার সবই বাবার কাছ থেকে শোনা। আর তিনি বেশিরভাগ সময়ই এই ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতেন। গত ত্রিশবছর ধরে এমনটাই হয়ে আসছে। বিগত দশ বছর ধরে আমি বাবার সামনে মা'র সম্পর্কে একটা কথাও উচ্চারন করিনি।

আমার মাথায় নানা বিষয় ঘুরতে থাকে। মনে হতে থাকে, মা পানিতে লাফ দেয়ার আগে কি ভাবছিলেন। তিনি হয়ত আমার কথা ভাবছিলেন–যার সাথে তার দেখা হয় না ত্রিশ বছর ধরে। হয়ত চিন্তা করছিলেন, আমি কত বড় হয়েছি, কিংবা আমার অসুখটা হয়ত সেরে গেছে।

রিপোর্টে এক মর্গের ফোন নম্বর দেয়া আছে, ওখানে মা'র মৃতদেহ রাখা আছে এখন।

এরপরের পৃষ্ঠায় সরকারি আঙুলের ছাপের যে ডাটাবেস রয়েছে সেটার একটা স্ক্রিনশট। বামদিকের ছাপটা আমার সরবরাহ করা–যেটা আমি উদ্ধার করেছিলাম বাবা-মার ঘরের একটা পুরনো ফুলদানি থেকে। আর ডানদিকের ছাপটা হচ্ছে অজ্ঞাতনামা সেই মহিলার। এর নিচে নানা হিবিজিবি সংখ্যা লেখা। কিন্তু যে জিনিসটা আমি খুঁজছিলাম সেটা একদম নিচে।

দুটো আঙুলের ছাপ একশ ভাগ মিলে গেছে।

এরপরের পৃষ্ঠায় গিয়ে আমি আসলেও অবাক হয়ে গেলাম। এএসটি'র নিশ্চয়ই খুব বড় পর্যায়ের সাথে যোগাযোগ আছে, নইলে এত তাড়াতাড়ি ময়নাতদন্তের রিপোর্ট তারা কোনভাবেই উদ্ধার করতে পারতো না।

রিপোর্টটা আমি দ্রুত পড়তে থাকি। ধরেই নিয়েছিলাম, মৃত্যুর কারণ হিসেবে লেখা থাকবে পানিতে ডুবে মারা গেছে–দুর্ঘটনা কিংবা আত্মহত্যা। তাই এই শব্দগুলোই খুঁজতে লাগলাম।

কিন্তু এরকম কিছুই লেখা নেই রিপোর্টে।

কারণ মা আত্মহত্যা করেননি।

তাকে খুন করা হয়েছে।

অধ্যায় ৩

মিয়াও।

"না, আমি ওকে ফোন দেব না এখন।"

মিয়াও।

"হ্যা, আমি জানি আমার মা'কে আলেক্সান্দ্রিয়াতে খুঁজে পাওয়া গেছে আর আমার গার্লফ্রেন্ড আলেক্সন্দ্রিয়ার পুলিশ ডিপার্টমেন্টেই কাজ করে।"

মিয়াও।

"উফ! বুঝলাম, সে একজন হোমিসাইড ইনভেস্টিগেটর।"

মিয়াও।

"এটা আমি ভালো করেই জানি, হোমিসাইড ইনভেস্টিগেটররা খুনের তদন্তের জন্যেই কাজ করে আর আমার মা খুন হয়েছেন। আচ্ছা, তুই আগের বাসাটাতে সারাদিন কি করতি, বল তো? খুব ক্রাইম পেট্রোল দেখতি নাকি?"

মিয়াও।

"কি? ক্রিমিনাল মাইন্ডস?"

মিয়াও।

"তোকে একবার বললাম না, এখন ফোন দেব না ওকে। কাল তো দেখা হবেই আমাদের। এখন চুপ করে বসে থাক্।"

মিয়াও।

"না, তোকে কোল্ড কফি খাওয়াতে পারবো না এখন।"

ঘড়ির দিকে তাকালাম। এখন বাজে তিনটা তেইশ।

গত সাত মিনিট ধরে আমি ইন্টারনেটে আমার মা'র খুন সম্পর্কে কোন খবর আছে নাকি সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি, কিন্তু এই পর্যন্ত এমন কিছু খুঁজে পাইনি যেখানে লেখা আছে, মাথার পেছনে গুলিবিদ্ধ কোন মহিলার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেছে পটোম্যাক নদী থেকে। আসলে কোন কিছু যে খুঁজে পাবো এমনটা আশাও করিনি অবশ্য। কারণ আলেক্সান্দ্রিয়া ওয়াশিংটন ডিসি থেকে মাত্র পনের মিনিটের দূরত্বে, তাই রাজনীতিবিদদের বাইরে অন্য কারো সম্পর্কে কোন খবর খুব কমই গুরুত্ব পায় এখানকার নিউজ পোর্টালগুলোতে।

মিয়াও।

"আচ্ছা বাবা, আচ্ছা...করছি ফোন।"

ফোনটা হাতে নিয়ে ইনগ্রিডের নম্বরে ডায়াল করলাম। তিনবার রিং হওয়ার পর ফোনটা ধরল সে।

"কি খবর, হেনরি?" গলা শুনেই বুঝতে পারলাম সে কতটা ক্লান্ত।

"তোমাকে এত রাতে জাগানোর জন্য দুঃখিত।"

"আরে, ব্যাপার না। তোমার সকাল কেমন গেল আজকে?"

ইনগ্রিডের মতে আমার জেগে ওঠার পর প্রথম বিশ মিনিট হলো সকাল। এর পরের বিশ মিনিট বিকেল। আর শেষ বিশ মিনিট হচ্ছে রাত।

"আজকের সকালটার তুলনায় অনেক বেশি ভালো সময় কাটিয়েছি আমি আগে।"

ফোনের এই প্রান্ত থেকেও বুঝতে পারলাম, ওর চোখদুটো বড় হয়ে গেছে।

"কিছু হয়েছে নাকি আবার?"

এর আগে আমি আমার মা'র সম্পর্কে কোন কথা খুলে বলিনি ওকে। তাই এরপরের চারমিনিটে ওর কাছে সবকিছু ব্যাখা করে গেলাম। মার চাকরির কথা, এএসটির রিপোর্ট আর অজ্ঞাত পরিচয়ের এক মহিলার সাথে মা'র আঙুলের ছাপ মিলে যাওয়ার ঘটনা–কিছুই বাদ দিলাম না।

ফোনে ইনগ্রিডের চাদরের খসখসানির শব্দ শুনে বুঝলাম, সে উঠে বসছে।

"আমি দুঃখিত, জান্টু।"

"আরে, আমি অতোটা দুঃখিত নই। তাকে তো আমি ভালোমত চিনতামও না," বললাম তাকে। আর যতটুকু চিনতাম তার পুরোটাই মিথ্যে।"

"তবুও তিনি তো তোমার মা।"

কিন্তু আমি এসব নিয়ে চিন্তা করতে চাচ্ছিলাম না। তাই কথা ঘোরানোর জন্যে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, মা'কে তো আলেক্সান্দ্রিয়াতেই খুঁজে পাওয়া গেছে, তুমি কি কিছু শুনেছ তোমার অফিসে?"

"না, আমি অন্য একটা কেস নিয়ে অনেক বেশি ব্যস্ত এখন। কারো সাথে কথা বলার সময়ও নেই আমার আর রবি'র।"

ইনগ্রিডের আগের সহযোগি প্রেসিডেন্টকে খুনের দায়ে ফাঁসিয়েছিল। মাথায় গুলি খেয়ে সে এখন সবকিছুর উর্ধ্বে। রবি হচ্ছে তার নতুন সহযোগি।

"আচ্ছা, আমাকে কয়েক জায়গায় ফোন করতে দাও। সব কিছু খুঁজে বের করছি।" আমি কিছু করতে বলার আগেই ইনগ্রিড বলল।

"তোমার কোনো তুলনা হয় না।"

"জানি।"

ফোনটা রেখে দিলাম। এখন বাজে তিনটা একত্রিশ।

3:10 AM

ল্যাসির গলায় লাগানো দশ ফিট লম্বা চেইনটা টানটান হয়ে আছে। ব্যাটা একটা গাছ বেয়ে ওপরে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা করছে এখন। আমি ওকে টেনে নামালাম গাছটা থেকে।

"আজকে তুই ব্যথা পেলে তোকে সেবা করার মতো সময় নেই আমার।"

ল্যাসির একটা বদভ্যাস হচ্ছে ওর সমান অন্য কোন জীব-জন্তু দেখলেই তার সাথে মারামারি শুরু করে দেয়। এই যেমন, অন্য কোন বিড়াল কিংবা বেজি। মাঝে মাঝে কাঁটাগাছের সাথেও লেগে যায় ওর। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই হেরে ভুত হয়ে যায় ব্যাটা। আর বাকি সময়টা আমার কাটাতে হয় ওকে পরিস্কার করতে করতে কিংবা ওর গা থেকে কাঁটাগুলো টেনে বের করার কাজে।

অবশেষে সে গাছে ওঠার চেষ্টায় ক্ষান্ত দিয়ে আবার রাস্তায় ফিরে আসলে আমরা পূর্বদিকে হাটা দিলাম।

আমি একটা রেইনকোট পরে আছি ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যে। কিন্তু ল্যাসির গায়ে কিছু না থাকায় ওর লোমগুলো ভিজে চকচক করছে। রাস্তায় জায়গায় জায়গায় জমে আছে পানি। এরকম বড়সড় একটা গর্ত দেখে মহানন্দে ওটাতে লাফ দেয়ার আগেই কোনমতে চেইন ধরে ল্যাসিকে থামালাম আমি রাস্তা পার হওয়ার সময়। নইলে ভিজে পুরো চুপচুপে হয়ে যেত ও।

মিয়াও।

"কি? আমার সাথে হেটে কোন মজা নেই ? আচ্ছা, এটা তোকে জানিয়ে রাখি, ঘুম থেকে উঠে যখন দেখি তুই তোর ভেজা শরীরটা নিয়ে আমার উপর শুয়ে আছিস, আমিও কোন মজা পাই না, বুঝলি?"

আমি জানি, ও পানিতে গড়াগড়ি খেতে কতটা ভালোবাসে। আর সেজন্যে বেশিরভাগ সময় একটু গড়াগড়ি করতেও দেই ব্যাটাকে। কিন্তু আজকে তাড়া আছে আমার।

এক মিনিট পরে আমরা পটোম্যাক নদীর ওপর একটা ব্রিজে উঠে গেলাম। নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে নদীর পানি। সোয়া মাইল দূরে আরেকটা পাথরের ব্রিজ দেখা যাচ্ছে নদীর উপরে। তিনটা গাড়ি সাই সাই করে চলে

গেল ওটার ওপর দিয়ে। আচ্ছা, মা'র লাশটা, গাড়িটা নিয়ে এসেছিল সেটাও কি এই ব্রিজের ওপর দিয়ে গিয়েছিল? নাকি ব্রিজের ওপর গাড়িটা পার্ক করার পর তার লাশটা গাড়ির পেছনের ট্রাঙ্ক থেকে বের করে ওপর থেকে ফেলে দিয়েছিল ওরা? হয়ত তাকে মেরে ফেলা হয়েছিল এখান থেকে অনেক দূরে কোন জায়গায়। কে জানে, পটোম্যাক নদী কতদূর থেকে ভাসিয়ে এনেছে তার লাশটাকে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে লেখা ছিল, মা'র মৃত্যু হয় তার লাশটা খুঁজে পাওয়ার প্রায় চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা আগে। সোমবারে পাওয়া যায় তার লাশ। তার মানে সপ্তাহের শেষদিকে তাকে খুন করা হয়।

উত্তরদিকে আরো কিছু দূর হেটে গেলাম ল্যাসি আর আমি। অভ্যাসবশত একটা ড্রেইন-পাইপের উপরে এসে থেমে নিচের দিকে উঁকি দিলাম। পাইপটা প্রায় ছয়ফুটের মতো লম্বা হবে। বৃষ্টির পানি স্রোতের মতো বের হচ্ছে ওটা থেকে এখন।

ছয়মাস আগে একদল গুন্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য এই পাইপটার ভেতর প্রায় বিশমিনিট কাটাই আমি। ধরা পড়লে আমার অবস্থা মা'র মতোই হতো।

আচ্ছা, মা কি ভয় পেয়েছিলেন মারা যাওয়ার আগে? যেমনটা আমি পেয়েছিলাম সেই রাতে? তিনি কি এটা জানতেন, কেউ তার পিছু নিয়েছে? তার সম্পর্কে আমি হয়ত বেশি কিছু মনে করতে পারি না কিন্তু তার বুদ্ধিদীপ্ত সবুজ চোখজোড়ার কথা স্পষ্ট মনে আছে আমার এখনও। তাকে খুন করতে নিশ্চয়ই বেগ পেতে হয়েছে খুনিকে।

আমার ফোনটা বেজে উঠলো এ সময়।

ইনগ্রিড ফোন দিয়েছে।

ফোনটা কানে ঠেকাতে ঠেকাতে ল্যাসিকে নিয়ে বাড়ির পথে হাটা দিলাম।

এতক্ষণে তিনটা ছেচল্লিশ বেজে গেছে।

3:10 AM

"কেসটা ওয়াকারের হাতে পড়েছে।"

চার্লি ওয়াকার হচ্ছে একজন হোঁতকা পুলিশ অফিসার। পুলিশ ডিপার্টমেন্টে তার পরিচিত কেউ আছে, না-হলে এখনও তাকে ট্রাফিক কন্ট্রোলের কাজ করতে হতো। অন্তত ওর সম্পর্কে ইনগ্রিডের ধারণা এরকমই। ওয়াকারের অভ্যাস হচ্ছে সবকিছু বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলা।

"এই রাত তিনটার সময় ঘুম থেকে উঠে কথা বলার ব্যাপারে প্রথমে তেমন একটা আগ্রহ ছিল না তার। কিন্তু ওর বিরুদ্ধে যে ডিপার্টমেন্টে অবৈধ বেটিং ধরার গুঞ্জন উঠেছে সেটা মনে করিয়ে দিতেই কথা বলার ব্যাপারে হঠাৎ আগ্রহি হয়ে ওঠে সে।"

মাথা নেড়ে সামনে হাটতে লাগলাম আমি ল্যাসিকে নিয়ে গুড়িগুড়ি বৃষ্টির মধ্যে।

"কিন্তু কথা হচ্ছে, ওর কাছে বেশিক্ষন ছিল না কেসটা। ও ঘটনাস্থলে পৌছানোর ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই স্যুট পরা একজন এসে কাঁধে টোকা দেয়।"

"এফবিআই'র লোক?"

"না, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি।"

আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। ল্যাসির গলার চেইনে টান লাগায় সে-ও থমকে গেলো। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি হচ্ছে আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা সংস্থা। দেশকে যেকোন প্রকারের হুমকি আর সন্ত্রাসবাদি কার্যক্রম থেকে বাঁচানোই ওদের কাজ।

"হোমল্যান্ড সিকিউরিটির লোক?!"

"হ্যা। সে ওয়াকারকে বলেছে, বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে সে যেন তার সব জিনিসপত্র নিয়ে ওখান থেকে বিদায় হয়। ওয়াকারও আর কথা না বাড়িয়ে কেটে পড়ে।"

আমার মাথার ভেতরে চিন্তার ঝড় বইতে লাগলো। ল্যাসি ঘুরে তাকালো আমার দিকে। ও এখন বসে আছে পেছনের পায়ের উপর ভর দিয়ে।

"আমি হোমল্যান্ড সিকিউরিটির সাথে কয়েক বছর কাজ করেছি। ওদের পেট থেকে কথা বের করা খুব কঠিন কাজ। অন্য কোন ডিপার্টমেন্টকে ওরা খুব একটা সাহায্যও করে না। কিন্তু ওদের ভেতরে একজন চেনা-জানা লোক আছে আমার, এক সময় ওর বড় একটা উপকার করেছিলাম আমি।"

এদিকে আমি ভাবছি অন্য একটা কথা। প্রেসিডেন্টকে ঐ খুনের মামলা থেকে বাঁচানোর পর তিনি আমাকে একটা কার্ড দিয়েছিলেন। ঐ কার্ডটার মাধ্যমে এ দেশে যেকোন কিছু করা যাবে–একবারের জন্যে অবশ্য। আমার ড্রয়ারে এখনও অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে ওটা।

"তো, আরেকজনকে ফোন করে ঘুম থেকে ডেকে তুলি আমি," ইনগ্রিড বলতে থাকলো। "ওকে আমি তোমার মা'র কথা জিজ্ঞেস করি। মানে, যার লাশ উদ্ধার করা হয়েছে সোমবার পটোম্যাক নদী থেকে। কিন্তু সে অস্বীকার

করে বলে, সে নাকি এ ব্যাপারে কিছুই শোনেনি। তখন আমি তাকে আগের কথাটা মনে করিয়ে দেই।"

"সত্যি? নিশ্চয়ই খুব বড়সড় কোন উপকার করেছিলে লোকটার?"

"হ্যা। যাই হোক, তখন ওর গলার সুর বদলে যায়। একটু পরে অন্য একটা ফোন থেকে কল দেয় আমাকে, যেটাতে কেউ আড়ি পাততে পারবে না। তখন সে আমাকে বলে, কিভাবে সোমবার সকালে চার নম্বর রেড-অ্যালার্ট পায় তারা।"

"চার নম্বর রেড-অ্যালার্ট?"

"হ্যা, এটা আমাদের ডিপার্টমেন্টগুলোর মধ্যে ব্যবহৃত হওয়া একটি সংকেত। চার নম্বরটা হচ্ছে সর্বোচ্চ বিপদের জন্যে। আর রেড হচ্ছে–"

আমি জানি ও কি বলতে যাচ্ছে। তা-ও কথাটা শুনে কষ্ট না পেয়ে থাকতে পারলাম না।

"সন্ত্রাসবাদের জন্যে।"

অধ্যায় ৪

ইনগ্রিডকে বিদায় জানিয়ে ফোনটা কেটে দিলাম।

ল্যাসি চেইনে টান দিতে লাগলো।

"আরে, যাচ্ছি তো বাসায়। এক সেকেন্ড!"

মিয়াও।

আমি পাত্তা দিলাম না ওকে।

নিজেকে আগে কখনও এতটা অসহায় মনে হয়নি। মনে হচ্ছে যেন দৌড়াতে শেখার আগেই কেউ আমাকে উসাইন বোল্টের সাথে অলিম্পিকের ময়দানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

একজন সন্ত্রাসি।

আমার মা একজন সন্ত্রাসি ছিলেন?

নাইন ইলেভেনের ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। সেদিন রাত তিনটায় ঘুম থেকে ওঠার পরে আমি আমার স্বাভাবিক কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। এ ব্যাপারে আমার কোন ধারণাই ছিল না, আঠারো ঘন্টা আগে টুইন টাওয়ারে দুই-দুইটা প্লেন আছড়ে পড়েছে। যদি সেটা অন্য কোন সপ্তাহে হতো তাহলে বাবা আমাকে মোবাইলে মেসেজ দিয়ে জানিয়ে রাখতেন আক্রমনটার ব্যাপারে। কিন্তু বাবা সেসময় বাহামাতে ছুটি কাটাতে ব্যস্ত ছিলেন। আর ওখানে তখন ফোনের নেটওয়ার্ক কাজ করতো না। তিনি পরে আমাকে বলেছিলেন, বাহামা থেকে ফিরে আসতে তাকে কতটা বেগ পেতে হয়েছিল। কারণ আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসি হামলার সময় ছিল ওটা। তাকে বাহামার বিমানবন্দরে তিন রাত কাটাতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত একটা প্লেনে করে মায়ামিতে পৌছান তিনি। সেখান থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করে অবশেষে ভার্জিনিয়ায় ফিরে আসেন।

টুইন টাওয়ার আক্রমনের খবরটা আমি কোন টিভি চ্যানেলেও দেখিনি, কারণ আমার হাতে এত সময় নেই। আমি সেটা জানতে পারি আমার ই-ট্রেড অ্যাকাউন্টে লগ-ইন করার পর। কারণ শেয়ার মার্কেটে বড়সড় ধস নামে ঐ ঘটনার কারণে। একদিনেই প্রায় পাঁচ হাজার ডলার হারাই আমি।

ঐদিন বাকি সময়টা আর এর পরের চারদিন নাইন ইলেভেনের ব্যাপারে বিভিন্ন খবর ঘেঁটে কাটাই। আমি ইনগ্রিডকেও একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, নাইন ইলেভেনের ঘটনাটা টিভিতে দেখার জন্যে সে কত সময় কাটিয়েছিল। উত্তরে সে বলেছিল, প্রথম সপ্তাহেই প্রায় পঞ্চাশ ঘন্টা বসে ছিল টিভি সেটের সামনে।

পঞ্চাশ ঘন্টা!! আমার জন্যে পঞ্চাশ দিনের সমান। আমি জানি, ওরকম ঘটনা সচরাচর ঘটে না, আর ঘটলেও সেটা সরাসরি ক্যামেরায় রেকর্ড করা থাকে খুব কমই। তাই টুইন টাওয়ার ধ্বসে পড়ার ভিডিওটা নিয়ে সারা পৃথিবীতে হুল্লোড় পড়ে গেছিল। কিন্তু চারদিন টিভিতে একই জিনিস দেখার পর আমি অন্যদিকে মনোযোগ দেই। আমার জন্য ওটুকুই যথেষ্ট।" যদিও অন্য সবার মতো আমিও ঐ সন্ত্রাসিদের উপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। মানসিকভাবে কষ্টও পেয়েছিলাম অনেক। টুইন টাওয়ারের লোকগুলোর তো কোন দোষ ছিল না। না জানি কতজন ছেলে মেয়ের বাবা-মা আর ফিরে যায়নি ওদের কাছে।

কিন্তু এখন এটা আমি কি শুনলাম!

আমার মা-ও একজন সন্ত্রাসি ছিলেন!

আমার মা-ও ঐ হারামিদেরই একজন!

মিয়াও।

মিয়াও।

মিয়াও।

"কি হয়েছে আবার!"

মিয়াও।

আমি আমার ঘড়ির দিকে তাকালাম।

এখন বাজে তিনটা সাতান্ন।

ল্যাসির দিকে তাকালাম।

"দৌড় দে!"

দু-জনেই প্রাণপণে দৌড়ানো শুরু করলাম।

আমার বাসা থেকে প্রায় সোয়া মাইল দূরে আছি এখন। এক মাইল দৌড়াতে আমার সময় লাগে অন্তত সাতমিনিট। যদি রাস্তার মাঝখানে ঘুমাতে না চাই তাহলে আমাকে এখন এর চেয়েও জোরে দৌড়াতে হবে।

কংক্রিটের শক্ত রাস্তা ধরে দৌড়াতেই থাকলাম। ঘড়ির দিকে এক নজর বুলিয়ে দেখি তিনটা আটান্ন বাজে।

আমার বাসার রাস্তাটার কাছে পৌছে গেছি প্রায়, ল্যাসিও আমার সাথে সমান তালে দৌড়াচ্ছে। ওর দিকে না তাকিয়েও এটা বুঝতে পারলাম ওর চোয়ালও আমার মতো শক্ত হয়ে আছে রাস্তার দিকে মনোযোগ দেয়াতে।

একটা কফিশপ আর একটা লন্ড্রি পার হয়ে গেলাম।

আমার বাসাটা দেখা যাচ্ছে আধব্লক দূরে।

ভাবলাম, একবার ইনগ্রিডকে ফোন দিয়ে জানিয়ে রাখি আমি সময়মতো বাসায় পৌছাতে পারিনি, সে যাতে এখানে এসে আমাকে খুঁজে বের করে। কিন্তু সে সময়ও নেই এখন।

ঘড়ির মিনিটের ঘরটা আটান্ন থেকে ঊনষাট হয়ে গেল।

এখনও সময় আছে। মনে হচ্ছে, আমি পারবো।

পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডের মধ্যে আমাকে আরো পঞ্চাশ কদম দৌড়াতে হবে। এরপর তিনতলা সিঁড়ি বেয়ে উঠে আমার দরজাটাও খুলতে হবে।

বিশ সেকেন্ড পর আমি আর ল্যাসি সিঁড়ি বেয়ে উপরে ছুটছি। আশেপাশে তাকিয়ে শোবার মতো জায়গাও খুঁজতে লাগলাম। আমি চাই না ঘুম থেকে উঠে নিজেকে আবার হাসপাতালে আবিষ্কার করতে।

যখন জরুরি বিভাগের নার্সরা আপনাকে ক্রিসমাসের সময় শুভেচ্ছা কার্ড পাঠানো শুরু করে তখন বুঝবেন, আপনার আসলেও সমস্যা আছে।

এর আগে ছয়বার মাথা ফেটেছে, দু-বার ভেঙেছে হাত, আর একবার পাঁজরের হাড় ভেঙে ফুসফুসের সাথে লেগে গেছিল আমার। অসংখ্য সেলাইর কথা না-হয় বাদই দিলাম। এসবই গত আট বছরের হিসেব মাত্র।

তিনতলার হলওয়েতে পৌছে গেছি। আমরা পারবো!

চাবিটা এরমধ্যেই আমার হাতের মুঠোয় উঠে এসেছে।

তালায় চাবিটা ঢুকিয়ে দরজার হ্যান্ডেল ধরে মোচড় দিলাম।

3:10 AM

আসলে দরজাটা না খুলে গেলেই বোধহয় ভালো হতো, তাহলে আমি হলওয়ের কার্পেটের উপরেই ঢলে পড়তাম। কিন্তু দরজাটা আধখোলা হয়ে থাকলে আমি ভেতরের শক্ত কাঠের মেঝের উপর মুখ থুবড়ে পড়তাম আড়াআড়িভাবে।

অন্তত মনে মনে এই দৃশ্যের কথাই কল্পনা করে রেখেছিলাম। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে দেখি, আমি কাঠের মেঝেতে নয়, আমার লিভিংরুমের কার্পেটের উপর পড়ে আছি। মাথার নিচে একটা বালিশ আর শরীরটা কম্বল দিয়ে মোড়ানো। পাশেই কফি টেবিলের উপর এক গ্লাস পানি আর তিনটা অ্যাডভিল রাখা।

একসাথে তিনটা অ্যাডভিলই মুখের ভেতর চালান করে দিয়ে গ্লাসের পাশে রাখা কাগজের টুকরোটা হাতে তুলে নিলাম।

ঘুমকুমার,

তোমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে এসে দেখি, তুমি দরজার কাছে মেঝের উপর ঘুমাচেছা। কালকে রাতে আমার সাথে কথা বলার পরে নিশ্চয়ই আবার তোমার মাকে নিয়ে ভাবনায় ডুবে গিয়েছিলে, তাই না? এজন্যে আর সময়মত বাসায় ফিরে আসতে পারোনি। যেভাবে দরজার চৌকাঠের উপর পড়ে ছিলে আমার মনে হয়, আরেকটু সময় পেলে বাসায় ঢুকে যেতে পারতে।

মাঝে মাঝে ভুলে যাই, আমি একজন গোয়েন্দার সাথে প্রেম করছি। পড়তে থাকলাম বাকি লেখাটা

আমি তোমাকে ভালোমত পরীক্ষা করে দেখেছি। কোথাও বড় ধরণের কোন ব্যথা পাওনি বলেই মনে হচেছ। তোমার বাম কাঁধের কাছটা অবশ্য ফুলে উঠতে শুরু করেছিল। ঘুম থেকে উঠেই বরফ লাগাবে সেখানে। তোমার ভাগ্য ভালো বলতে হবে, তোমার নাকটা থেতলে যায়নি (আসলে আমার ভাগ্যও ভালো, না-হলে আমাকেই তো সারাজীবন তোমার নাক ডাকার আওয়াজ সহ্য করতে হতো, হা হা হা)। আমি তোমার পা ধরে টেনে ভেতরে ঢুকিয়েছি। পিঠে একটু ছিলে গেছে বোধহয়, তোমার শার্টটা বার বার উপরে উঠে যাচিছল।

কোমরের একটু উপরে হাত বোলালাম। আসলেও লাল হয়ে আছে জায়গাটা।

আর তোমার মা'র সম্পর্কেও খোঁজ-খবর নিয়েছি। যদিও কালকের তুলনায় তেমন বেশি কিছু জানতে পারিনি। অনেককেই ফোন দিয়েছি সারাদিনে, কিন্তু কেউই মুখ খুলছে না এ ব্যাপারে। মর্গেও

ফোন করেছিলাম, কিন্তু ওরা বলল, লাশটা নাকি ম্যাকলিনের ফেডারাল মর্গে স্থানান্তর করা হয়েছে। ওখানেও যখন ফোন দিলাম, তখন হালকা-পাতলা কিছু জানতে পারলাম। কিন্তু এখন সেটা বলতে পারবো না। খুবই জরুরি একটা মিটিং আছে সকালে, তাই থাকতেও পারলাম না। কিন্তু কালকে এসে সবকিছু খুলে বলবো তোমাকে।

তোমার ইনগ্রিড

বি.দ্র তোমার জন্যে যে থাই খাবারগুলো এনেছিলাম ল্যাসি সেগুলোতে ভাগ বসিয়ে দিয়েছে। আগেভাগেই তোমাকে সাবধান করে দিলাম।

বি.দ্র হ্যাপি অ্যানিভার্সেরি।

হাসিমুখেই চিঠিটা পড়ে শেষ করলাম। কাঁধের ব্যথাটা এখনও কমেনি। ল্যাসিকে খোঁজার জন্য আশেপাশে তাকালাম। ভেবেছিলাম, ব্যাটাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখবো সোফার উপর। কিন্তু না, সে ওখানে নেই। নবাবজাদা আমার ঘরে বড় বিছানাটার উপরে ঘুমাচ্ছে। কষ্ট করে হেটে হেটে ঘরে ঢুকলাম।

বিছানার পাশের ঘড়িতে সময় দেখাচ্ছে তিনটা তিন।

"ল্যাসি!"

ও চোখটা একবার পিটপিট করল, নাকটা কুঁচকাল শুধু।

"বাহ্, আমার জন্যে অনেক টেনশনে ছিলি দেখা যাচ্ছে!"

মিয়াও।

"তুই কি করবি মানে? অন্তত আমার পাশে তো ঘুমাতে পারতি?"

মিয়াও।

"হ্যা, আমি জানি তুই একটা কুকুর না।"

মিয়াও।

"তাই না? তুই বিছানায় না শুলে ওটার প্রতি অসম্মান জানানো হতো?"

মিয়াও।

"আচ্ছা, বাদ দে।"

ঘুরে রান্নাঘরের দিকে রওনা দিলাম। অনেক ক্ষিদে পেয়েছে। ফ্রিজটা

খোলা রেখেই গোটা দুই স্যান্ডউইচ আর একটা প্রোটিন শেক পেটের ভেতর চালান করে দিলাম।

ল্যাসি হা করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লাম।

"না, আমার নাস্তা থেকে কোন ভাগ পাবি না আজকে।"

মিয়াও।

"কারণ ইনগ্রিড আমার জন্য যে থাই খাবারগুলো এনেছিল সেগুলো তুই একাই সাবাড় করে দিয়েছিস।"

মিয়াও।

"কি? খাসনি তুই? এদিকে আয় দেখি।"

আমি নিচু হতেই ব্যাটা দৌড়ে পালিয়ে গেল।

"হুহ, জানতাম।"

একবার ভাবলাম ঘাড়ে বরফ লাগাই। কিন্তু পরমুহূর্তেই বাতিল করে দিলাম চিন্তাটা। এত সময় নেই হাতে।

এখন বাজে তিনটা ছয়।

স্কাইপ অন করে বাবাকে ভিডিওকল দিতে গিয়ে মনে পড়ল, মারডক তার ল্যাপটপের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে, তাই তার মোবাইলফোনেই কল দিলাম।

চারবার রিং হওয়ার পর ফোনটা তুললেন তিনি।

"হেনরি, কি খবর তোমার?"

"এই তো বাবা।"

"কালকে রাতের জন্যে কিছু মনে করো না।"

"আরে, বাদ দেন। এরকম হয় মাঝে মাঝে। মারডক কি এখনও বাইরে? (বাবা রাগ করলে মাঝে মাঝে মারডককে বাইরে ওর আলাদা ঘরে পাঠিয়ে দেন)।"

"নাহ, ও ওর ভুল বুঝতে পেরেছে। তাই না, মারডক?"

ফোনের এপাশ থেকেই মারডকের হুটোপুটির আওয়াজ শুনতে পেলাম।

ল্যাসিও সেটা শুনতে পেয়ে লাফ দিয়ে আমার কোলে উঠে ফোনে থাবা দিতে লাগলো।

আরও কিছুক্ষন পর বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "গতকাল কেমন কাটলো তোমার?"

"মা মারা গেছেন।"

"কি?!"

পরের তিন মিনিটে আমি তাকে সবকিছু খুলে বললাম। আমার কথা বলার শেষ করার পরও ওপাশে নীরবতা বজায় থাকলো।

"বাবা?"

"আছি আমি।"

"আপনি কি জানতেন?"

"না।"

"কিন্তু এবার তো সবকিছু মিলে যাচ্ছে, তাই না? মা'র ঐ অদ্ভুত ট্যুরগুলো কিংবা ওরকম অদ্ভুত সময়ে ফোন আসা...আর কেনই বা তিনি আমাদের ওভাবে ছেড়ে চলে গেলেন। সবকিছুর উত্তরই পেয়ে গেছি। আপনার কি মনে হয়? মা কি আসলেও কোন বড় সন্ত্রাসি সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন?"

কিন্তু বাবার কাছ থেকে কোন জবাবই পেলাম না। ফোনের ওপাশে শুধুই নীরবতা। তিনি নিশ্চয়ই তার নয় বছরের বিবাহিত জীবনের কথা চিন্তা করছেন এখন।

ল্যাসির দিকে তাকালাম। ব্যাটা একটা থাই মুরগির পা চিবোচ্ছে।

"কিরে? তোকে কার্পেটের ওপর খেতে না বলেছি না?"

"ল্যাসি আবার কি করল?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

কালকের ইনগ্রিডের সাথে ফোনকলের পরের ঘটনাটা বললাম তাকে।

"খুব ভালো একটা মেয়ে ইনগ্রিড। ওকে কখনও দূরে সরে যেতে দিয়ো না।"

মনে হয় বাবার এই কথা বলার পেছনে মাকে ধরে রাখতে না পারার আক্ষেপ কাজ করছে। তিনিও নিশ্চয়ই সারাজীবন মা'র সাথে সংসার করতে চেয়েছিলেন। আচ্ছা, ইনগ্রিডের অতীতেও যদি এরকম গোপন কিছু থাকে? আমি কি পারবো মানিয়ে নিতে?

"কখনোই দেব না," বললাম তাকে। "আপনি কিন্তু আমার কথার জবাব দিলেন না এখনও। আপনার কি মনে হয়, মা আসলেও একজন সন্ত্রাসি ছিলেন?"

"না, তোমার মা কোনভাবেই কোন সন্ত্রাসি কার্যক্রমের সাথে যুক্ত থাকতে পারে না।"

উনি এতটা নিশ্চিত গলায় কথাটা বললেন যে, আমি অবাক হয়ে গেলাম।

"আপনি এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কিভাবে?"

"কারণ তোমার মা সিআইএ'র হয়ে কাজ করতেন," বোমাটা ফাটিয়ে একটু থামলেন তিনি। "একজন স্পাই ছিল।"

অধ্যায় ৫

আমি বাবার অট্টহাসিতে ফেঁটে পড়ার জন্যে অপেক্ষা করছি আমাকে এত সহজেই বোকা বানানোর জন্য। কিন্তু সেরকম কিছু হলো না। ফোনের ওপাশটা নীরবই রইল।

"আপনি বলতে চাচ্ছেন, মা একজন গুপ্তচর হিসেবে কাজ করতেন?"

"হ্যা।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান–আপনি যদি এটা আগে থেকেই জানতেন তাহলে সেটা আমার কাছ থেকে এতদিন গোপন করে রেখেছেন কেন?"

"আমি তোমার মা'কে কথা দিয়েছিলাম, তোমাকে এটা কখনও বলবো না।"

"তাতে কি? সেটা তো আজ থেকে প্রায় ত্রিশবছর আগের কথা। এতদিনে সেটা আমাকে জানাতেই পারতেন!"

"আমি দুঃখিত, হেনরি, কিন্তু আমার পক্ষে এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা সম্ভব ছিল না।"

আমি আজ পর্যন্ত বাবার কোন কাজ নিয়ে প্রশ্ন তুলিনি, কিন্তু এবার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। তিনি এখনও মা'র হয়ে কথা বলে যাচ্ছেন! ফোনটা শক্ত করে গালের সাথে চেপে ধরলাম। "আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না, এত বড় একটা ব্যাপার আপনি আমার কাছ থেকে গোপন করলেন! আর এতদিন আমি ভেবেছি, মা যে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন এর জন্যে আমিই দায়ি। কিন্তু সিআইএ'র হয়ে কাজ করলে তো তাকে ওসব নিয়ে ব্যস্ত থাকতেই হবে, এটাই স্বাভাবিক। আপনি যদি একবার বলতেন, তাহলেই হতো!"

"সে কি কাজ করে এটার সাথে তোমাকে ব্যাপারটা না বলার কোন সম্পর্ক নেই। তোমাকে এটা বুঝতে হবে, সে যে কাজই করুক না কেন, তার কাছে ওটার গুরুত্ব আমাদের চেয়ে বেশি। সেই কাজের জন্যে আমাকে আর তোমাকে এভাবে ফেলে দিয়ে চলে যাবে এটা কোনভাবেই যুক্তিযুক্ত নয়। তার উচিত ছিল চাকরি বাদ দিয়ে তোমার দেখাশোনা করা," বাবাও চড়া গলায় বললেন।

একটু শান্ত হলাম আমি। আমাকে বাবা ব্যাপারটা খুলে বলেননি কারণ তিনি ভেবেছেন, আমি কষ্ট পাবো। আমি হয়ত এটা ভাববো, আমার মা

আমাকে ফেলে পুরো পৃথিবী উদ্ধার করতে ব্যস্ত। গলার সুর পাল্টে প্রশ্ন করলাম, "আপনি এটা জানতে পারলেন কিভাবে? মা-ই আপনাকে বলেছিল?"

"তোমার বয়স ছিল তখন দুই বছর," অনেকক্ষন চুপ থাকার পর তিনি জবাব দিলেন। "সে কেবলই একটা ট্যুর করে ফিরেছিল তখন। আমি তো ভেবেছিলাম, সে তার কোম্পানির কাজে উত্তর-আফ্রিকার কোন দেশে গেছিল।"

"আচ্ছা, মা যখন অফিসের কাজের নাম করে বাইরে থাকতেন তখন কি আপনাকে সেখান থেকে ফোন করতেন?"

"তোমাকে এটা বুঝতে হবে, আমি আশির দশকের কথা বলছি। তখন সবার হাতে হাতে মোবাইলফোন ছিল না। আর তোমার মায়ের প্রজেক্টগুলোও হতো দুর্গম সব এলাকায়। সুযোগ পেলে হঠাৎ হঠাৎ ফোন করত সে। তা-ও বেশি কথা বলতো না। 'তুমি কেমন আছো' কিংবা 'হেনরিকে আমার আদর দিও,' এসব কথা আর কি।"

মা যে আমার কথা তিরিশ বছর আগে ফোন করে জানতে চাইতেন এটা ভেবে একটু হলেও ভালো লাগলো। "বলতে থাকেন।"

"তোমার মা কেবলই আফ্রিকার ট্যুর থেকে ফিরেছেন, আর তুমিও জেগে ছিলে সে সময়। পুরো ঘর জুড়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছিলে। এটা ওটা নাড়াচাড়া করছিলে। আমি আর তোমার মা সোফার উপর বসে ছিলাম। এদিকে তুমি হঠাৎ করে তোমার মা'র হ্যান্ডব্যাগ থেকে সবকিছু ঢেলে ফেললে। সব মানে সব। লিপস্টিক, মানিব্যাগ, খুচরা পয়সা, এমনকি পাসপোর্টও।" বলে একটু থামলেন তিনি। "তোমার মা'র পাসপোর্টের ছবিটাও ছিল একটা মজার জিনিস। ছবিতে খুবই অদ্ভুত দেখাতো তাকে। আমি প্রায়ই ক্ষেপাতাম ওকে এটা নিয়ে। কিন্তু সেবার পাসপোর্টটা হাতে নিয়েই জমে গেলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম, আমার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে তোমার মা হয়ত নতুন ছবি তুলেছেন আমাকে না জানিয়েই। কিন্তু তখন ছবির নিচের নামটাতে চোখ গেল আমার। এখনও মনে আছে, নামটা লেখা ছিল–রেবেকা হালগেভ্স।"

আমি একটা প্যাডে নামটা টুকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "এ ব্যাপারে মা কি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন?"

"কোন কৈফিয়তই দেয়নি। সরাসরি আমাকে বলে, সিআইএ'র হয়ে কাজ করে সে।"

"আর আপনি সেটা বিশ্বাস করেছিলেন?"

"আমি যে কি বিশ্বাস করবো আর কি বিশ্বাস করবো না, এটা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তখন সে আমাকে বেজমেন্টের একটা গোপন আলমারি দেখায়। ঠিক সিনেমার মতো ব্যাপার। পাঁচটা পাসপোর্ট, অনেকগুলো দেশের মুদ্রা আর একটা পিস্তল।"

"কি বলেন!!"

"আসলেই!"

"আপনাকে আর অন্য কিছু জানাননি?"

"না, এর বেশি আর একটা শব্দও বের করতে পারিনি ওর মুখ থেকে। ওকে নাকি কী-সব প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চলতে হয়। আমাকেও কথা দিতে হয়েছিল, ব্যাপারটা যাতে কাউকে না জানাই। এমনকি তোমাকেও না। সঠিক সময় আসলে সে নিজেই তোমাকে সব জানাতে চেয়েছিল।"

"আর আপনি চুপচাপ এটা মেনে নিয়েছিলেন?"

"তো, আর কি করতাম আমি? ওটা তার চাকরি ছিল, তাই না?"

"তিনি যে আপনাকে এতদিন ধরে মিথ্যেগুলো বললেন?"

"দেখো বাবা, তোমাকে একটা কথা বলি। তুমি যখন কাউকে মন থেকে ভালোবাসবে তখন এসব জিনিসের সাথে তোমাকে মানিয়ে নিতেই হবে। তোমার মা যতক্ষন আমার সাথে ছিল ততক্ষন তার পরিচয় ছিল স্যালি বিনস। আমার আর তোমার প্রতি তার ভালোবাসাটা তো মিথ্যা ছিল না। কিন্তু চাকরিক্ষেত্রে প্রয়োজনে যদি তাকে অন্য কোন বেশ ধারন করতে হয়, সেখানে আমি কী বলতে পারি।"

"কিন্তু এরপর তিনি যখন আমাদের ফেলে চলে গেলেন? তিনি তো স্যালি বাদ দিয়ে রেবেকা নামটা বেছে নিলেন।"

"হ্যা, এটা তার একটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।"

ক্ষমার অযোগ্য।

আমার ইচ্ছা করছে, পাঁচঘন্টা ধরে বাবার সাথে ফোনে কথা বলি কিন্তু সেটা করা আমার পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব নয়। আমার অসুখটা নিয়ে সহজে কোন আক্ষেপ করি না। কিন্তু অনেক বছর পর আজকে এই হেনরি বিনস কন্ডিশনের উপর আমার মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল।

"আচ্ছা বাবা, আজকে আর কথা বলতে পারবো না। কিন্তু কালকে আমি আবার ফোন দেব। তখন সবকিছু আমাকে খুলে বলবেন, সব।"

বাবাও আস্তে করে সম্মতি জানালেন ফোনের ওপাশ থেকে। যদিও আমার মনে হয় না তার কাছে বলার মতো খুব বেশি কিছু আর বাকি আছে।

এখন বাজে তিনটা তেইশ।

ইন্টারনেট খুলে বসেই 'রেবেকা হালগেভস' লিখে গুগলে সার্চ দিলাম। হালগেভস নামে অনেককে খুঁজে পেলাম সার্চ রেজাল্টে। রেবেকা নামেও অনেককে খুঁজে পেলাম, কিন্তু শুধু রেবেকা হালগেভস নামের কেউ নেই।

ল্যাসি লাফ দিয়ে আমার কোলে উঠে বসলো। ওর পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে আপনমনে চিন্তা করতে লাগলাম।

আমার মা একজন সন্ত্রাসি নয়, গুপ্তচর। এখন তার বয়স হতো ষাট-পয়ষট্টি। এই বয়সে এসে তো আর গুপ্তচরগিরি করতেন না। নাকি করতেন?

আমি এতদিন ভাবতাম, মা হয়ত তার কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে পেনশনের টাকায় কোথাও শান্তিতে বসবাস করছেন। কিন্তু সেটা আর কোনভাবেই সম্ভব নয়। কারণ তিনি এখন মৃত।

একসাথে অনেকগুলো প্রশ্ন এসে জমা হলো আমার মাথায়।

মা কিভাবে হোমল্যান্ড সিকিউরিটির রাডারে ধরা পড়লেন? তিনি যদি আসলেও একজন গুপ্তচর হয়ে থাকেন তাহলে তার বিরুদ্ধে চার নম্বরের বিপদ সংকেত জারি করা হলো কেন? তা-ও আবার লাল রঙের? মা কি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন?

আমার মা'র জন্মস্থান যে ঠিক কোথায় এটা এখনও জানি না আমি। কিন্তু আমেরিকা যে নয় সে ব্যাপারে নিশ্চিত। তার কথায় পূর্ব-ইউরোপের একটা টান থাকতো। নাকি ওটাও মেকি ছিল?

সিআইএ'তে তিনি কি স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যোগদান করেছিলেন? নাকি সিআইএ'র গুপ্তচরের বেশে রাশিয়া কিংবা ইউক্রেনের হয়ে কাজ করে আসছিলেন এতদিন?

প্রেসিডেন্ট সুলিভান অবশ্য ইউক্রেনের সাথে ঝামেলা নিয়ে কথা বলেছিলেন একবার। মা'র মৃত্যু কি কোনভাবে এটার সাথে সম্পর্কযুক্ত?

উফ্! সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে। মাথা নেড়ে ভাবনার জগত থেকে বাস্তবে ফিরে আসার চেষ্টা করলাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি তিনটা সাইত্রিশ বাজে।

ল্যাসি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বুঝে গেলাম, ব্যাটা কি বলতে চাইছে।

"আচ্ছা, দিচ্ছি।"

উঠে গিয়ে ফ্রিজ থেকে বিড়ালের খাবারের প্যাকেটটা বের করে একটা বাটিতে ঢেলে ওর সামনে দিয়ে আমার নিজের জন্য একটা সালাদের বাটি নিয়ে আবার কম্পিউটারের সামনে বসে গেলাম।

ভাবলাম, একবার ম্যাকলিনের ফেডারাল মর্গে ফোন দিয়ে মা'র লাশটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি। কিন্তু ওরা ইনগ্রিডকেই কিছু বলেনি, আমাকে তো পাত্তাই দেবে না।

যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে বসে, মা'র নাম কি? কি বলবো তখন? স্যালি বিনস নাকি রেবেকা হালগেভস? এ দুটো ছাড়াও তার যে আর কত নাম আছে তা আল্লাহমালুম।

এএসটি আমাকে যে রিপোর্টটা পাঠিয়েছিল সেটা আবার খুললাম। একটা জিনিস এই প্রথম চোখে পড়ল। যদিও ধারণা করা হচ্ছে মা'র মৃত্যু হয়েছে তার লাশটা খুঁজে পাওয়ার চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা আগে কিন্তু কর্তব্যরত ডাক্তার একটা নির্দিষ্ট সময়ও উল্লেখ করে দিয়েছেন–শনিবার রাত সাড়ে তিনটার দিকে। ঐদিন ছিল অক্টোবরের দুই তারিখ।

নিয়তির খেলা কতই না অদ্ভুত! এত সময় থাকতে মা কিনা মারা গেলেন এমন সময়ে যখন আমি জেগে থাকি। আচ্ছা, মা'র মাথায় যখন গুলিটা ঢুকছিল তখন আমি কি করছিলাম? শনিবারের রুটিন তো একদমই সাদামাটা। এই একটু *গেম অব থ্রোন্স* দেখেছি, খাওয়া-দাওয়া করেছি, কিছুক্ষণ দৌড়ে এসে স্টক মার্কেটে ঢুঁ মেরেছিলাম। অন্যরকম কোন কিছু তো ঘটেনি সে রাতে। কিন্তু...? হ্যা, মনে পড়েছে। এ ব্যাপারটাই খোঁচাচ্ছে এতক্ষণ আমাকে।

সেদিন যখন দৌড়াতে যাওয়ার জন্যে দরজাটা খুলি তখন একটা প্যাকেট পড়ে ছিল সামনে। এটা অবশ্য তেমন অদ্ভুত কিছু না। কারণ আমাজনে প্রায়ই আমি জিনিসপত্র অর্ডার দেই। কিন্তু প্যাকেটগুলো আমার চোখে পড়ে না, কারণ আমার হয়ে ইসাবেলই সব ডেলিভারি নেয় আর সবকিছু খুলেও দেখে। সেটা জামাকাপড় কিংবা বইপত্র যাই হোক না কেন।

কিন্তু শুক্র আর শনিবার ইসাবেলের ছুটি। এ দুইদিন সে আসে না। এই সময়ের মধ্যে কিছু আসলে সেটা বাইরেই পড়ে থাকে, আর আমাকেই সব কিছু খুলে দেখতে হয়। তাই আমি চেষ্টা করি সবকিছু রোববারে অর্ডার করতে, তাহলে শুক্রবারের আগেই বাসায় পৌছে যায় জিনিসগুলো।

কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, সেদিন প্যাকেটে করে যে ডিভিডিটা এসেছিল সেটা আমি অর্ডার করিনি।

আমি ভেবেছিলাম বাবা হয়ত আমার হয়ে অর্ডার করে দিয়েছেন। এটা তিনি আগেও করেছেন। যদিও আমি বেশ কয়েকবার তাকে বলেছি ইন্টারনেট থেকে সিনেমা ডাউনলোড করে নিতে পারি। তারপরও তিনি ডিভিডি পাটাতেন। তাকে যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম এই ব্যাপারে তখন

বলেছিলেন, তিনি মোটেও আমার জন্যে ঐ ফালতু এলিয়েনদের সিনেমাটা অর্ডার করেননি।

আমার কাছে মনে হয়েছিল তিনি মজা করছেন।

কারণ *এ ওয়াক টু রিমেমবার* নামে একটা সিনেমা যখন বের হয়েছিল তখনো তিনি এ কাজটা করেন। নিজে অর্ডার করে পরে এমন ভাব নেন যেন কিছুই জানেন না এ ব্যাপারে।

আমিও *গেম অব থ্রোন্স* দেখা নিয়ে অনেক ব্যস্ত। আর মাত্র দুই সিজন বাকি আছে। তাই এর মাঝে অন্য কিছু দেখার কথা মাথায়ই আসেনি। তাছাড়া, বাবা আমাকে এর আগে যে দুটো সিনেমা পাঠিয়েছিলেন–*শশাঙ্ক রিডেম্পশন* আর *মিডনাইট এক্সপ্রেস*–ও দুটোও দেখা হয়নি তখনও। তাই পাঁচদিন আগে নতুন ডিভিডিটা বুকশেলফের একদম নিচে রেখে ওটার কথা ভুলেই গেছিলাম।

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, বাবা হয়ত আসলেই ডিভিডিটা পাঠাননি।

অন্য কেউ কি পাঠাতে পারে?

মা?

3:10 AM

মাকে সন্ত্রাসি আখ্যা দেয়ার পেছনে একটা কারণ হতে পারে, তিনি হয়ত খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানতেন অথবা গুরুত্বপূর্ণ কিছু চুরি করেছিলেন। আচ্ছা, উনি কি জাতীয় পর্যায়ের কোন তথ্য চুরি করেছিলেন? যার কারণে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি তার পেছনে লাগে?

ইনগ্রিড কালকে কালো স্যুট পরা এক লোকের কথা বলেছিল, যে নিজেকে হোমল্যান্ড সিকিউরিটির বলে দাবি করে।

আমি দৌড়ে গিয়ে বুকশেলফের একদম নিচ থেকে ডিভিডিটা বের করে হাতে তুলে নিলাম : *মেন ইন ব্ল্যাক*।

ডিভিডির কেসটা খুলে দেখলাম ভেতরে কিছু লেখা আছে কিনা। কিন্তু সেরকম কিছুই চোখে পড়ল না। এবার ডিভিডিটা কম্পিউটারের উপর রেখে দৌড়ে ময়লা ফেলার বাক্সটার সামনে গেলাম এই আশায়, ভেতরে হয়ত আমাজনের প্যাকেটটা থাকবে। কিন্ত না, ময়লার বাক্সটা একদম খালি। আচ্ছা, ঐ বাদামি রঙের কার্ডবোর্ডের প্যাকেটটায় কি কিছু লেখা থাকতে পারে?

এই প্রথম আমার মনে হচ্ছে, মা'র মৃত্যুর সময় সম্পর্কে ডাক্তারদের

ধারণা হয়ত আসলেও সঠিক। মা'র পক্ষে এটা খুবই সম্ভব, তিনি আমাজনের একটা প্যাকেট নকল করে আমার দরজার সামনে রেখে যেতে পারেন। কারণ বহুদিন ধরে তিনি গুপ্তচরবৃত্তি করে আসছেন।

মা'র লাশটাও পাওয়া গেছে আমার বাসা থেকে মাত্র ছয়মাইল দূরে। এটা কি কাকতালিয় ঘটনা? নাকি তিনি আসলেও আমার বাসার সামনে এসেছিলেন?

এখন বাজে তিনটা ঊনপঞ্চাশ।

কম্পিউটারের সামনে বসে সিনেমাটা ছেড়ে দিলাম।

অপেক্ষা করছি, পর্দায় হয়ত যেকোন মুহূর্তে ভেসে উঠবে কোন গোপন পারমাণবিক বোমার ছবি কিংবা রাশিয়ার গুপ্তচরদের কোন তালিকা। এমনটাও হতে পারে, প্রেসিডেন্টের কোন রগরগে ভিডিও প্লে হওয়া শুরু করবে এখনই।

কিন্তু পর্দায় যেটা শুরু হলো সেটার কথা আমি কল্পনাও করিনি।

বালের সিনেমাটা।

অধ্যায় ৬

চোখ খুলে দেখি দুটো আটান্ন বাজে।

গত কয়েকমাসের মধ্যে এই প্রথম একটু আগে ঘুম ভেঙে গেল।

দুই-দুইটা বাড়তি মিনিট!

সময় ব্যাপারটা আমার কাছে অনেকটা টাকা পয়সার মতো। (একবার বাবাকে আমি এটা বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম। তিনি যদি কখনও ঘুম থেকে উঠে দেখতে পান তার বিছানার পাশের টেবিলে দুই হাজার ডলার রাখা তাহলে তিনি কিন্তু সাথে সাথে ওটা খরচ করার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা শুরু করবেন। আমার ক্ষেত্রেও এই দুই মিনিটের ব্যাপারটা সে রকমই কিছু)। এই বাড়তি দুই মিনিট কি আমি একেবারে খরচ করে ফেলবো, নাকি ভেঙে ভেঙে খরচ করবো? গোসলটা একমিনিট বেশি করা যেতে পারে। আবার ষাটটা বাড়তি বুক-ডনও দেয়া যেতে পারে। দৌড়ানোতেও একটু বেশি সময় দেয়া যায়।

ভাবলাম, একবার ল্যাসিকে জিজ্ঞেস করে দেখি ও কি বলে। কিন্তু ব্যাটা এখনও মড়ার মতো ঘুমাচ্ছে। ওকে জিজ্ঞেস করেও লাভ হতো বলে মনে হয় না। ও চাইতো, ঐ দুই মিনিট আমি ওর পেটটা চুলকে দেই।

শেষ পর্যন্ত ভাবলাম এই বাড়তি দুই মিনিট বাবার সাথে কথা বলবো। মা'র সম্পর্কে আর কোন অজানা তথ্য যদি জানা যায়।

"আজকে দেখি তাড়াতাড়ি উঠে গেছো?"

বেডরুমের দরজার দিকে তাকালাম। ইনগ্রিড দাঁড়িয়ে আছে।

নগ্ন।

শরীরের প্রতিটা ভাঁজ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

বাড়তি দুই মিনিট কিভাবে কাটাবো সেটা নিয়ে আর সংশয় থাকলো না।

ও আমার বিছানায় উঠে আসলো।

নয় মিনিট পর, ইনগ্রিড আমার বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছে। দু-জনেই ক্লান্ত।

"এভাবে যদি প্রতিদিনই বাড়তি দুই মিনিট খরচ করতে পারতাম!" চোখ না খুলেই বললাম আমি।

মিয়াও।

মাথা ঘুরিয়ে দেখি ল্যাসি ড্যাবড্যাব করে ইনগ্রিডের দিকে তাকিয়ে আছে।

"কিরে, তোর কি লজ্জা-শরম বলতে কিছু নেই নাকি? তোকে না আগেও বলেছি, এই সময় তুই পাশের রুমে থাকবি।"

জবাবে ও ইনগ্রিডের দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই আস্তে আস্তে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। কোন তাড়া নেই যেন। বদ কোথাকার।

পরের দুই মিনিটে গোসল করে রান্নাঘরে ঢুকলাম। এরমধ্যে বাবা দু-বার মেসেজ দিয়েছেন ফোনে। জবাবে তাকে জানালাম, ইনগ্রিড এসেছে আজকে। আমি কালকে তার সাথে কথা বলবো।

ল্যাসির বাটিতে খাবার ভরে সেটা নিচে রেখে দিলাম। "এই নে, ফাজিল।"

মিয়াও।

"না, আমি তোর জায়গায় হলে মোটেও এরকম কাজ করতাম না।"

ইসাবেল আমার জন্য যে খাবার রান্না করে গেছে সেটা ওভেনে গরম করে নিয়ে ঘরে ফিরে গেলাম তাড়াতাড়ি।

ইনগ্রিড বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছে। ওর হাতেও একটা বাটি আর একগ্লাস দুধ তুলে দিলাম। সাথে সাথে খাওয়া শুরু করল ও। ক্ষিদে পেয়েছে অনেক সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

"বলো তো দেখি, আমি কি জানতে পেরেছি?"

মুখভর্তি খাবার নিয়েই কাঁধ ঝাকিয়ে কিছু একটা বলল ইনগ্রিড।

"আমার মা কোন সন্ত্রাসি গোষ্ঠির সাথে জড়িত ছিলেন না।"

ওর ভুজোড়া উঁচু হয়ে গেল।

"তিনি একজন গুপ্তচর ছিলেন।"

ইনগ্রিডের গলায় খাবার আটকে গেল। কেশে উঠলো একটু। দুধের গ্লাস থেকে দুই ঢোক গিলে নিয়ে একটু স্বাভাবিক হলো সে। "কি বলো এগুলো?"

বাবার কাছ থেকে যা যা জানতে পেরেছি সব খুলে বললাম ওকে।

"তোমার বাবা কি আসলেই এতদিন তোমাকে কিছু বলেননি?"

আমা মাথা নাড়লাম।

"কিভাবে সম্ভব এটা?"

"আসলে বাবা চেয়েছিলেন আমি যাতে মা'কে ঘৃণা না করি।"

"হুম, এটাও একটা কারণ হতে পারে," কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বলল ইনগ্রিড।

এরপর আমি ওকে আমার সন্দেহের ব্যাপারটা বললাম, মা হয়ত সিআইএ'র কাছ থেকে গোপন কোন নথি চুরি করেছিলেন অথবা তিনি এমন কোন গোপনীয় বিষয় জানতেন, যার কারণে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি তার খুনের ঘটনাটার সাথে জড়িয়ে গেছে।

ইনগ্রিডও মাথা নেড়ে আমার কথায় সম্মতি জানালো।

ওকে সিনেমার ডিভিডি'র কথাটাও বললাম।

"তোমার ধারণা, তোমার মা ঐ সিনেমাটা পাঠিয়েছেন?"

"তা না-হলে আর কে পাঠাবে? বাবাও তো পাঠাননি।" ওর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকালাম।

"না, আমিও পাঠাইনি।"

"যাই হোক, কেউ একজন তো পাঠিয়েছে। আর সেটা এমন একদিনে আমার কাছে এসে পৌছেছে, যেদিন আমার মা খুন হয়েছেন।" ওকে মা'র ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আর তার লাশটা যে আমার বাসা থেকে ছয়মাইল দূরেই পাওয়া গেছে সেটা বললাম।

"ওয়াকার আমাকে আগেই বলেছে লাশটা কোথায় পাওয়া গেছে। কিন্তু তার মানে এটা নয় যে, তাকে ওখানেই খুন করা হয়েছে। এমনটাও হতে পারে, তাকে আরো পঞ্চাশ মাইল দূরে খুন করে লাশটা পটোম্যাক নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে।"

"হতে পারে। কিন্তু তাকে আমার বাসার এত কাছেই পাওয়া গেছে এ ব্যাপারটা একটু বেশিই কাকতালিয়।"

"তা ঠিক। তবে গত ছয় বছরে একটা ব্যাপার আমি শিখেছি, মানুষের ধারণার চেয়ে অনেক বেশি কাকতালিয় ব্যাপার ঘটে থাকে এই লাইনে।"

আমি মাথা নাড়লেও পুরোপুরি সন্তুষ্ট হলাম না।

"আচ্ছা, ডিভিডিটা কোন সিনেমার?"

"*মেন ইন ব্ল্যাক*।"

জবাবে ও হাসল একবার। "আসলেও ঐ সিনেমাটাই আছে নাকি ডিভিডিটাতে?"

"এতক্ষণ পর্যন্ত যতটুকু দেখেছি, ওটাই।"

গতরাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে নয় মিনিট আমি সিনেমাটা দেখেছি। শুরুতে দেখা যায় কালো চামড়ার এক পুলিশ এক চোরকে ধাওয়া করছে। কিন্তু চোরটা দশতলা বিল্ডিংয়ের উপর থেকে লাফ দেওয়ার পর তার আসল পরিচয় বের হয়ে আসে–সে একটা এলিয়েন। এরপর কালো স্যুট পরা সাদা চামড়ার এক লোক এসে পুলিশ অফিসারটাকে একটা লাল লাইটের দিকে তাকাতে বলে। ব্যাস, কিছুক্ষণ আগে যা যা দেখেছে সব ভুলে যায় অফিসার।

"যে প্যাকেটে করে ডিভিডিটা এসেছে সেটার কি হলো?" ইনগ্রিড জানতে চাইলো আমার কাছে।

"সেটা ইসাবেল ফেলে দিয়েছে।"

গালটা একটু ফোলাল ও।

"হ্যা, আমি জানি ওটার ভেতরে কিছু লেখা ছিল হয়তো।"

জবাবে একবার শ্রাগ করে হয়ত সে এটা বোঝানোর চেষ্টা করলো, এখন আর কিছুই করার নেই। "চলো, সিনেমা দেখবো এখন।"

ল্যাপটপটা খুললাম।

"পপকর্ন আছে?"

"থাকতে পারে," হেসে বললাম তাকে।

রান্নাঘরের ক্যাবিনেটে খুলে দেখলাম পপকর্নের যে প্যাকেটটা আছে সেটা মেয়াদোত্তীর্ন। "এটার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে," ওখান থেকেই চেঁচিয়ে জানালাম।

"আমি এসব শুনতে চাই না," বেডরুম থেকে ইনগ্রিডের গলা ভেসে এল। "আমার পপকর্ন চাই!"

আমি পপকর্নের প্যাকেটটা ওভেনে দিয়ে সোফাটার কাছে গেলাম যেখানে ইনগ্রিড সব জামাকাপড় খুলে রেখেছে। ওগুলো তুলে নিয়ে কোনরকমে ভাঁজ করে পাশের কফি টেবিলের উপরে রেখে দিলাম। ওর মোবাইলফোনটা পার্স থেকে অর্ধেক বের হয়ে আছে। আমি হাতে নিলাম ওটা। মোবাইলের স্ক্রিনে আমার ঘুমন্ত অবস্থার একটা ছবি। ল্যাসিও শুয়ে আছে আমার বুকের উপরে। ছবিটা দেখলেই আমার হাসি পায়। মোবাইলের ফ্ল্যাশলাইটটা একবার জ্বলে উঠলো। একটা মেসেজ এসেছে। আমি পড়ে নিলাম এক লাইনের মেসেজটা।

ওভেনের বিপ্ আওয়াজটা শুনে বাস্তবে ফিরে এলাম। ফোনটা জায়গামত রেখে দিয়ে পপকর্ন নিয়ে বিছানায় উঠে বসলাম আমি। ল্যাসিও লাফ দিয়ে আমার কোলে উঠে এল।

এখন বাজে তিনটা ঊনিশ।

"আচ্ছা, শুরু থেকে এ পর্যন্ত কি হয়েছে সিনেমাটাতে?"

আমি মাথা থেকে মেসেজটার কথা ঝেরে ফেলে ওকে এ পর্যন্ত সিনেমায় যা যা ঘটেছে সেগুলো বললাম।

পরের টানা চল্লিশ মিনিট ধরে আমরা সিনেমাটাই দেখলাম।

তিনটা ঊনষাটের সময় ল্যাপটপ বন্ধ করে দিলাম আমি। ইনগ্রিড আমার ঘাড়ে তার মাথাটা রাখলো।

"গুডনাইট," ওর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললাম।

"গুডনাইট।"

"দাঁড়াও দাঁড়াও, তুমি না আমাকে তোমার সকালের মিটিংটার ব্যাপারে কী যেন বলতে চেয়েছিলে?"

"ওহ্, আসলে মিটিংটা বাতিল হয়ে গেছিল তাই আমাকে আর সকাল সকাল উঠতে হয়নি।"

আমি ইনগ্রিডের ফোনের মেসেজটার কথা চিন্তা করলাম আবার।

সকালবেলা দেখা করার জন্য ধন্যবাদ।

কিন্তু আমি মেসেজটা নিয়ে চিন্তিত না মোটেও। আমার চোখে পড়েছে যে নম্বর থেকে মেসেজটা এসেছে সেটা।

এই নম্বরটাই আমার বিছানার পাশের টেবিলের ড্রয়ারে যে কার্ডটা রাখা আছে সেখানে লেখা।

ইনগ্রিডের সকালের মিটিংটা ছিল আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সাথে।

3:10 PM

পরের দু-দিন আমি কাটালাম সিনেমাটা দেখে দেখে আর বাবার সাথে কথা বলে। তিনি মা'র সম্পর্কে যা যা জানতেন সবকিছুর একটা তালিকা করেছেন মা কোথায় বড় হয়েছেন, তার পরিবারের কথা, তার স্কুলের কথা, তার গাড়ির কথা–সবিকছু। কিন্তু এর মধ্যে বেশিরভাগ তথ্যই আমার আগে থেকে জানা ছিল, আর এর প্রত্যেকটাই আমার জানামতে মিথ্যে।

সিনেমাটা অবশ্য ভালোই ছিল কিন্তু ওটাতে গোপন কোন মেসেজ লুকানো ছিল না মোটেও। আমার তো নিজেরই সন্দেহ হওয়া শুরু হয়েছিল, মা বোধহয় ওটা পাঠাননি।

কিন্তু দশ মিনিট আগে আমাজনের কাস্টমার কেয়ারে ফোন করে আমি এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়েছি। ফোনটা যে ধরেছিল তাকে আমার বাসার ঠিকানা আর ডেলিভারির তারিখটা দিলে সে একটু খুঁজে দেখে বলে, ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ওটার বিল পরিশোধ করা হয়েছিল। ক্রেডিট কার্ডটা নিবন্ধন করা জেন ডো নামে–ফরেনসিক এক্সপার্ট আর হোমিসাইডের তদন্তকারিরা অজ্ঞাতনামা নারী লাশকে যে নামে ডাকে!

আমি এই আবিষ্কারটা নিয়েই চিন্তা করছিলাম এমন সময় আমার মোবাইলটা ভাইব্রেট করে উঠলো।

ইনগ্রিডের কাছ থেকে একটা মেসেজ এসেছে।

কালকে তো তুমি কিছু জানালে না। সিনেমাটা শেষ হলো কিভাবে? কিছু খুঁজে পাওনি নিশ্চয়ই?

উত্তরে কী লিখব বুঝতে পারলাম না। আসলে উত্তর দেব কিনা সেটা নিয়েও ভাবতে লাগলাম। ও আমাকে ঐ মিটিংটার ব্যাপারে মিথ্যে কথা বলেছে। প্রেসিডেন্টের সাথে সে দেখা করতেই পারে কারণ প্রেসিডেন্ট যে মামলায় ফেঁসে গেছিলেন সেটা তদন্তের দায়িত্বে ছিল ইনগ্রিড, তাই দাপ্তরিক কোন কাজে সে যেতেই পারে ওখানে। কিন্তু এটা নিয়ে মিথ্যে কথা বলবে কেন, মিটিংটা বাতিল হয়ে গেছিল?

মেসেজটা দেখে বোঝা যাচ্ছিল, প্রেসিডেন্ট সুলিভানই তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সুলিভানকে আমি পছন্দই করি। কিন্তু কাউকে পছন্দ করা আর তাকে বিশ্বাস করা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। ইনগ্রিডের সাথে আমার সম্পর্কটা ছয় মাসের হলেও এই সময়ের মাঝে আমরা সর্বোচ্চ সত্তরঘন্টা একসাথে কাটিয়েছি। আমাদের সম্পর্কটার ধরণ নিয়ে আমি সন্দিহান। আমি কি ওর সকল চাহিদা মেটাতে পারি? বিশেষ করে শারীরিক চাহিদা?

আমি পাল্টা মেসেজে লিখলাম :

সিনেমাটা ভালোই ছিল। কিন্তু কোন সূত্র পাইনি।

উত্তর আসল একটু পরেই :

ধুর...নতুন একটা কেস পেয়েছি। এক সিরিয়াল কিলারের, নিজেকে পোপ বলে দাবি করে সে। তোমার সাথে বোধহয় কয়েকদিন দেখা হবে না।

আচ্ছা।

তুমি ঠিক আছো?

হুম, একটু ব্যস্ত।

আমি তোমার মা'র ব্যাপারেও চোখ কান খোলা রাখব।

ধন্যবাদ।

এখনই আবার মেন ইন ব্ল্যাক ২ দেখতে বোসো না। আমি দেখিনি অবশ্য। কিন্তু রিভিউয়ে দেখেছি, জঘন্য নাকি ওটা।

দেখবো না। পরে দেখা হবে তোমার সাথে।

ভাবলাম, মেসেজে একবার লিখি, প্রেসিডেন্ট সুলিভানকে আমার পক্ষ থেকে যেন 'হ্যালো' জানিয়ে দেয় সে। কিন্তু বোকার মতো কিছু করার আগেই ফোনটা রেখে দিলাম।

এখন বাজে তিনটা সাইত্রিশ।

"চল, যাই," জোরে বললাম।

ল্যাসি লাফ দিয়ে সোফা থেকে নেমে গেল। ওর চেইনটা নিতে গিয়েও নিলাম না। বেচারা গত তিনদিন ধরে বাইরে যায় না।

এক মিনিট পরে আমি আর ল্যাসি রাস্তা ধরে দৌড়াচ্ছি।

ইনগ্রিডের ব্যাপারটা মাথা থেকে ঝেরে ফেলার একমাত্র উপায় হচ্ছে মা'র সম্পর্কে চিন্তা করা। তা-ও একমাইল পর্যন্ত ওর ব্যাপারটাই ভাবতে লাগলাম। মনে হচ্ছে, ওকে গুডনাইট জানিয়ে একটা মেসেজ পাঠিয়ে দেই। আর এটাও জানাই, ও আমার জীবনে এসেছে বলে আমি কতটা ভাগ্যবান। ও আমাকে প্রেসিডেন্টের সাথে মিটিংটার ব্যাপারে মিথ্যে কথা বলেছে এ নিয়ে আমি চিন্তিত নই। কারণ আমি ওকে বিশ্বাস করি। ওকে ভালোবাসি।

মাথা নেড়ে চিন্তাটা বিদায় করে দিয়ে মা'কে নিয়ে ভাবা শুরু করলাম। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, মা হয়ত নিজে এসে আমার দরজার সামনে প্যাকেজটা রেখে গেছেন। কিন্তু আসলে সেটা ঘটেনি। তিনি সরাসরি আমাজনের মাধ্যমেই ওটা ডেলিভারি করিয়েছেন। তাই ওটার প্যাকেটের গায়ে কিছু লেখা থাকার সম্ভাবনাও কম। যদি না ডেলিভারি যে করেছে তার সাথে মা'র কোন প্রকার আঁতাত থেকে থাকে। তাহলে এত কাঠখড় পুড়িয়ে ডিভিডিটা পাঠানোর মানে কি?

তিনি কি সিনেমার নামের মাধ্যমে কোন মেসেজ পাঠাতে চেয়েছেন?

মেন ইন ব্ল্যাক।

এর মানে সিআইএ, তাই না?

এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। কিন্তু আরো কোন গভীর অর্থ আছে নাকি এটার? সিনেমাটার অভিনেতারা কোনভাবে জড়িত?

সিনেমার দুই মূল চরিত্র সম্পর্কেই খোঁজ খবর নিয়েছি আমি। একজনের

নাম উইল স্মিথ আর আরেকজন হলো টমি লি জোনস। কিন্তু তাদের অতীত ঘেঁটে আগ্রহোদ্দিপক সেরকম কিছুই খুঁজে পেলাম না।

পপ কালচার নিয়ে আমার জ্ঞান অবশ্য সীমিত। সিনেমার ডায়লগগুলো রূপক অর্থে অন্য কিছু বোঝায়নি তো?

চিন্তা করা থামিয়ে ফোনের ঘড়ির দিকে তাকালাম।

তিনটা আটচল্লিশ বাজে।

ঘুরে বাসার দিকে রওনা হলাম।

যখন সেখানে পৌছালাম তখন বাজে তিনটা ছাপ্পান্ন।

ল্যাসিকে কাছেপিঠে কোথাও খুঁজে পেলাম না। কিন্তু ওর প্রতি আমার বিশ্বাস আছে, ও ঠিকই পথ চিনে ফিরে আসবে। দরজাটা ওর জন্যে খোলা রেখে দিলাম। পেটভরে পানি খেয়ে বিছানার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। এখন আর গোসল করার সময় নেই কিন্তু এই ঘামে ভেজা কাপড় পরে শুতে ইচ্ছা করছে না। ওগুলো খুলে বিছানায় উঠে পড়লাম।

শুয়ে শুয়ে আমার আর ইনগ্রিডের মধ্যে চালাচালি করা মেসেজগুলো দেখতে লাগলাম।

ওকে না দেখতে পেরে যে আমার খারাপ লাগছে এই কথাটা টাইপ করতে যাবো এমন সময় ব্যাপারটা আমার মাথায় আসলো।

ওর শেষ মেসেজটা।

এখনই আবার মেন ইন ব্ল্যাক ২ দেখতে বোসো না। আমি দেখিনি অবশ্য। কিন্তু রিভিউয়ে দেখেছি, জঘন্য নাকি ওটা।

এটাই!

রিভিউ!

লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে কম্পিউটারের দিকে দৌড় দিলাম। আমাজন অ্যাকাউন্টে লগ ইন করে *মেন ইন ব্ল্যাক* লিখে সার্চ দিতেই দেখাল ৫১৭টা রিভিউ আছে এটা নিয়ে। রিভিউগুলো দেখতে দেখতে নিচের দিকে স্ক্রল করতে লাগলাম। শেষের দিক থেকে দুই নম্বর রিভিউটা লেখা হয়েছে অক্টোবরের ২ তারিখে।

আমার মা ঐদিনই খুন হন।

আর রিভিউটা লিখেছি স্বয়ং আমি!

অধ্যায় ৭

শেষ যেবার আমি রান্নাঘরের চেয়ারটাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সেটা চার বছর আগের ঘটনা। একটা কোম্পানির শেয়ার কিনবো নাকি কিনবো না এটা নিয়ে দ্বিধায় ভুগছিলাম। পাঁচ হাজার শেয়ার। প্রথমে ভেবেছিলাম কিনবো না। তখন বাজছিল তিনটা আটান্ন। পরে সিদ্ধান্ত পাল্টে দৌড়ে এসে কম্পিউটারের সামনে বসে পড়ি। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেয়ারগুলো কিনতে ব্যর্থ হই আমি। তেইশ ঘন্টা পরে ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার কপালে কিবোর্ডের মতো নকশা হয়ে গেছে।

কিন্তু সেবার বড় বাঁচা বেঁচে গিয়েছিলাম শেয়ারগুলো না কিনে। কারণ কিছুদিনের মধ্যেই পঁয়ত্রিশ শতাংশ দাম পড়ে যায় ওগুলোর। আমিও বড় মাপের লোকসানের হাত থেকে বেঁচে যাই।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমি খুশিমনে ঐ লোকসানের মুখোমুখি হতাম যদি ওটার বদলে সেদিন বিছানায় গিয়ে ঘুমাতে পারতাম। কারণ ঐ ঘটনার পরে একজন ফিজিও থেরাপিস্ট আর মেরুদণ্ডের ডাক্তারের পেছনে ঐ একই অঙ্কের টাকা খরচ হয়েছিল আমার। ডাক্তারসাহেব তো রাত তিনটার সময় তাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলার জন্যে অতিরিক্ত বিলও নিয়েছিলেন।

বড় করে তিনবার নিঃশ্বাস নিয়ে রান্নাঘরের টেবিলটা থেকে মাথা তোলার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। আমার শরীরের প্রতিটা মাংসপেশি মনে হয় জমে গেছে। আঙুলগুলোও নাড়াতে পারলাম না।

খুবই খারাপ খবর।

কপালে হালকা কিছু একটার ছোঁয়া লাগায় চোখ খুললাম।

"কিরে, কি খবর তোর?" আস্তে করে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

জবাবে ল্যাসি আমার চোখদুটো একবার চেটে দিয়ে একটু পিছিয়ে গেল। দেখে মনে হচ্ছে, ব্যাটা কোন ব্যাপারে বেজায় খুশি।

"এত খুশি লাগছে কেন তোকে? কিছু করেছিস নাকি?"

মিয়াও।

"কি? একটা শেয়ালের সাথে? নাকি শেয়ালের মতো দেখতে একটা মেয়ে বিড়ালের সাথে?"

মিয়াও।

"একটা আসল শেয়ালের সাথে? বাহ্, এটা যে সম্ভব তা আমার জানা

ছিল না," আমি হাসার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সামান্য একটু নাড়াচাড়া করতেই মেরুদণ্ড বরাবর তীব্র একটা ব্যথার হলকা নেমে গেল। জোরে নিঃশ্বাস নিলাম।

মিয়াও।

"নারে, আমি ঠিক নেই।"

মিয়াও।

"জানি, ঘুমানোর জন্য বিছানা আরো আরামদায়ক জায়গা।"

মিয়াও।

"আমার ফোনটা লাগবে।"

টেবিলের উপর আমার বামহাতটা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ডানহাতের কোন অস্তিত্বই টের পাচ্ছি না। মনে হয় ওটা ঝুলে আছে কোনরকমে।

মনে করার চেষ্টা করলাম, ফোনটা কোথায় রেখেছি। রান্নাঘরের তাকে, নাকি সোফার উপরে?

ল্যাসি লাফ মেরে আমার মাথার উপর দিয়ে কই যেন গেল। কিছুক্ষণ পরেই আবার দেখতে পেলাম ওকে। ব্যাটা নাক দিয়ে আমার ফোনটা আমার হাতের দিকে ঠেলছে।

এখনো উত্তেজিত হওয়ার মতো কিছু ঘটেনি। গত একদিন ধরে চার্জ দেয়া হয়নি ফোনটাতে। শেষবার যখন ওটা ব্যবহার করেছিলাম তখন পুরো চার্জ দেয়া ছিল। গত তেইশ ঘন্টা এটা দিয়ে কোন ফোন করা হয়নি কিংবা মেসেজও পাঠানো হয়নি। অল্প হলেও চার্জ থাকার কথা।

আমি আস্তে আস্তে আঙুলগুলো নাড়াবার চেষ্টা করলাম।

প্রথমে কিছুক্ষণ কিছুই ঘটল না। অবশেষে আমার তর্জনিটা একটু নড়ে উঠলো। এর কিছুক্ষণ পরে সবগুলো আঙুলই আস্তে আস্তে জেগে উঠতে লাগলো। গুতো দিয়ে ফোনটা আমার মুঠোর নিচে দিয়ে দিল ল্যাসি। আমি নিচের বাটনটা চাপ দিলে স্ক্রিন জ্বলে উঠলো।

যাক্, বাঁচা গেল।

ভয়েস কমান্ডের বাটনটা চেপে ধরে ভাবলাম, ৯১১-তে ফোন দেব, কিন্তু সেটা করলাম না। বললাম, "ইনগ্রিডকে ফোন করো।"

ওপাশে রিং হতে লাগলো।

কিন্তু কেউ না ধরাতে সরাসরি ভয়েসমেইলে চলে গেল।

একবার বিপ্ করে উঠলো মোবাইলটা। এরকম আওয়াজ শুনিনি আগে। মনে হয় চার্জ খুব অল্প আছে।

"বাবাকে ফোন করো।"

এবারও রিং হতে লাগলো ওপাশে।

দু-বার রিং হতেই বাবা ফোনটা ধরলেন।

"কি খবর হে–"

"বাবা!" তার কথার মাঝেই আমি বলে উঠলাম। "আমার ফোনের চার্জ এখনই শেষ হয়ে যাবে। আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন চলে আসেন। সাথে করে আপনার পিঠের ব্যথার ওষুধগুলোও নিয়ে আসবেন। তাড়াতা–"

আর কিছু বলার আগেই ফোনটা বন্ধ হয়ে গেল।

3:10 am

বাবা এখান থেকে বিশ মিনিটের দূরত্বে থাকেন। কিন্তু তার নিজের পিঠেও ব্যথা, তাই তিনি এখন বিছানা থেকে উঠতে পারবেন কিনা এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ ছিল। কিন্তু পনের মিনিটের মধ্যেই সিঁড়িতে কারো উঠে আসার শব্দ পেলাম আর তারপরই আমার দরজাটা সশব্দে খুলে গেল।

আমি ভুলেই গেছিলাম দরজাটা ল্যাসির জন্যে খোলা রেখে দিয়েছিলাম। সে অবশ্য এখন ব্যস্ত। তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু মারডকের আগমন ঘটেছে। লিভিংরুমে ওদের হুটোপুটির আওয়াজ আমি এখান থেকেও পাচ্ছি।

আপনি যদি 'ভ্রাতৃত্ব' লিখে গুগলে সার্চ দেন তাহলে এ দুটোর ছবি ভেসে উঠতে পারে ফলাফল হিসেবে।

"আরে, থাম্ তোরা।"

থামার কোন লক্ষণও দেখা গেল না ওদের মধ্যে।

দশ সেকেন্ড পরে বাবা ঢুকলেন।

আমি তার দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারলাম, তিনি দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছেন। দরজা দিয়ে ঢোকার সময় উনি যে দৃশ্যটা দেখতে পেয়েছেন সেটা কল্পনা করার চেষ্টা করলাম। উনার একমাত্র ছেলে জন্মদিনের পোশাকে চেয়ারে বসে আছে।

হাসি আর দমিয়ে রাখতে পারলেন না, পুরো ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন, "আমাকে কি জিজ্ঞেস করতে হবে, কি হয়েছিল?"

গত পনের মিনিট ধরে অপেক্ষা করার সময় আমি আমার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো একটু স্বাভাবিক করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। কিছুটা হলেও সফল হয়েছি কারণ এখন মাথাটা একটু নাড়াতে পারছি। চোখের কোণ দিয়ে দেখলাম, হাসতে হাসতে বাবার চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে গেছে।

মারডক আর ল্যাসির আওয়াজ আরো বেড়ে গেছে, নিচতলার ভাড়াটিয়ার সুখের ঘুমটা এতক্ষণে মনে হয় ভেঙে দিয়েছে ওরা।

"এই, তোরা আওয়াজ কম কর!" বাবা চেঁচিয়ে বললেন ওদেরকে।

এবার ওরা একটু শান্ত হলো।

আমার ঘাড়ে বাবার হাতের স্পর্শ টের পেলাম। তিনি এখনও মৃদু হাসছেন, কিন্তু আমার গতবারের অভিজ্ঞতা থেকে এটাও জানেন, এভাবে ঘুমানোর ফলাফল আমার জন্য কতটা মারাত্মক হতে পারে। আমার মেরুদণ্ডের অপুরণীয় ক্ষতি হয়ে যেতে পারত। আমার হাত কিংবা পায়ের স্নায়ুগুলোরও অনেক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

মারডক আমার বাবার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ওর একফুট লম্বা জিহ্বাটা দিয়ে আমার মুখ চাটতে লাগলো।

"কিরে গর্দভ, কি খবর?"

ল্যাসি ওর ঘাড়ের উপর চড়ে আছে।

মিয়াও।

"হ্যা, একদম ঘোড়সাওয়ারের মতো লাগছে তোকে।"

"সর এখান থেকে," মারডককে সামনে থেকে ঠেলা দিয়ে সরাতে সরাতে বললেন বাবা। "চল, এখন তোমাকে সোফায় নিয়ে যাই," আমার উদ্দেশ্যে বললেন তিনি।

চিন্তা করে দেখলাম, এটা করার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো, আমিসহ চেয়ারটাকে টেনে সোফার কাছে নিয়ে যাওয়া, এরপর আমাকে ধরে সোফায় উল্টিয়ে দেয়া।

কাজটা সহজ নয় কিন্তু তিনটা সাতাশ নাগাদ আমি সোফার উপর উঠে পড়লাম। এরমধ্যে বাবা আমাকে একটা বক্সার পরিয়ে দিয়েছেন। কাজটা করতে তিনি একটুও দ্বিধাবোধ করেননি। একারণেই তাকে আমি এত পছন্দ করি।

"তুমি কি পেইনকিলারগুলো এখনই খেতে চাও?"

ওষুধগুলো এখনই দরকার আমার। ওগুলো খেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি চিন্তা করার শক্তি হারিয়ে ফেলবো। কিন্তু আমাকে আরো কিছু সময় জেগে থাকতে হবে।

"এখন না," এটুকু বলতে গিয়েই ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলাম। মনে হলো, কেউ আমার মেরুদণ্ড বরাবর একটা করাত চালিয়ে দিয়েছে। সাথে সাথে মতো পাল্টে ফেললাম, "ওষুধ দিন, এখনই।"

তিনি আমার দিকে এক গ্লাস পানি এগিয়ে দিলে দুটো ট্যাবলেট গিলে ফেললাম ওগুলো দিয়ে।

"আপনি কি ল্যাসিকে খাওয়াতে পারবেন? আর আমাকেও একটা প্রোটিন শেক বের করে দিয়েন ফ্রিজ থেকে," বাবাকে বললাম।

তিনি দুটো কাজই করলেন।

আমার পাশে বসে প্রোটিন শেকটা ধরে রাখলেন তিনি আর আমি খেতে লাগলাম।

"তো, আমাকে বলবে, কি ঘটেছিল?"

"ল্যাপটপটা নিয়ে আসেন একটু।"

উঠে গিয়ে ল্যাপটপটা নিয়ে আসলেন তিনি।

স্ক্রিনসেভার হিসেবে ইনগ্রিডের একটা ছবি সেট করে রাখা আছে তাতে।

"রিফ্রেশ করুন একবার," বললাম তাকে।

কিন্তু তিনি ইতঃস্তত বোধ করতে লাগলেন।

"সমস্যা নেই, বাবা," আশ্বস্ত করলাম তাকে, "উল্টাপাল্টা কিছু ভেসে উঠবে না পর্দায়।"

"আচ্ছা।"

পরের দশ মিনিট ধরে আমি তাকে *মেন ইন ব্ল্যাক*-এর ব্যাপারে সব কিছু বললাম। কিভাবে আমি নিশ্চিত হলাম, মা এটা আমাকে পাঠিয়েছেন আর একটা রিভিউয়ের মাধ্যমে, আমার কাছে একটা গোপন বার্তা পাঠাতে চেয়েছেন তিনি, এই ব্যাপারগুলোও বললাম।

"আমি তো ওরকম কোন রিভিউ খুঁজে পাচ্ছি না," তিনি বললেন।

আমার দিকে কম্পিউটারের স্ক্রিনটা ঘুরিয়ে দিলেন। ওষুধগুলো কাজ করতে শুরু করেছে। সবকিছু ঘোলা ঘোলা দেখছি এখন। কোনমতে চোখ কুঁচকে তাকালাম। রিভিউটা আসলেই নেই।

"কিন্তু ওটা এখানেই ছিল। আমিই লিখেছিলাম ওটা," ওখানে সেপ্টেম্বরের সাত তারিখের একটা আর অক্টোবরের আট তারিখের লেখা রিভিউ ঠিকই আছে। কিন্তু অক্টোবরের দুই তারিখে লেখা রিভিউটা বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে। "ওরা ওটা মুছে দিয়েছে।"

"কারা?"

উত্তরটা এখনও আমার জানা নেই।

"প্রিন্টারটা একবার দেখুন তো," আমি বললাম।

আমার মনে আছে, ঘুমিয়ে পড়ার আগে আমি রিভিউটার একটা প্রিন্ট-আউট বের করে রাখার জন্য কমান্ড দিয়েছিলাম। আমার মাথা আর কাজ করছে না। চোখ বন্ধ হয়ে আসলো আপনা-আপনি।

চারটা বাজার আগেই ঘুমিয়ে পড়লাম আজ।

3:10 AM

ঘুম থেকে উঠে নিজেকে বিছানায় আবিষ্কার করলাম।

পাশের বেডসাইড টেবিলে একটা প্যাডের পাতায় বাবার গোটা গোটা হাতের লেখা একটা চিঠি শোভা পাচ্ছে। উনি গত তেইশ ঘন্টায় আমার জন্য যা যা করেছেন তার একটা বিবরণ লিখে রেখেছেন।

একজন মেরুদণ্ডের ডাক্তার এসেছিলেন আমার পিঠের অবস্থা ঠিক করে দেয়ার জন্যে। আর একজন ম্যাসাজ থেরাপিস্ট এসে দু-ঘন্টা ধরে আমার মাংসপেশি স্বাভাবিক করার জন্য কাজ করে গেছেন। সারা (আমার প্রাক্তন প্রেমিকা, যার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে) এসে আমার একটু দেখভাল করে গেছে। বাবা তার পছন্দের রেস্টুরেন্ট থেকে মিটবল এনে নিজে খেয়েছেন, আমার জন্যে বাকিটা ফ্রিজে রেখে দিয়েছেন। তিনি তার নিজের ডাক্তারের সাথেও কথা বলেছেন কিছু অতিরিক্ত পিঠের ব্যথার ওষুধের জন্য। কিন্তু এবার এমন ডোজের ওষুধের নাম শুনে নিয়েছেন যেগুলো খেলে একটু হলেও হুশ থাকবে আমার। এছাড়াও তিনি মারডক আর ল্যাসিকে পার্কে বেড়াতে নিয়ে গেছিলেন। আমার বাথরুমের পাইপলাইনটাও ঠিক করে দিয়েছেন।

সবকিছু করে মধ্যরাতের দিকে এখান থেকে বের হয়েছেন তিনি।

ল্যাসির দিকে তাকালাম।

দুনিয়ার সাথে কোন সম্পর্ক নেই তার এখন। গভীর ঘুমে মগ্ন। মারডকের সাথে সারাদিন লাফালাফি-হুটোপুটি করার পর আর তার শরীরে একটুও শক্তি অবশিষ্ট নেই। ওর মুখের চারপাশে গোঁফে হলুদ রঙের কী যেন লেগে আছে। নিশ্চয়ই হটডগ খাওয়ার সময় সয়া লেগে গেছিল।

আপনমনেই হেসে উঠলাম একবার।

হাতে ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করলাম। ব্যথা করে উঠলো সারা হাত-পা। কিন্তু কালকের তুলনায় রীতিমত স্বর্গসুখে আছি বলা যায়। ফোনটা হাতে নিয়ে বাবাকে মেসেজ করলাম।

আপনার তুলনা হয় না বাবা।

এখন ভালো লাগছে?

হ্যা, কোন প্রকার গোঙানি ছাড়াই মাথা এপাশ ওপাশ করতে পারছি।

যাক...মাইক্রোওয়েভে মিটবল তেতাল্লিশ সেকেন্ড গরম করে নিও।

আচ্ছা।

আমি অনেক ক্লান্ত। বিছানায় উঠে পড়বো এখন। আজকে তো পোকার খেলতে পারতে না তাই চলে এসেছি বাসায়।

এএসটি'র রিপোর্টটা আমার কাছে এসেছিল আজ থেকে এক সপ্তাহ আগে! বিশ্বাসই হচ্ছে না। সেদিনও আমাদের খেলার কথা ছিল।

ফিরতি মেসেজে লিখলাম :

ব্যাপার না।

ওটা একটা তারিখ।

কোনটা?

রিভিউটা। ওখানে, অ্যানিভার্সেরির কথাটা বলা হয়েছে সেটা মনে হয় কোন তারিখ নির্দেশ করেছে।

টেবিলের দিকে আবার ভালোমত খেয়াল করে দ্বিতীয় আরেকটা এ-ফোর সাইজের কাগজ লক্ষ্য করলাম। রিভিউটা। যাক, প্রিন্ট করেছিলাম তাহলে। যদিও আগে পড়েছিলাম একবার কিন্তু কিছুই মনে করতে পারলাম না ওটা। আবার পড়লাম শুরু থেকে শেষপর্যন্ত। আমার মুখের হাসিটা থামতেই চাইছে না।

আবার বাবাকে মেসেজ দিলাম :

আমার মনে হয় আপনি ঠিকই বলেছেন।
আমাকে জানিও, তুমি কি বের করতে পারলে।

গুডনাইট।

আচ্ছা। এখন ঘুমান ভালোমতো। গুডনাইট।

বিছানা থেকে উঠে পড়লাম। শরীরটা এখনও কেমন জানি ম্যাজম্যাজ করছে। বাথরুমে গিয়ে হালকা হয়ে আসলাম।

খাবার গরম করে ল্যাপটপটা নিয়ে আবার বিছানায় গিয়ে বসলাম।

এখন বাজে তিনটা বারো।

আমার ফোনে আরো দুটো মেসেজ এসে জমা হয়ে আছে। দুটোই ইনগ্রিডের কাছ থেকে এসেছে। সে এখনও তার নতুন কেসটার কোন সমাধান করতে পারেনি। আজকেও সে আসতে পারছে না। কিন্তু আমার কথা অনেক মনে পড়ছে তার। খুব মিস করছে।

তাকে ফিরতি মেসেজ দিয়ে জানালাম, তাকে ছাড়া আমারও ভালো লাগছে না।

মিটবলে বড় এক কামড় বসিয়ে আবার রিভিউটা শুরু থেকে পড়া শুরু করলাম। রিভিউটা এরকম :

This movie rocks!

আমি আর আমার স্ত্রী আমাদের প্রথম ডেটে এই সিনেমাটা দেখেছিলাম আজ থেকে প্রায় আট বছর আগে। (আমাদের ভালোবাসাকে বলা যেতে পারে, 'লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট')। এরপর থেকে আমাদের প্রতি অ্যানিভার্সেরিতে আমরা সিনেমাটা দেখি–আগস্টের ৫ তারিখে। স্মিথ আর জোনস দারুণ অভিনয় করেছে। ডিরেক্টর হেঘিলও ভালো কাজ দেখিয়েছেন। আমার নয় বছর বয়সি মেয়ে এপ্রিলেরও দারুণ পছন্দ সিনেমাটা। সে পারলে এটাকে ১২ রেটিং দেবে।

প্রকাশনার তারিখ : ১০/২/২০১৪...হেনরি বিনস

বাবার ধারণা, আগস্টের ৫ তারিখ আর আট বছর আগে এই দুটো দিয়ে নির্দিষ্ট কিছু বোঝানো হয়েছে।

আমারও একই ধারনা।

ল্যাপটপ খুলে গুগলে সার্চ দিলাম তারিখটা।

উইকিপিডিয়ার একটা পেজ চলে আসলো প্রথমেই। আমি নজর বোলানো শুরু করলাম। ২০০৮ সালের আগস্টের ৫ তারিখ ছিল শনিবার। জর্জ বুশ ছিলেন তৎকালিন প্রেসিডেন্ট। এটাওটা সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য লেখা আছে, কিন্তু ওর মধ্যে থেকে কেবল একটা জিনিসই আমার নজর কাড়তে পারলো। উত্তর-ইরাকে আল-কায়েদার দু-জন উচ্চপদস্থ কর্মি এক বিস্ফোরণে মারা গিয়েছিল সেদিন।

আমার যতদূর মনে হয়, মা চেয়েছিলেন আমি এই লাইনটাই পড়ি। কিন্তু কেন? এই দু-জন সন্ত্রাসির মৃত্যু আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হবে কেন?

আমি আরো পড়তে থাকলাম।

গুজব আছে, যখন বিস্ফোরণটা হয়েছিল তখন ঐ দুজন সন্ত্রাসি–আব্দুল আল-রাহমিন আর হাম্মাদ শেখ–একটা বাড়ির বেজমেন্টে বোমা বানাতে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু তাদের বানানো একটা বোমা ঐ সময়েই দুর্ঘটনাবশত বিস্ফোরিত হলে বেজমেন্টটা তাদের উপরেই ধ্বসে পড়ে।

দু-জন মৃত সন্ত্রাসি? এই কারণেই কি মা'কে চার নম্বর লাল রঙের বিপদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল?

নিশ্চয়ই আমার চোখে কিছু এড়িয়ে যাচ্ছে।

আবার রিভিউটা পড়লাম।

আবার।

বার বার।

এবার বুঝতে পারলাম। রিভিউটাতে একটা তারিখ নয়, দুটো তারিখের কথা বলা হয়েছে।

ওখানে নয় বছর বয়সি এপ্রিল নামের একটা মেয়ের কথা বলে হয়েছে, যে কিনা সিনেমাটাকে রেটিং হিসেবে ১২ নম্বর দিত।

৯ই এপ্রিল, ২০১২।

আমি এবার গুগলে এই ডেটটা লিখে সার্চ দিয়ে ফলাফলগুলো দেখতে লাগলাম। আমার ভ্রু আপনা-আপনি কুঁচকে গেল।

দু-জন আল-কায়েদা জঙ্গি এক বিস্ফোরণে মারা গেছে। এবার আফগানিস্তানে। প্রায় একইভাবে। বোমা বানানোর সময় বিস্ফোরিত হয়ে তাদের উপরেই বেজমেন্ট ধ্বসে পড়েছে।

এবার দুটো ফলাফল পাশাপাশি রেখে পড়তে লাগলাম।

দুটো বিস্ফোরণ। দুটো ধ্বস। ঐ চারজনের লাশের কি অবস্থা হয়েছিল কল্পনা করার চেষ্টা করলাম। নিশ্চয়ই ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

রিভিউটা আবার পড়লাম।

লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট।

সাইট!!

নিশ্চয়ই কোন ওয়েবসাইট বোঝাচ্ছে এটা দিয়ে।

কিন্তু ইন্টারনেটে তো কোটি কোটি ওয়েবসাইট আছে। সঠিকটা আমি খুঁজে বের করবো কিভাবে?

গুগলে সার্চ দিলাম 'টেরোরিস্ট ওয়েবসাইট' লিখে। হাজারটা ফলাফল ভেসে উঠলো স্ক্রিনে। স্ক্রল করতে করতে দশ পেজ পর্যন্ত গেলাম।

১১তম পেজে গিয়ে 'টেরোরিস্ট' আর 'সাইট' শব্দদুটো আছে এমন একটি সার্চ রেজাল্ট পেলাম। কিন্তু ওটা কোন ওয়েবসাইট না।

মেন ইন ব্ল্যাক দিয়ে আসলে সিআইএ সম্পর্কে কিছু বোঝানো হয়নি।

'মেন' শব্দটারও কোন গুরুত্ব নেই।

'ব্ল্যাক।' এটাই দরকার ওখান থেকে।

একটা ব্ল্যাক সাইট।

মানে সিআইএ'র একটা গোপন জেলখানা।

অধ্যায় ৮

পরবর্তি বিশ মিনিট আমি 'ব্ল্যাক সাইট' সম্পর্কে নেটে খোঁজ নিলাম। ব্ল্যাক সাইটগুলো হচ্ছে এমন জায়গা যার নিয়ন্ত্রন সিআইএ'র হাতে কিন্তু এটা আইন আর বিচারালয়ের আওতার বাইরে। কথিত বিপজ্জনক সন্ত্রাসিদের অনেকটা বেআইনিভাবে গোপনে আটক করে রাখা হয় এখানে। অন্য আরেকটা নাম আছে এসব জায়গার–গুপ্ত কারাগার।

২০০৬ সালে প্রেসিডেন্ট বুশ এসব কয়েদখানার অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেন। আফগানিস্তান আর ইরাকজুড়ে প্রায় বিশটারও বেশি এমন স্থাপনা আছে। এছাড়াও পোল্যান্ড, রোমানিয়াসহ গুটিকয়েক দেশেও আছে। এর পরবর্তি বছরগুলোতে বেশ কয়েকটি রিপোর্ট বেরিয়েছিল এইসব কারাগারগুলোতে কয়েদিদের সাথে অমানবিক আচরণ করা নিয়ে। বিশেষ করে নির্যাতনের ব্যাপারে।

নির্যাতন।

আমি এসব মেনে নিতে পারতাম যদি এগুলোর মাধ্যমে আরেকটা নাইন ইলেভেনের হাত থেকে বাঁচা যেত। কিন্তু তেমনটা তো নয়। সবকিছুরই একটা সীমা আছে।

একের পর এক রিপোর্ট, তদন্তের ফলাফল প্রকাশ পেতে থাকে এই ব্ল্যাক সাইটগুলো সম্পর্কে। এতে কিছুটা হলেও সরকারের টনক নড়ে।

২০০৭ সালের অক্টোবরের সাত তারিখে সিআইএ এসব জায়গায় বন্দিদের নির্যাতন করে জিজ্ঞাসাবাদের যে ভিডিওটেপগুলো আছে সেসব ধ্বংস করে ফেলার উদ্যোগ নেয়। গুজব আছে, এসব টেপে খুবই বর্বর পদ্ধতিতে সন্দেহভাজন সন্ত্রাসিদের জিজ্ঞাসাবাদ করার সচিত্র প্রমাণ ছিল। যেমন কারেন্ট ট্রিটমেন্ট, হাইপোথার্মিয়া, ওয়াটার থেরাপি, এমনকি ভয়ঙ্কর সব কুকুর লেলিয়ে দিয়ে ভয় দেখানো হতো কথা বের করার জন্যে। কিন্তু বাস্তবে এর চেয়েও ভয়ঙ্কর সব পদ্ধতি অবলম্বন করা হতো ওসব জায়গায়।

২০০৯ সালে প্রেসিডেন্ট ওবামা এসব ব্ল্যাক সাইটগুলো বন্ধ করে দেন, সেই সাথে বন্দিদের গুয়ানতানামো বে'তে সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন তিনি।

২০১২ সালে প্রেসিডেন্সি ভোটে ওবামাকে হারানোর পর কনর সুলিভানও এই বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পদক্ষেপ জারি রাখেন।

কিন্তু গত ফেব্রুয়ারিতে বের হওয়া এক আর্টিকেলে বলা হয়, ওসব

গোপন কারাগারে বন্দি থাকা বিশজনের বেশি বন্দি নাকি এখনও নিরুদ্দেশ। আমার মা আমাকে যে চারজন সন্ত্রাসি সম্পর্কে তথ্য পাঠিয়েছেন, তাদের লাশ কখনও উদ্ধার করা হয়নি। আমার এখন মনে হচ্ছে, নিরুদ্দেশ ব্যক্তিদের তালিকায় এই চারজনের নামও আছে। অথবা এমন একটা তালিকা আছে যেখানে এদেরকে মৃত বলে দাবি করা হয়েছে। সবাই জানে একজন কথিত মৃত ব্যক্তির উপর অত্যাচার করা একজন জীবিত ব্যক্তির উপর অত্যাচার করার তুলনায় কতটা সহজ।

আমার মা'কে মেরে ফেলার পেছনে একটা কারণই থাকতে পারে–এসব বন্দি এখনও জীবিত আছে, আর তিনি তাদের অবস্থান জানতেন।

শেষবারের মতো রিভিউটা একবার পড়ে বিছানা থেকে নেমে রান্নাঘরের দিকে গেলাম। এর আগে ড্রয়ার থেকে প্রেসিডেন্টের দেয়া কার্ডটা বের করে নিয়েছি। ওখানে লেখা নম্বরে ডায়াল করলাম।

এখন সময় তিনটা ছেচল্লিশ।

তিনি এ মুহূর্তে জেগে আছেন কিনা সে ব্যাপারে আমি সন্দিহান ছিলাম কিন্তু তৃতীয়বার রিং হওয়ার পরই ফোনটা ধরলেন।

"আমি চাই আপনি আমাকে যে 'বিশেষ সুবিধা' দিতে চেয়েছিলেন সেটা কাজে লাগাতে।"

3:10 AM

তেইশ ঘন্টা ঊনত্রিশ মিনিট পরের ঘটনা।

মাথার হুডিটা আরো সামনে টেনে দিলাম। পার্কিংলটের একটা বড় গাছের পেছনে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছি। সামার পার্ক এখন নির্জীব। টেনিস কোর্ট আর বাস্কেটবল কোর্টগুলোতে একদম সুনশান নীরবতা বিরাজ করছে। ওগুলোর দিকে তাকিয়ে কল্পনা করার চেষ্টা করলাম দিনের বেলায় ওসব জায়গা ঘিরে থাকা চাঞ্চল্যের কথা। নিশ্চয়ই নানা বয়সি ছেলেমেয়ে বাস্কেটবল আর টেনিস খেলতে ব্যস্ত থাকে এখানে।

ছয়মাস আগে প্রেসিডেন্ট আর রেড আমাকে এই পার্কিংলট থেকেই তুলে নিয়েছিল। এর পরের ঘন্টাগুলোতে আমি তাদের এবং ইনগ্রিডকে নিয়ে ছুটেছিলাম এক খুনিকে ধরার উদ্দেশ্যে। জেসি ক্যালোমেটিক্সের খুনের মামলায় প্রেসিডেন্ট নির্দোষ প্রমাণ হয়েছিলেন।

এজন্যেই প্রেসিডেন্ট আজ এখানে আসবেন। আমার কাছে তিনি ঋণী।

তিনটা পনের মিনিটে রাস্তার শেষ মাথায় একটা গাড়ির হেডলাইট

জ্বলতে দেখা যেতেই তিরিশ সেকেন্ড পর একটা টাউন কার পার্কিংলটে এসে হাজির হলো। আরো তিরিশ সেকেন্ড পর আরেকটা কালো রঙের এসইউভি এসে পার্ক করল ওখানে।

এসইউভি'তে যে লোকটা ছিল তার বের হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। একসময় সে বের হলো। তখন আমি ছায়া থেকে বেরিয়ে গাড়িটার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

একবার মাথা নাড়লাম। রেডও জবাবে একবার মাথা নাড়ল। হাত মেলালাম তার সাথে।

"বের হতে কোন সমস্যা হয়েছে নাকি?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

প্রেসিডেন্ট আর রেড কিভাবে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে হোয়াইট হাউস থেকে বের হয়ে আসে এ ব্যাপারটা আমার কাছে আজও পরিস্কার নয়। আমি একবার প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি লিংকন টানেল ব্যবহার করেন কিনা, জবাবে তিনি একবার হেসেছিলেন শুধু। আরেকবার ফোনে কথা বলার একপর্যায়ে তিনি বলেছিলেন, বাইরের লোকজন যদি জানত, হোয়াইট হাউস থেকে বের হওয়া কত সোজা তাহলে তারা অবাক হয়ে যেত।

"না, কোন সমস্যা হয়নি," মাথা নাড়তে নাড়তে কথাটা বলে পেছনের দরজা খুলে ধরল রেড।

ঝুঁকে ভেতরের দিকে তাকালাম।

পেছনের প্রশস্ত সিটে দু-জন মানুষ মুখোমুখি বসে আছে। সুলিভানের সাথে হাত মেলালাম। আজকে তিনি ওয়াশিংটন রেডস্কিনসের একটা জার্সি পরে আছেন। তাকে দেখে একদম সহজ-সরল একজন লোক বলে মনে হচ্ছে এ মুহূর্তে। অথচ বলতে গেলে, বর্তমানে গোটা পৃথিবীরই শাসনকর্তা তিনি, যদিও সেরকম কোন ভাবই নেই তার মধ্যে।

তিনি আমাকে উল্টোদিকে বসে থাকা লোকটার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

জন লে'হাই।

সিআইএ'র ডিরেক্টর।

3:10 AM

আমি আশা করেছিলাম, সিআইএ'র ডিরেক্টর মহোদয় আমার কাছে কৈফিয়ত চাইবেন তাকে এই অসময়ে এখানে টেনে আনার জন্যে। কিন্তু

আমাকে অবাক করে দিয়ে তিনি বলে উঠলেন, "প্রেসিডেন্টসাহেবের কাছে আপনার অনেক সুনাম শুনেছি।"

জন লে'হাইকে দেখে মনে হচ্ছে, তার বয়স ষাটের মতো হবে। ছোট করে ছাটা চুলগুলো ধূসর হয়ে এসেছে। চোখের রঙ তার পরে থাকা টাইয়ের মতনই নীলাভ। চেহারার লাল রঙ দেখে মনে হচ্ছে, গত কয়েক ঘন্টায় তিনি বিয়ার কিংবা ওয়াইনজাতীয় কিছু একটা পান করেছেন।

"তাই নাকি? আপনি কিন্তু তাকে আবার এটা বোলেন না, আমি আসলে ওবামাকে ভোট দিয়েছিলাম," বললাম তাকে। সবাই হেসে উঠলো আমার কথা শুনে। "তিনিও আপনার অনেক সুনাম করেছেন," এটুকু যোগ করলাম।

আসলেও করেছিলেন তিনি। আমি যখন গতকাল তাকে বলেছিলাম, সিআইএ'র পরিচালকের সাথে দেখা করতে চাই তখন তিনি ডিরেক্টর মহোদয় সম্পর্কে কেবল ভালো ভালো কথাই বলেছেন।

২০০৩ সালে সিআইএ'র নব্যগঠিত 'টেরোরিস্ট থ্রেট ইন্টেগ্রেশন সেন্টার'-এর নির্বাহী মহাপরিচালক হিসেবে যোগদান করার আগে লে'হাই বাইশ বছর সিআইএ'তে কর্মরত ছিলেন। ছয় বছর পরে ওবামা তাকে হোমল্যান্ড সিকিউরিটির উপদেষ্টা পদে বহাল করেন। এরপর ২০১২ সালে প্রেসিডেন্ট সুলিভান তাকে সিআইএ'র ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ দেন।

আমার কথার জবাবে লে'হাই একবার মাথা নাড়লেন শুধু।

"তো, এবার একটু খুলে বলবেন, কেন এখানে ডেকেছেন আমাদের?" সুলিভান জানতে চাইলেন।

গতরাতে আমি তাকে কিছু খুলে বলিনি। শুধু এটুকু বলেছিলাম, আমি সিআইএ'র প্রেসিডেন্টের সাথে দশ মিনিটের জন্যে দেখা করতে চাই।

"আমার মা," বললাম তাকে।

তারা দু-জনেই আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন।

"এলেনা জানেভ।"

গতকাল প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলার পরে আমি ইনগ্রিডকে একটা মেসেজ পাঠিয়েছিলাম। তাকে বলেছিলাম, সে যেন হোমল্যান্ড সিকিউরিটিতে তার পরিচিত যে লোকটা আছে তার মাধ্যমে আমার মা'র নামটা বের করার চেষ্টা করে। মানে, তার আসল নাম।

মনে হয় আমার সাথে দেখা করতে না পেরে ইনগ্রিড কিছুটা হলেও অপরাধবোধে ভুগছিল। সেজন্যেই আজ ঘুম থেকে উঠে আমার ফোনে একটা

মেসেজ দেখি। আমার মা'র আসল নাম লেখা ছিল সেখানে।

দু-জনেই এ মুহূর্তে আমার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আমার মা'র নাম যদি তাদের কাছে পরিচিত মনেও হয়, চেহারায় তার কোন প্রভাব দেখা গেল না।

"তিনি সিআইএ'র হয়ে কাজ করতেন," আমি বললাম।

সিআইএ পরিচালকের দিকে একবার তাকালেন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু এ মুহূর্তে পরিচালকের চেহারা একদম পাথরের মতো অনুভূতিশূন্য।

"আপনি তাকে চিনতেন না?" জিজ্ঞেস করলাম।

"না," আস্তে করে মাথা ঝাকিয়ে জবাব দিলেন তিনি।

সিআইএ'র ডিরেক্টর হওয়ার মানে এটা নয় যে, তিনি সেখানে কর্মরত সবাইকে চিনবেন। কিন্তু আমার মা'র মাথার ওপর তো চার নম্বর মহা বিপদের সংকেত ঝুলছিল। এটা তাকে অন্যদের তুলনায় আলাদা করে রাখার কথা।

"সিআইএ'তে হাজার হাজার লোক কাজ করে," আমার চিন্তার মাঝেই প্রেসিডেন্ট বলে উঠলেন।

"তাদের মধ্যে কতজন গত দশদিন আগে খুন হয়েছে, বলুন তো?"

প্রেসিডেন্ট সোজা হয়ে বসলেন, "আপনি কি বলছেন এসব?"

"সোমবারে পটোম্যাক নদী থেকে মাথায় গুলিবিদ্ধ এক মহিলার লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তার নাম এলেনা জানেভ। তিনি আমার মা।"

"আপনি এ কথা কিভাবে জানলেন?" ডিরেক্টর মহোদয় জিজ্ঞেস করলেন। তার গলা শুনে মনে হচ্ছে তিনি একটু বিরক্ত।

"গত পাঁচবছর ধরে আমি একটা সংস্থাকে টাকা দিয়ে আসছি আমার মা'র অবস্থান খুঁজে বের করার জন্য। গত বুধবার আমাকে একটা ইমেইল পাঠায় তারা। সেখানে লেখা ছিল, পটোম্যাক নদী থেকে অজ্ঞাতনামা এক মহিলার লাশ উদ্ধার করা হয়েছে, যার হাতের ছাপের সাথে আমার সরবরাহ করা হাতের ছাপ মিলে গেছে।"

কিন্তু এই উত্তর থেকে এটা জানা যাবে না, আমি কিভাবে মা'র আসল নাম আর কর্মপরিচয় বের করলাম। কিন্তু লে'হাই এ নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

"আমি দুঃখিত," সুলিভান আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন।

আমি মাথা নাড়লাম, "তার সাথে অবশ্য আমার সেরকম ঘনিষ্ঠতা ছিল না। আমার ছয় বছর বয়সেই তিনি চলে গিয়েছিলেন।"

"তবুও।"

আমি পরিচালকের দিকে তাকালাম। তিনি কি জন্মগতভাবেই এরকম চাপা স্বভাবের নাকি এমন একটি সংগঠনে তিনযুগ কাজ করার ফলাফল এটা?

"আপনার মা'র মৃত্যুর খবর শুনে আমি সত্যিই দুঃখিত," অবশেষে বললেন তিনি। "কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আপনি আমাকে এসব বলছেন কেন?"

"হোমল্যান্ড সিকিউরিটি তার ব্যাপারে চার নম্বরের মহা বিপদ সংকেত জারি করেছিল।"

প্রেসিডেন্ট সুলিভানের এসব সংকেত সম্পর্কে কম তথ্যই জানার কথা। কারণ হাজারো রকমের কাজে ব্যস্ত থাকেন তিনি। তবে লে'হাই তো ওবামার আমলে হোমল্যান্ড সিকিউরিটির উপদেষ্টা ছিলেন, তিনি অবশ্যই জানবেন চার নম্বর মহা বিপদ সংকেত দিয়ে কি বোঝায়।

"চার নম্বর মহা বিপদ সংকেত জিনিসটা কি?" সুলিভান জিজ্ঞেস করলেন।

আমরা দু-জনেই লে'হাইয়ের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালাম। কিছুক্ষন পরে তিনি বললেন, "জাতির জন্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক হিসেবে চিহ্নিত যেসব সন্ত্রাসি তাদের বিরদ্ধে চার নম্বর মহা বিপদ সংকেত জারি করা হয়।"

"দাঁড়ান, আপনি বলছিলেন না, আপনার মা সিআইএ'র হয়ে কাজ করেন?" প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞেস করলেন।

"সত্যিই কাজ করতেন।"

"তাহলে তার বিরুদ্ধে চার নম্বর মহা বিপদ সংকেত জারি করা হলো কেন?"

কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকার পরে তিনি বুঝতে পারলেন, "ওহ্, এটার উত্তর জানার জন্যেই আপনি আমাদের তলব করেছেন।"

"আমি জানি না, আপনার হাতে কিভাবে এসব গোপন তথ্য এল। কিন্তু যে-ই এটা ফাঁস করে থাকুক না কেন, আগামিকালই তার চাকরি চলে যাবে," কঠিন গলায় বললেন সিআইএ'র ডিরেক্টর। "যাই হোক, আমার কাছে এখনও এসবের কোন মানে নেই। আর আজকের আগপর্যন্ত আমি এলেনা জানেভ নামে কারও কথা শুনিনি।"

তিনি মুখে হয়ত এই কথাগুলো বলছেন কিন্তু তার চোখ অন্য কথা বলছে। তার চোখের ভাষা দেখে বুঝতে পারছি, আমি অযাচিতভাবে এসবের ভেতরে নাক গলাচ্ছি। না জেনেই এমন একটা জায়গায় পা বাড়াচ্ছি যেখানে অপেক্ষা করছে মহাবিপদ।

"আপনি পুলিশের কাছে যাননি কেন?" সুলিভান জিজ্ঞেস করলেন।

"পুলিশকে হোমল্যান্ড সিকিউরিটির লোকজন আগেই রাস্তা থেকে সরিয়ে দিয়েছে।"

"তাহলে আপনি কিভা–" এটুকু বলে থেমে গেলেন তিনি। "ইনগ্রিড।"

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

প্রেসিডেন্ট ইনগ্রিডকে যে মেসেজটা পাঠিয়েছেন সেটার কথা মনে পড়ে গেলেও জোর করে ওটা ঝেরে ফেললাম মাথা থেকে।

"হোমল্যান্ডের সাথে আমার এখনও কিছু যোগাযোগ আছে, আমি খোঁজ নিয়ে দেখবো এ ব্যাপারে। যদি আপনি চান," ডিরেক্টর মহোদয় বললেন।

তার মুখে এক ধরণের হাসি লেগে আছে। তিনি আমার মা'কে চেনেন এবং এও জানেন, তাকে কেন খুন করা হয়েছে।

"ব্ল্যাক সাইট সম্পর্কে আপনারা কি কিছু জানেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

লে'হাই তার বিস্ময় গোপন করতে পারলেন না।

"এসবের সাথে এটার কি সম্পর্ক?" প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞেস করলেন।

"আপনি তো জানেন, ওবামা এসব ব্ল্যাক সাইট বন্ধ করে দিয়েছিলেন।"

তিনি মাথা নাড়লেন।

"কিন্তু আমি যদি বলি, এগুলোর মধ্যে কয়েকটা এখনও বন্ধ হয়নি?"

"ফালতু কথা," লে'হাই জোরে বলে উঠলেন।

আমি পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজের টুকরো বের করে প্রেসিডেন্টের হাতে দিলাম। এটাতে *হাফিংটন পোস্ট*-এর ফেব্রুয়ারি মাসের একটা রিপোর্ট প্রিন্ট করা আছে, যেখানে বলা আছে, কমপক্ষে বিশজন বন্দি এখনও নিখোঁজ।

প্রেসিডেন্ট সিটের ফাঁক থেকে একটা চশমা বের করে চোখে দিলেন। চশমার দু-মাথায় দুটো লাইট লাগানো আছে, যেটা কাগজের টুকরোটাকে আলোকিত করে রেখেছে পড়ার সুবিধার জন্যে।

"বিশজন বন্দিকে কখনও গুয়ানতানামো বে-তে স্থানান্তর করা হয়নি," আমি বললাম। "তাদের অন্য কোথাও বন্দি করে রাখা হয়েছে। অন্তত যাদের সম্পর্কে জানা গেছে আর কি।"

"যাদের সম্পর্কে জানা গেছে বলে আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন?" প্রেসিডেন্ট আর্টিকেল থেকে মুখ তুলে বললেন।

"২০০৬ সালে উত্তর-ইরাকে দু-জন আলকায়েদার জঙ্গি বোমা বানানোর

সময় বিস্ফরণে মারা যায়। এর ছয় বছর পর আফগানিস্তানেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। কিন্তু এই চারজনের লাশ সম্পর্কে বলা হয়েছিল, ওগুলো সনাক্তকরণের অযোগ্য।"

"তাতে কি? আপনার কি মনে হয়, তাদের মৃত্যুর ঘটনাটা সাজানো? তাদের অন্য কোথাও আটক করে রাখা হয়েছে?"

"অন্য কেউ না, সিআইএ-ই এই ঘটনা সাজিয়েছে। আর তাদের শুধু আটক করে রাখা হয়নি, তাদের উপর চালানো হচ্ছে নির্যাতন।"

"যথেষ্ট শুনেছি আমি," লে'হাই মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "আমি জনি না, আপনি কোত্থেকে এসব আজগুবি তথ্য পেয়েছেন কিংবা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলেন কিনা। আপনার মা'র পেশা সম্পর্কে আপনার কি ধারণা তা আমি জানি না, কিন্তু এসব ব্ল্যাক সাইট বলে এখন কিছু নেই। ওবামা নিজে নির্দেশ দিয়ে ওগুলো বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আপনার কি ধারণা, আমি ব্যাপারটা নিয়ে খুশি হয়েছিলাম তখন? মোটেও না। আমরা এসব জঙ্গি সংগঠনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি। তারা কোন নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা করে না। কিন্তু আমাদের তো এসব মানতে হয়। ব্যাপারটা গোলকিপার ছাড়াই ফুটবল ম্যাচ খেলার মতো অনেকটা। যেকোন মুহূর্তে একটা বল পোস্টে ঢুকে যাবে, কিন্তু এর ফলাফল কেবল একটা গোল হবে না। কি হবে জানেন? হাজার-হাজার নিরীহ আমেরিকানের মৃত্যু!

"কিন্তু একজন প্রেসিডেন্ট নিজে যখন নির্দেশ দেন, তখন আমাদের আর কিছু করার থাকে না। ছয় দিনের ভেতরে বাহান্নটা ব্ল্যাক সাইট বন্ধ করে দেয়া হয়। ওখানকার বন্দিদেরকে গুয়ানতানামো বে কিংবা ওরকম কোন জায়গায় সরিয়ে নেয়া হয়। আপনি বিশজন বন্দির নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া নিয়ে যে আর্টিকেলটা পড়েছেন সেটা ডাহা মিথ্যা কথা। প্রত্যেক বন্দির আলাদা আলাদা হিসেব আছে আমাদের কাছে। আপনার কি মনে হয়, তাদের আমরা গোপন কোন মিশনে ব্যবহার করছি? তাদের নাম-ধাম পাল্টে দিয়েছি? নাকি তারা পালিয়ে গেছে কিন্তু আমরা কাউকে বলছি না?

"ইদানিং সবাই সবকিছু জানতে চায়। এমনকি যেটা তাদের জানা উচিত নয় সেটাও। আমরা এমন একটা সময়ে বসবাস করছি যেখানে সবকিছুর ভেতরেই রয়েছে স্বচ্ছতা। কোন তথ্য গোপন রাখার অধিকার নেই আমাদের। কিন্তু এসব তথ্য যখন ভুল মানুষের হাতে পড়ে তখন কি হয় বলুন তো? তাদের প্রাণ চলে যায়।"

তার শেষ কথাটা আমার হজম করতে কষ্ট হলো একটু–*কিন্তু এসব তথ্য*

যখন ভুল মানুষের হাতে পড়ে তখন কি হয় বলুন তো? তাদের প্রাণ চলে যায়।

আমার মা'র মতো!

ডিরেক্টরসাহেব হয়তো সরাসরি বলেননি আমার মা'র মৃত্যুও একই কারনে ঘটেছে। কিন্তু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে এর অর্থ দাঁড়ায় এটাই। একই সাথে আমাকেও হুমকি দিয়ে দিলেন, আমি যদি এ ব্যাপারে আরো নাক গলাই তাহলে পটোম্যাকে আমারো লাশ ভাসবে।

কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, আমার কাছে সময়ের দাম অন্যরকম আর এসব হুমকি-ধামকির কোন মূল্য নেই আমার কাছে।

"আমার মা মারা গেছেন কারণ তিনি এসব ব্ল্যাক সাইটগুলোর অবস্থান জানতেন," বলতে বলতে সামনের দিকে ঝুঁকে গেলাম আমি। "আমি জানি না তিনি এসব তথ্য কিভাবে পেলেন। হয়ত তিনি নিজে এসব অপারেশনের সাথে জড়িতে ছিলেন কিংবা অন্য কোথাও থেকে তথ্য চুরি করেছেন। কিন্তু তিনি জানতেন। হয়ত তিনি এগুলো জনগণকে জানিয়ে দিতে চাইছিলেন কিংবা সিআইএ'কে ব্ল্যাক সাইটগুলো বন্ধ করে দেয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছিলেন। মনে হয় ওসব জায়গায় বর্বর কিছু ঘটতে দেখেছিলেন তিনি যেগুলো একটা পশুর সাথে করাও অনুচিত। মানুষের সাথে তো দূরের কথা। নিশ্চয়ই তিনি এসব জানার পর রাতে ঘুমাতে পারতেন না।"

"আপনি কি সিআইএ'কে দোষারোপ করতে চাচ্ছেন আপনার মা'র মৃত্যুর জন্যে?"

রিভিউটাতে মা আরেকটা তথ্য যোগ করে দিয়েছিলেন যেটা আমি পরে ধরতে পারি। প্রেসিডেন্টকে ফোন করার আগে শেষবারের মতো ওটা যখন পড়েছিলাম তখন ব্যাপারটা আমার নজরে আসে। তৃতীয় লাইনটা। 'স্মিথ আর জোনস দারুণ অভিনয় করেছে, আর ডিরেক্টর হেঘিলও ভালো কাজ দেখিয়েছেন।'

উইল স্মিথ আর টমি লি জোনস সম্পর্কে ইন্টারনেটে খোঁজ করার কথা তখন মনে হলেও পরিচালকের ব্যাপারে খোঁজ করার কথা আমার মাথায় আসেনি কেন যেন। পরে দেখি, সিনেমাটার আসল পরিচালকের নাম ব্যারি সনফিল্ড, হেঘিল নয়। তাহলে এই নাম দেয়া হলো কেন রিভিউয়ে?

ব্যাপারটা বুঝতে আমার কয়েক মুহূর্ত লেগেছিল। আসলে তিন মিনিট। কিন্তু ওটাই আমার জন্যে অনেক। তাছাড়া আমি সিআইএ সম্পর্কেও বেশ ঘাটাঘাটি করছিলাম তখন।

ইংরেজিতে হেঘিল (Heghil) শব্দটাকে একটু উল্টিয়ে পাল্টিয়ে লে'হাই (LeHigh) লেখা যায়। এটা একটা অ্যানাগ্রাম।

"আমি সিআইএ'কে দোষারোপ করছি না," বলে থামলাম। এরপর হাত উঁচু করে সিআইএ'র ডিরেক্টরের দিকে নির্দেশ করলাম, "উনি...উনিই আমার মা'কে হত্যা করেছেন।"

3:10 AM

আমি আর প্রেসিডেন্ট এসইউভিটাকে চলে যেতে দেখলাম।

"আপনার কি মাথা ঠিক আছে?" সুলিভান চেঁচিয়ে বললেন। "সিআইএ'র ডিরেক্টরকে আপনি আপনার মা'র খুনি বলছেন? তা-ও তার মুখের উপরে!"

আমি যখন লে'হাইর মুখের উপর এ কথাগুলো বলছিলাম তখন তার একটুও ভাবান্তর হয়নি। তিনি প্রেসিডেন্টের দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকিয়েছিলেন যেন বলতে চাইছেন, এইসব গাঁজাখুরি কথা শোনার জন্য আপনি আমাকে নিয়ে এসেছেন? এরপর তিনি আস্তে করে দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে যান।

"আপনার কাছে কি প্রমাণ আছে, লে'হাই এ কাজটা করেছে? আমি তাকে বহু আগে থেকেই চিনি। তার ছেলের সাথে আমি হাইস্কুলে একসাথে পড়েছি। এজন্যেই তাকে আমি নিজে থেকে সিআইএ'র ডিরেক্টরের দায়িত্ব দিয়েছি দু-বছর আগে।"

"আমার কাছে প্রমাণ আছে," একটু জোর দিয়েই কথাটা বললাম।

"কি!?"

তাকে আমার এটা বলার সাহস হলো না, আমার প্রমাণ হচ্ছে *মেন ইন ব্ল্যাক* সিনেমার একটা রিভিউ। তাহলে তিনি নিশ্চয়ই রেডকে নির্দেশ দিতেন আমার মুখ বরাবর জোরে একটা ঘুসি মারতে।

"আস্থা রাখুন আমার উপর," এটুকুই বললাম কেবল।

"বেরিয়ে যান এখান থেকে," তিনি রেগেমেগে বললেন।

আমি প্রতিবাদ করতে চাইলাম কিন্তু বলার মতো কিছু নেই আসলে।

"আমি আর আপনার কাছে কোনভাবে ঋণী নই।"

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে দরজাটা খুলে ফেললাম বের হওয়ার জন্যে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে থেমে গেলাম একটা কথা বলার জন্যে। কি মনে করে কাজটা করলাম আমি নিজেও জানি না। "একটা উপকার করবেন আমার, ইনগ্রিডের কাছ থেকে দূরে থাকবেন।"

তিনি পেছনের দিকে হেলান দিয়ে বসলেন।

"হ্যা, আমি আপনাদের সেদিনকার গোপন মিটিংয়ের কথা জানি।"

জবাবে তিনি হালকা মাথা দোলালেন শুধু। এটা দেখেই বুঝে নিলাম আজকে দ্বিতীয়বারের মতো তার আস্থা হারিয়েছি আমি।

"তাই? জানেন নাকি?" এটুকু বলে থামলেন একটু। "তাহলে তো এটাও নিশ্চয়ই জানেন, আমরা মিটিং করছিলাম আপনার জন্য ছোটখাটো একটা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার জন্যে। আপনার হাতে শহরের একটা স্মারক চাবি তুলে দিতে চেয়েছিলাম আমি। আমাকে সাহায্য করার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ।"

আমি এত জোরে ঢোক গিললাম, পাশের গাছটা থেকে একটা পাখি উড়ে গেল।

"কিন্তু এখন ওসব ভুলে যেতে পারেন আপনি," এই বলে দরজা বন্ধ করে দিলেন তিনি।

অধ্যায় ৯

"তুমি ভাবলে কি করে, আমি তোমাকে ধোঁকা দেব। তা-ও প্রেসিডেন্টের কারণে?!"

ফোনের ওপাশ থেকে ইনগ্রিডের হতাশ চেহারাটা কল্পনা করতে কোন বেগ পেতে হলো না আমার।

"আমি একটা গর্দভ।"

"আমার যদি পরকীয়া করতেই হতো তাহলে সেটা কোন সিনেমার নায়কের সাথেই করতাম, হুহ্!" আমি জানি এটা বলার মাধ্যমে ও বোঝাতে চাইছে, আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে। এটা শুনে আমার একটু হলেও হাসি পাওয়ার কথা ছিল। ইনগ্রিডও নিশ্চয়ই এটাই চেয়েছিল মনে মনে। কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে, আমি ওকে কিংবা ওর ক্ষমা কোনটারই যোগ্য নই।

গত দশ মিনিটে আমি ইনগ্রিডকে সবকিছু খুলে বলেছি। রিভিউটা সম্পর্কে, ব্ল্যাক সাইটগুলো সম্পর্কে আর সিআইএ পরিচালকের সাথে দেখা করে মুখের উপর খুনি বলা–কোন কিছুই বাদ দেইনি।

"আমার অবশ্য তোমাকে মিটিংটার ব্যাপারে বলা উচিত ছিল," ইনগ্রিড বলল।

"না, তোমার মিটিংটার কথা গোপন করাই ঠিক ছিল। তোমরা তো আমাকে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলে। তোমার ফোনটা ধরা আমার একদমই উচিত হয়নি।"

"আসলেই!" একটু চড়া গলায় বলল সে।

"আচ্ছা, আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। আমি দুঃখিত।"

"দুঃখিত হওয়ার মতো সময় নেই তোমার কাছে। এরপর থেকে আমাকে আরেকটু বেশি বিশ্বাস কোরো, কেমন?"

"ঠিক আছে।"

"তাহলে শহরের চাবিটা পাচ্ছো না তুমি?"

"মনে তো হয় না।"

"ব্যাপার না। এই ওয়াশিংটনের চাবি দিয়ে রাত তিনটায় কীই বা করতে তুমি, বলো? সারা রাত খোলা থাকে এমন খাবারের দোকানে যাওয়া ছাড়া?"

"আসলে আমি ঠিক নিশ্চিত নই, এই শহরের চাবি জিনিসটা দিয়ে লোকে কী করে।"

"উনিও আসলে ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে দেখেননি। তোমার জন্য হোয়াইট হাউসে একটা পার্টি দিতে চেয়েছিলেন আর কি। তার জন্যেই এই উপলক্ষটা বানিয়েছিলেন।"

"সেটা হলে ভালোই হতো কিন্তু," আমি বললাম।

"আচ্ছা যাও, আমি তোমাকে আমার বিশেষ চাবিটা দেব নে।"

আমি হাসলাম। "তাতে লাভটা কি হবে?"

জবাবে ইনগ্রিড যেটা বলল সেটা কল্পনা করেই খুশি হয়ে উঠলাম।

"আচ্ছা, এখন রাখি। আমাকে আবার দূরবীন দিয়ে একটা বাসার উপর নজর রাখতে হবে এখন।"

আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম।

তিনটা ছাপ্পান্ন বাজে।

গত একসপ্তাহের মধ্যে এই প্রথম আমরা ফোনে কথা বললাম। খুব ভালো লাগছে ওর গলাটা শুনেতে পেয়ে। ফোন ছাড়তে ইচ্ছে করছে না একদমই।

"আশা করি এই কেসটা দু-দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। তাহলে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত চাবি হস্তান্তর অনুষ্ঠানটা করতে পারবো," ইনগ্রিড বলল।

"হ্যা, অবশ্যই।"

"গুডনাইট, ঘুমকুমার।"

"গুডনাইট।"

দরজা খুলে বাসায় ঢুকে গেলাম। মন খারাপ হওয়ার মতো বেশ কয়েকটা কারণ আছে এখন আমার হাতে। দেশের দু-জন গণ্যমান্য ব্যক্তির সামনে আমি আজকে নিজেকে গর্দভ প্রমাণ করেছি। একজনকে খুনের দায়ে অভিযুক্ত করেছি আর আরেকজনের উপর আমার প্রেমিকার সাথে লাইন মারার অভিযোগ এনেছি। অথচ যত সময় যাচ্ছে ও দুটো অভিযোগ আমার নিজের কাছেই হাস্যকর বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু এসব মন খারাপ করার মতো ঘটনাও আমার মুখের হাসি মুছতে পারলো না।

3:10 AM

"আরে! কি হয়েছে?!"

ল্যাসি তার নখ দিয়ে আমার মুখে ক্রমাগত খামচি দিচ্ছে। উঠে বসলাম।

"কি হয়েছে তোর?"

ল্যাসির গোঙানোর আওয়াজ পেলাম।

"শরীর খারাপ লাগছে?"

আলো জ্বালিয়ে ওর দিকে তাকালাম। ওর লোমগুলো শরীরের সাথে লেপ্টে আছে। দেখে মনে হচ্ছে গত বিশ ঘন্টা যাবত সে অনবরত ঘামছে। ওর হলুদ চোখজোড়া লাল টক টকে।

"শিট!"

আমি লাফিয়ে উঠলাম।

"কি হয়েছে? পেটে সমস্যা?"

আমি ওর পেটে হাত বোলালাম। ও কেঁপে উঠলো। "কি খেয়েছিলি?"

বিছানা থেকে নেমে রান্নাঘরে দৌড় লাগালাম। কালকে ইনগ্রিডের সাথে কথা সেরে বাসায় এসে ল্যাসিকে সোফার উপর থেকে নিয়ে সরাসরি বিছানায় গিয়ে উঠেছি। ঘুমানোর আগে বেশ খানিকটা সময় ওর পেটে হাত বুলিয়ে দিয়েছি। তখন তো ঠিকই ছিল সবকিছু।

আশেপাশে উল্টাপাল্টা কিছু খোঁজার চেষ্টা করলাম যেটাতে ল্যাসি মুখ দিতে পারে। ও কি গ্লাস ক্লিনার লিকুইডটা খেয়েছে নাকি? ইসাবেল তার এসব জিনিসপত্র ক্যাবিনেটেই রাখে, যেটা এখন বন্ধ। কিন্তু বলা যায় না, ওকে দেখার মতো গত তেইশঘন্টায় কেউ ছিল না। যেকোন কিছু হতে পারে। হয়ত সোফা থেকে লাফিয়ে পড়ার সময় পেটের উপর বেকায়দাভাবে পড়ে ব্যথা পেয়েছে।

ওকে আগেও একবার পশু চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হয়েছিল। সেবার একটা বেজির সাথে মারামারি করেছিল সে। সৌভাগ্যবশত ওটা মাত্র একমাইল দূরে এখান থেকে।

আমি তাড়াতাড়ি শোবার ঘরে গিয়ে একটা ব্যাগ বের করে ল্যাসিকেও বিছানা থেকে তুলে নিলাম। "সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, চিন্তা করিস না।"

আমার কাছে সবকিছু কেমন জানি দেঁজাভু'র মতো মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে।

ভেসপার চাবিটা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলাম। ভেসপাটা দুটো গাড়ির মাঝে পার্ক করে রাখা আছে। ল্যাসিকে ব্যাগটার ভেতরে ঢুকিয়ে সেটা পিঠে ঝুলিয়ে নিলাম।

"দশ মিনিট লাগবে।"

রওনা দিলাম আমরা। দুই ব্লক যেতে না যেতেই ল্যাসি আমার পিঠের

ব্যাগের ভেতরে পাগলের মতো লাফালাফি করতে লাগলো। ভেসপাটা রাস্তার পাশে নিয়ে থামালাম। মনে হচ্ছে যেন ব্যাগটা ছিড়ে একটা ড্রাগনের বাচ্চা বেরিয়ে আসবে। ব্যাগের চেইনটা খোলামাত্র ল্যাসি থেমে গেল। জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগলো সে।

"আরে, তুই ঠিক হয়ে যাবি তো। আমাদের আর দুই মিনিট লাগবে ওখানে যেতে।"

মিয়াও।

"কি?"

মিয়াও।

"তোর শরীর খারাপ না?"

মিয়াও।

"তুই এতক্ষণ ভান করছিলি? কিন্তু কে-"

মিয়াও।

"আমাকে বাসা থেকে বের করার চেষ্টা করছিলি? কেন?"

মিয়াও।

"দু-জন লোক এসেছিল?"

মিয়াও।

"আসলেই?"

এরপর ল্যাসি বলল কালকের ঘটনা। ও মহা আরামে ঘুমাচ্ছিল, এমন সময় দরজাটা হঠাৎ খুলে যায়। প্রথমে ও ভেবেছিল বাবা কিংবা ইনগ্রিড এসেছে, কিন্তু যে দুজন লোক ঢোকে ভেতরে তাদের ও চেনে না। তাদের তাড়ানোর চেষ্টা করেছিল ও কিন্তু ওরা নাকি বেচারাকে পাত্তাই দেয়নি। এরপরের বিশ মিনিট ল্যাসি লুকিয়ে ছিল, যতক্ষন লোকগুলো ভেতরে ছিল আর কি।

"শালারা আমার বাসায় আড়িপাতার যন্ত্র লাগাতে এসেছিল!" আমি বললাম।

ব্যাপারটা নিয়ে আমার রাগ করার কথা কিন্তু হলো বরং উল্টোটা। আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কারণ একমাত্র সিআইএ-ই পারে আমার বাসায় আড়ি পাততে। এটা যদি হয়ে থাকে তাহলে সিআইএ ডিরেক্টর লে'হাই এর জন্য দায়ি। কারণ কোন ভালো মানুষ অন্য কারো বাসায় আড়ি পাততে আসবে না।

সে ভয় পেয়েছে। তার মানে আমি সঠিক পথেই এগোচ্ছি। মা আমাকে যে তথ্যগুলো পাঠিয়েছেন সেগুলো সত্য।

মিয়াও।

"তাই?"

মিয়াও।

"কোন গাড়িটা?"

মিয়াও।

কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে। ল্যাসিকে ব্যাগে ভরে নিয়ে আবার রওনা দিলাম। আমার বাসায় যে-ই আড়িপাতার যন্ত্র বসাক না কেন তার ধারণা, ল্যাসি এখন অসুস্থ। আর তারা এখন আবার আমার পিছুও নিয়েছে।

পাঁচমিনিট পরে পশু চিকিৎসকের পার্কিংলটে ভেসপাটা পার্ক করলাম।

এখন বাজে তিনটা তের।

রিসিপশনে আইপ্যাডে সাইন করে অপেক্ষা করার চেয়ারগুলোর একটাতে বসলাম আমি। আমার আগে আরো দু-জন আছে। পঞ্চাশোর্ধ এক লোক একটা কুকুরকে কোলে নিয়ে বসে আছে। কুকুর আমাকে দেখেই ডেকে উঠলো।

আমি ল্যাসিকে বের করে কোলের উপর রাখলাম। ব্যাটা বেশ ভালোমতই অসুস্থ হবার অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে।

আমি ফোনটা বের করলাম। দুটো মেসেজ এসে জমা হয়ে আছে। প্রথম মেসেজে লেখা, আমার কথা তার অনেক মনে পড়ছে। দ্বিতীয়টাতে লেখা :

তোমার মা কি তোমাকে অন্য কিছু পাঠিয়েছিলেন?

আমি উত্তরে লিখলাম

ল্যাসি অসুস্থ। ওকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে এসেছি। আমার মা'র কথা আমি সেভাবেই ভুলে যাবো যেভাবে তিনি আমার কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

সাথে সাথেই উত্তর আসলো :

আচ্ছা। তুমি যে সিদ্ধান্তই নাও না কেন, আমি তোমার সাথে আছি। আশা করি ল্যাসি ঠিক হয়ে

যাবে।

হুম। কালকে কথা হবে।

কিন্তু আমার মাথায় এখন ঘুরছে অন্য একটা কথা। আমার মা কি আমাকে অন্য কিছু পাঠিয়েছিলেন? ডিভিডিটার আগে যদি অন্য কিছু পাঠিয়ে থাকেন? তিনি নিশ্চয়ই জানতেন, তার মাথার উপর বিপদ সংকেত ঝুলছে। হাতে খুবই অল্প সময়। তিনি কি আগেও কিছু পাঠিয়েছেন যেটা আমার চোখ এড়িয়ে গেছে?

আমি মনে করার চেষ্টা করলাম, ইসাবেল কি এমন কোন প্যাকেজ কোনদিন খুলেছিল কিনা যেটা আমি অর্ডার দেইনি। মা কি আমাজন ব্যবহার করেছিলেন নাকি অন্য কোনভাবে কাজটা সেরেছিলেন তিনি? তাকে অবশ্য বেনামে কাজটা করতে হতো। অন্য কি উপায়ে তিনি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন?

না, তিনি একদমই উপায় খুঁজে না পেয়ে কাজটা করেছিলেন মনে হয়। আমি দৃশ্যটা কল্পনা করার চেষ্টা করলাম। তিনি তার শত্রুদের কাছ থেকে লুকিয়ে তার মোবাইলে রিভিউটা লিখছেন। এটা একদমই নিরুপায় হয়ে করেছেন তিনি। রিভিউটাতে নিশ্চয়ই আরেকটা সূত্র আছে জায়গাগুলোর অবস্থান সম্পর্কে। কোন প্রমাণ।

রিভিউটার প্রতিটি শব্দ আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। আমি নিজে নিজেই সেটা আওড়াতে থাকলাম

> আমি আর আমার স্ত্রী আমাদের প্রথম ডেটে এই সিনেমাটা দেখেছিলাম আজ থেকে প্রায় আট বছর আগে। (আমাদের ভালোবাসাটা যাকে বলে কিনা 'লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট')। এরপর থেকে আমাদের প্রতি অ্যানিভার্সেরিতে আমরা সিনেমাটা দেখি, আগস্টের ৫ তারিখে। স্মিথ আর জোনস দারুণ অভিনয় করেছে আর ডিরেক্টর হেঘিলও ভালো কাজ দেখিয়েছেন। আমার নয় বছর বয়সি মেয়ে এপ্রিলেরও দারুণ পছন্দ সিনেমাটা। সে পারলে এটাকে ১২ রেটিং দেবে।
>
> পাঁচটা বাক্য।

আমি আরো দু-বার বললাম কথাগুলো। নাহ, আর কিছু নেই বলেই মনে হচ্ছে।

কিন্তু কিছু একটা বাদ পড়ে যাচ্ছে।

রিভিউ'র টাইটেলটা!

একটা টাইটেল ছিল, তাই না?

এক মিনিট লাগলো আমার সেটা মাথায় আসতে।

This movie rocks!

এতক্ষণ লাগলো আমার ব্যাপারটা ধরতে?!

Rocks!

যারা আমার বাসায় আড়িপাতার ব্যবস্থা করেছে তাদের পক্ষে খুব ভালোভাবেই সম্ভব আমার ফোনেও আড়িপাতার ব্যবস্থা করা। তাই এটা দিয়ে ইন্টারনেটে কিছু সার্চ দেয়া যাবে না। রিসিপশন থেকে সাইন করার আইপ্যাডটা হাতে নিয়ে হোমপেজ থেকে বের হয়ে গ্লোবাল জিওলোজিস্ট আনলিমিটেড (জিজিইউ) লিখে সার্চ দিলাম।

প্রথমেই কোম্পানির ওয়েবসাইটের ঠিকানা আসল। কিন্তু আমার লক্ষ্য এটা নয়। এত বড় একটা ওয়েবসাইট অদলবদল করা আমার মা'র পক্ষে সম্ভব হবে না।

কিন্তু উইকিপিডিয়াতে তো সম্ভব।

উইকিপিডিয়াতে জিজিইউ কোম্পানির পেজটা খুললাম। আমি এটা আগেও পড়েছি। একদম নিচের দিকে তাদের কোম্পানির যেখানে যেখানে কাজ চলে তার অবস্থান লেখা থাকে।

পঁচিশটা অবস্থানের কথা বলা আছে সেখানে।

শেষবার যখন দেখেছিলাম তখন চব্বিশটা ছিল। পঁচিশতম অবস্থানটার কাছে ছোট করে একটা সংখ্যা লেখা আছে। রেফারেন্স সংখ্যা।

স্ক্রল করে নিচে গিয়ে রেফারেন্সটা পড়লাম। 'এস.বি।'

মানে স্যালি বিনস।

কোন সন্দেহ নেই এই ব্যাপারে। ল্যাসির দিকে তাকিয়ে বললাম, "গ্রিনল্যান্ড?"

ভূগোল নিয়ে আমার ধারণা কম। কিন্তু এটা জানি গ্রিনল্যান্ড একদম উত্তর-মেরুর কাছাকাছি, কানাডার পূর্বে অবস্থিত। ওটা নিশ্চয়ই বসবাসের অযোগ্য, কিন্তু গোপন জেলখানার জন্যে একদম আদর্শ একটি জায়গা।

"মি. বিনস, আইপ্যাডটা শুধুমাত্র সাইন করার জন্যে রাখা হয়েছে।"

রিসেপশনিস্টকে একদম পাত্তা দিলাম না।

সিআইএ'র জন্যে এটা একটা আদর্শ জায়গা কয়েদিদের লুকিয়ে রেখে নিপীড়ন চালানোর জন্যে।

ব্যাপারটা যদি অন্য কোনও জায়গা নিয়ে হতো তাহলে হয়ত কিছু করা যেত। যেমন ধরুন রোমানিয়াতে আপনার পরিচিত কেউ হারিয়ে গেলে আপনি কিন্তু টাকা খরচ করে তাকে বের করতে পারবেন। অন্তত চেষ্টা তো করতেই পারবেন। কিন্তু গ্রিনল্যান্ডে? হাজার হাজার ডলার খরচ করেও কিছুই করতে পারবেন না।

আর এসব ঘটনা যদি গ্রিনল্যান্ডেই ঘটে থাকে তাহলে মা কি চাচ্ছিলেন আমার কাছ থেকে? তার উপর ঘটনাটার সাথে হোমল্যান্ড সিকিউরিটিসও জড়িত।

অবস্থানগুলো লেখা আছে যেখানে সেখানে গেলাম আবার স্ক্রল করে।

ওখানে লেখা : Greenland Drill site: 38.9445718138941 N, 77.70492553710938W।

লেখাটা দেখে আমার কেমন যেন সন্দেহ হলো। গ্রিনল্যান্ড তো অনেক ওপরে হওয়ার কথা। অন্তত আটত্রিশ ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশের হবার কথা নয়।

বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফাতে লাগলো।

একটা জিপিএস ওয়েবসাইট বের করে সেখানে দ্রাঘিমাংশ আর অক্ষাংশ দুটো বসালাম। উত্তর বের হয়ে গেল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই।

জায়গাটা গ্রিনল্যান্ড নয়।

ভার্জিনিয়া।

অধ্যায় ১০

দরজাটা খুলে গেল। বাবার পরনে একটা বক্সার আর সাদা রঙের টি-শার্ট। দেখে মনে হচ্ছে খুব কষ্ট করে চোখদুটো খুলে রেখেছেন।

"তুমি এখন এখা–"

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই তাকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলাম।

এখন বাজে তিনটা একচল্লিশ।

ঢোকামাত্র মারডক তীরবেগে ছুটে এসে আমার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা ধরে টানাটানি করতে লাগলো। নিশ্চয়ই ল্যাসির গন্ধ পেয়েছে ও। বাবা চেষ্টা করলেন ওকে সামলানোর জন্যে কিন্তু মারডকের গায়ে একটু বেশিই শক্তি। ওর ঠেলার চোটে পড়েই গেলাম আমি। ব্যাগটাতে ক্রমাগত থাবা চালাতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরেই একটা বড়সড় ছিদ্র দেখা গেল ওটাতে। ল্যাসি বের হয়ে আসলো ওখান দিয়ে।

মিশন কমপ্লিট।

ল্যাসিকে আগাগোড়া চেটে স্বাগত জানালো মারডক। এরপরেই ওকে নিয়ে পেছনের দরজাটা দিয়ে বের হয়ে গেল। ওখানে সাজানো গোছানো ছোট একটা উঠোন আছে।

"আপনার শখের ফুলগুলোকে বিদায় জানানোর সময় এসেছে।"

"বহু আগেই ওগুলোকে বিদায় জানিয়েছি আমি।"

হঠাৎ করেই একটা কথা বুঝতে পারলাম। গত নয় বছরের মধ্যে এই প্রথম এ বাড়িতে পা পড়ল আমার। অথচ আমার শৈশব-কৈশোর কেটেছে এখানেই।

গত কয়েক বছর ধরে বাবা প্রতি সপ্তাহের বুধবার আমার সাথে দেখা করতে আসেন। তার মানে বছরে বাহান্নবার। সাথে ক্রিসমাস কিংবা থ্যাঙ্কসগিভিংয়ের ছুটিছাটাসহ আরো কয়েকদিন। আমার একঘন্টা আমার কাছে অবশ্যই অনেক গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তার মানে এটা নয়, এখানে আমার পদধূলি পড়বে না।

"এখানে কি করতে এসেছো, হেনরি?" দরজাটা বন্ধ করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন বাবা। "বাইরে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, সেটার কাহিনী কি?"

ল্যাসি আর আমি চিকিৎসকের সাথে দেখা না করেই বের হয়ে গিয়েছিলাম ওখান থেকে। তারপর আমার বাসার সামনে আমরা গিয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু সেখানে না ঢুকে ডানদিকে মোড় নিয়ে উত্তরদিকের রাস্তাটা ধরে এগুতে শুরু করি। কয়েক মিনিট পরেই একটা কালো রঙের গাড়ি দেখতে পাই পেছনে। কোনরকম রাখঢাক ছাড়াই আমাদের পিছু নেয়া শুরু করে ওটা। এরপরের দশ মিনিট জোঁকের মতো লেগে থাকে আমার ভেসপার পেছন পেছন। আমি যখন এই বাসার সামনে পার্ক করছিলাম তখনও ছিল ওটা।

"গাড়িটাতে সিআইএ'র লোক আছে, তারা আমার পিছু নিয়েছে। আর আমি এখানে এসেছি কারণ তারা আমার বাসায় আড়িপাতার ব্যবস্থা করেছে।"

বাবা ভ্রুজোড়া উঁচু হয়ে গেল। "তারা কি করেছে?"

আমি বললাম তাকে।

"কিন্তু এরকম একটা কাজ করতে যাবে কেন তারা?"

আমি তাকে সূত্রগুলো এবং প্রেসিডেন্ট আর ডিরেক্টর লে'হাইর সাথে আমার মিটিংয়ের কথা খুলে বললাম। "তিনিই মা'কে খুন করেছেন কিংবা করিয়েছেন," এই বলে শেষ করলাম।

"কেন?"

"কারণ মা গোপন ব্ল্যাক সাইটগুলোর অবস্থান জানতেন।"

"তারা ওখানে সন্ত্রাসিদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছিল?"

"হ্যা, আপনি কি বুঝতে পারছেন, বাইরের মানুষের কাছে যদি এটা ফাঁস হয় তাহলে কি ঘটবে?"

"সিআইএ চিরতরের জন্যে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।"

"তাহলেই বুঝুন, কেন তারা মা'কে রাস্তা থেকে সরাতে চাইবে না?"

বাবা আর নিতে পারলেন না এসব কথা। লিভিংরুমে একটা চেয়ারের উপর চুপচাপ বসে পড়লেন।

আমার ফোনের দিকে তাকালাম। এখন তিনটা চুয়াল্লিশ বাজে। আমার কাছে আর ষোল মিনিট আছে। এই ষোল মিনিটে আমাকে অনেক কিছু করতে হবে।

"আপনার কাছে কি এখনও জিপিএসটা আছে?"

আমার বাবা আগে জিওকোচিং নামের অদ্ভুত একটা খেলার সাথে যুক্ত ছিলেন। এ খেলায় পুরো আমেরিকা জুড়ে অনেক মানুষ কিছু কিছু জিনিস

লুকিয়ে রেখে তার অক্ষাংশ/দ্রাঘিমাংশ একটা ওয়েবসাইটে পোস্ট করে। এরপর অন্যেরা সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। যে সবার আগে জিনিসটা খুঁজে পায় সে-ই জয়ি হয়।

বাবাও এই খেলায় অংশ নিয়েছিলেন, কয়েকবার জিতেওছিলেন। কিন্তু তার একটা বদভ্যাস হচ্ছে, কোন জিনিসের প্রতি খুব তাড়াতাড়িই আগ্রহ হারিয়ে ফেলা। তাই এই খেলাটাও একসময় বোরিং লাগতে শুরু করে তার কাছে, অন্য কিছু নিয়ে মেতে ওঠেন তিনি।

"থাকতে পারে। বেজমেন্টে গিয়ে খুঁজে দেখতে হবে। কিন্তু কেন? তুমি নিশ্চয়ই এখন ঐ জায়াগাটা যেতে চাইছো না?"

"জায়গাটা এখানেই, ভার্জিনিয়াতে।"

"ল্যাংলিতে?"

"না, সিআইএ হেডকোয়ার্টার থেকে তিরিশ মাইল পশ্চিমে ওটা।"

"আমি তোমাকে নিয়ে যাবো।"

"না, আপনি এখানেই থাকবেন।"

আমি তাকে আমার পরিকল্পনা খুলে বললাম।

তার প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হলো না, আমি তার কাছে বিশেষ কোনকিছুর জন্যে আব্দার করছি। চশমাটা নাকের ওপরে ঠেলে দিয়ে বললেন, "তুমি কি নিশ্চিত এ ব্যাপারে?"

"হ্যা।"

"ঠিক আছে তাহলে। চল, জিপিএসটা খুঁজে বের করি।"

আমি তার পেছন পেছন নিচে গেলাম।

যদিও বাবার বাসার ওপরের তলাটা দেখে মনে হবে তিনি খুব সাজানো গোছানো কিন্তু বেজমেন্টের চিত্র একদমই উল্টো। এখানে সবকিছু ঠেসে ঠেসে রাখেন তিনি। তার বাতিল শখের জিনিসপত্রগুলোর শেষ ঠিকানা হয় এখানেই।

নিচে নেমে আলমারি থেকে একটা ল্যাম্প বের করে জ্বালালেন তিনি। আলোকিত হয়ে উঠলো চারপাশ। দেখে মনে হচ্ছে জঞ্জালের কারখানা। কত প্রকারের জিনিস যে রয়েছে এখানে তার ইয়ত্তা নেই। একটা পিয়ানো, জাদু দেখানোর জিনিসপত্র, ঘুড়ি, কোনকিছুরই অভাব নেই। তিনি এখানে সেখানে উঁকি দিতে লাগলেন জিনিসটার আশায়।

"খুঁজে পাবেন তো ওটা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"পেয়ে গেছি!" পাঁচমিনিট পরে একটা জঞ্জালের স্তুপের পাশ থেকে

জবাব দিলেন তিনি। কালো রঙের ছোট একটা যন্ত্র বের করে আনলেন ওখান থেকে। এখনকার আমলে যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলোর তুলনায় এটার আকার অবশ্য প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু খুব একটা ব্যবহার করা হয়নি জিনিসটা, তাই আশা করা যাচ্ছে কাজ করবে।

হাতে নিয়ে পাওয়ার বাটনে চাপ দিলাম একবার, কিছুই হলো না।

"চিন্তার কিছু নেই। এখানেই কোথাও ব্যাটারিগুলো আছে," এই বলে আবারো খুঁজতে শুরু করলেন তিনি।

আমি একদম কোনার দেয়ালটা ঘেষে দাঁড়িয়ে আছি। একটা নীল রঙের তেরপল দিয়ে কী যেন ঢেকে রাখা হয়েছে এখানে। চাদরটার এক কোনা উঁচু করে ভেতরে উঁকি দিলাম। তিনটা ছোট কালো বাক্স। খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা। দেখে মনে হচ্ছে না এগুলো বাবার।

একটা বাক্স বের করে ঢাকনা খুলে ফেললাম।

"পেয়ে গেছি!" ওপাশ থেকে বললেন বাবা।

আমি ঘুরে দাঁড়ালাম তার দিকে। বাক্সে যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো না-হয় পরে ব্যবহার করা যাবে।

এক মিনিট পরে আমি উপরতলায় উঠে গেলাম। আমার হাতের জিপিএসটাতে এরমধ্যেই দরকারি ডাটা ইনপুট করে দিয়েছি।

এখন সময় তিনটা বেজে পঞ্চাশ।

3:10 AM

আমার ঘরের সবকিছু যেমনটা শেষবার দেখে গিয়েছিলাম সেরকমই আছে।

কেউ যদি হঠাৎ করে আমার ঘরে ঢুকে পড়ে তাহলে নিশ্চিত তার কাছে মনে হবে, এখানে যে বসবাস করে তার এখনও মানসিক পরিপক্বতা আসেনি। কারণ এখানকার অর্ধেক জিনিসপত্রে এখনও আমার কিশোর বয়সের ছাপ রয়ে গেছে। আপনার জন্যে যখন প্রতিদিন একঘন্টা করে বরাদ্দ থাকবে তখন আপনাকে অবশ্যই সবকিছু বেছে বেছে করতে বা দেখতে হবে। খেলাধূলা করা, কার্টুন দেখা অথবা মেয়েদের সাথে টাংকি মারা–এসব থেকে কিন্তু আমাকে যেকোন একটিই বেছে নিতে হয়েছে সবসময়।

কিন্তু এক্ষেত্রেও সমস্যা। কার্টুন বেশি বাচ্চা বয়সিদের জন্যে, খেলাধূলা করার মতো লম্বা সময় আমার কাছে নেই আর মেয়েদের কথা না-হয় বাদই দিলাম, আপনারাই বুঝে নিন। কিন্তু গান শুনতে সমস্যা হয়নি। কারণ যেকোন কাজ করতে করতে গান শোনা যায়। এই ধরুন স্টক মার্কেটের

কাজ করছি, ব্যায়াম করছি অথবা কোন মেয়েকে নিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখছি আর সেই সাথে গান বাজছে স্পিকারে।

আমার পছন্দের শিল্পীর নাম প্রিন্স। কারণ হাজারো গানের ভিড়ে ওর গানগুলো একটু অন্যরকম আর বৈচিত্রও অনেক। ওর গানের কথাগুলো কিভাবে যেন আমার জীবনের সাথেও মিলে যায়। গলাটাও বেশ। ওর *পার্পল রেইন* গানটা অদ্ভুত সুন্দর।

তাই আমার ঘরের দেয়ালগুলো প্রিন্সের পোস্টারে ভর্তি। এছাড়াও আছে অনেকগুলো হোয়াইটবোর্ড। এই হোয়াইটবোর্ডগুলো স্টক মার্কেটে আমার প্রথম দিনগুলোর সাক্ষি। কারণ তখন আমি যেসব কোম্পানির শেয়ার কিনতাম সেগুলোর তথ্য নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করতাম, সেগুলো আঁকাঝোঁকা করতাম ওখানে। ইন্টারনেট ঘাটলেই কিন্তু ওসব পাওয়া যেত, তা সত্ত্বেও আমি নিজের হাতে সবকিছু করতাম। এতে করে নিজেকে একটু হলেও গুরুত্বপূর্ণ মনে হতো। প্রথম পাঁচবছরে কিন্তু আমার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। এমনকি বাবাকে তার বাড়িটা দ্বিতীয়বারের মতো মর্টগেজ রাখতে হয়েছিল আমাকে সাহায্য করার জন্যে। অবশ্য ধীরে ধীরে সে ধাক্কা কাটিয়ে উঠি আমি। একসময় বাবার ঐ মর্টগেজসহ প্রথম মর্টগেজের টাকাটাও আমি চুকিয়ে দেই। সেবার বাবাকে বলে দেই–উনাকে যদি আর কখনও এসব মর্টগেজের জন্যে দৌড়াদোড়ি করতে দেখি তাহলে ওনার একদিন কি আমার একদিন। কিন্তু টাকা দিয়ে কখনোই বাবার ঋণ শোধ করতে পারবো না আমি। আমার জেগে থাকার প্রতিটি মিনিট তিনি আগে থেকে পরিকল্পনা করে রাখতেন। আর এসবের জন্যেই আজকের এই আমি।

তবে আমি কিন্তু প্রিন্সের পোস্টারগুলো দেখার জন্যে কিংবা স্মৃতিচারন করার জন্যে এখন আমার ঘরে আসিনি। আমি এসেছি একটা জুতোর বাক্সের জন্যে, যেটা এ মুহূর্তে অবস্থান করছে আমার আলমারির পেছনের দিকে।

বিছানার উপরে বসে আস্তে আস্তে ঢাকনাটা খুলে আপনমনেই হেসে উঠলাম। বিশবছর আগের একটা স্মৃতি মনে পড়ে গেল, যেদিন বাবা আমার হাতে এই বাক্সটা তুলে দিয়েছিলেন। আমার হাতে এটা দিতে দিতে তিনি বলেছিলেন, "প্রত্যেক বাচ্চার কাছেই এই জিনিসটা থাকা উচিত। পটকা আর আতশবাজি ভর্তি একটা জুতোর বাক্স।"

3:10 AM

"ল্যাসি! মারডক! মনোযোগ দে তোরা!"

আমি ঘড়ির দিকে একবার তাকালাম।

তিনটা তেপ্পান্ন।

হাত দিয়েই হোয়াইটবোর্ডটা মুছে দিলাম। খানিকটা লাল রঙ ভরে গেল ওখানে। একটা পুরনো মার্কার তুলে নিলাম এবার।

বাবা বিছানার উপরে এক পা তুলে বসে আছেন এ মুহূর্তে। মারডক দাঁড়িয়ে আছে তার পাশেই, আর ল্যাসি বসে আছে ওর পিঠে। কিন্তু ল্যাসির দৃষ্টি আমার দিকে নয় বরং তার সমস্ত মনোযোগ এখন মারডকের কান চিবানোর দিকে নিবদ্ধ। অন্যদিকে মারডক চিবুচ্ছে ল্যাসির লেজ।

"কিরে!!"

দু-জনের মনোযোগই এবার আমার দিকে।

"কাজটা ঠিকভাবে করার জন্যে আমরা কেবল একটা সুযোগই পাবো।" একটু থেমে হোয়াইটবোর্ডে এঁকে বললাম, "এটা হচ্ছে আমাদের বাসা। আর এটা হচ্ছে রাস্তার ওপাশের গাড়িটা।"

মিয়াও।

"তুই কোথায় মানে? তুই বাড়ির ভেতরে।"

মিয়াও।

"তোকেও আঁকতে হবে? আচ্ছা," কোনমতে একটা বিড়ালের চেহারা এঁকে দিলাম।

মিয়াও।

"মারডককেও আঁকতে হবে? জানতাম," কাঠির মতো একটা কুকুরও আঁকলাম। "আর এই যে, আমি আর বাবা।"

মিয়াও।

"আমাকে এত বড় করে আঁকলাম কেন? কারণ এই হতচ্ছাড়া বিড়ালটার সব হেপা আমাকেই সামলাতে হয়।" জোরে একবার শ্বাস ছাড়লাম। "আচ্ছা, আমি গ্যারেজের গেটটা খোলার সাথে সাথে ল্যাসি, তুই এখানে আর মারডক, তুই এখানে গিয়ে দাঁড়াবি," হোয়াইটবোর্ডে গাড়িটার সামনে আর পেছনে একটা করে এক্স চিহ্ন এঁকে ওদের দিকে তাকালাম। "তোরা যদি গাড়িটার সামনে-পেছনে গিয়ে দাঁড়াস তাহলে ওরা আর নড়ার সাহস পাবে না। পারবি না এটা করতে? ল্যাসি কি বলিস?"

মিয়াও।

"সাব্বাশ! মারডক?"

জবাবে মারডক একবার হাই তুললো কেবল।

"আমি এটাকে হ্যা বলে ধরে নিচ্ছি, ঠিক আছে?"

আরেকটা লাইন আঁকলাম বোর্ডে, "বাবা, এটা আপনি।"

"ঠিক আছে।"

ঘড়ির দিকে তাকালাম।

তিনটা পঞ্চান্ন।

"সবাই রেডি? গ্যারেজের গেট খুলতে আর দুই মিনিট।"

3:10 AM

গ্যারেজের দরজা খোলার সুইচটা চেপে দিলাম।

দরজাটা অর্ধেক খুলতেই ল্যাসি আর মারডক দু-জনেই ছুটে বের হয়ে গেল। যখন সেটা পুরোপুরি খুলে গেল তখন দেখলাম, ল্যাসি গাড়িটার পাঁচফুট পেছনে আর মারডক পাঁচফুট সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

পটকার বাক্সগুলো থেকে একটা বের করে নিয়ে সেটার সুতোতে আগুন দিয়ে দিলাম। এটার সুতোটা বেশ লম্বা, পুরোপুরি জ্বলতে বেশ সময় লাগবে। এরপর বাক্সটা আমার স্কেটবোর্ডের ওপর রেখে ওটা পা দিয়ে ঠেলে দিলাম, জিনিসটা চলতে শুরু করল। আস্তে আস্তে ড্রাইভওয়ে আর রাস্তাটা পার হয়ে স্কেটবোর্ডটা কালো সিডানটার নিচে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। আমি সুইচ টিপে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

গ্যারেজের অন্যপাশে আরেকটা দরজা আছে। আমি দৌড়ে সেখানে গিয়ে বাইরের দিকে নজর রাখতে লাগলাম।

গাড়িটার জানালাগুলো কালো রঙের, ভেতরে যারা বসে আছে তাদের চেহারা দেখা যাচ্ছে না। এই সময় প্যাসেঞ্জার সিটের দরজাটা খুলে একজন বেরিয়ে আসলো। আমি ভেবেছিলাম, সে গাড়ির নিচের দিকে তাকাবে। কিন্তু এ মুহূর্তে তাকে গাড়ির বাম্পারের উপর বসে থাকা একশো ষাট পাউন্ডের কুকুরটাকে নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে।

লোকটা মারডকের দিকে এগিয়ে গেল।

"সর এখান থেকে।"

মারডক তাকে পাত্তাই দিলো না।

লোকটা মারডকের কাছে গিয়ে ওকে গুঁতো দিতে লাগলো, কিন্তু মারডক ঐ জায়গাতেই ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে। তাকে নড়াতে পারে এমন সাধ্য নেই কারো।

বুম!

প্রথমটা পটকাটা বিকট শব্দে ফাঁটলো এই সময়ে। লোকটা মাটিতে শুয়ে পড়ল সাথে সাথে।

এরপরেই পুরো জুতোর বাক্সটার সবকিছু ফেঁটে পড়ল। আমি বাসার ভেতর থেকেও শুনতে পেলাম শব্দটা। মনে হচ্ছে যেন কয়েকশো বোমা একসাথে ফাঁটছে, আর সেই সাথে আতশবাজিগুলোর আলো তো আছেই।

সামনের দরজাটা দিয়ে বাবা বেরিয়ে আসলেন এই সময়ে। তার পরনে ঠিক সেই পোশাকগুলো যেগুলো আমি কিছুক্ষণ আগে পরে ছিলাম। মাথায় একটা হেলমেট। যদি গাড়ির লোক দু-জন মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে তাহলে হয়ত তারা বুঝতে পারবে, ওটা আমি না। কিন্তু এ মুহূর্তে তারা একটু ব্যস্ত।

বাবা রাস্তার ওপর পার্ক করা ভেসপাটাতে উঠে সেটা চালু করে বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু তার পিছু নিতে নিতে কালো গাড়িটার দশ সেকেন্ড দেরি হয়ে গেল, এর কারণ মারডককে রাস্তা থেকে সরানো সহজ ছিল না।

আমি আবার গ্যারেজে গিয়ে বাবার লিঙ্কন গাড়িটাতে উঠে পড়লাম।

এখন বাজে তিনটা আটান্ন।

গ্যারেজের দরজাটা খুলে বাইরে দেখলাম, কেউ নেই। তীরবেগে বাইরে বের হয়ে এলাম। বামদিকে একবার মোড় নিয়ে আমার ব্লক থেকে বের হয়ে এরপর ডানদিকে আরেকবার মোড় ঘুরে একটা রাস্তার পাশে গাড়িটাকে দাঁড় করালাম আমি।

আমার হাতে আর এক মিনিটও নেই। লাফিয়ে গাড়ি থেকে বের হয়ে আসলাম। বাবার বেজমেন্ট থেকে বড় নীলরঙের তেরপলটা নিয়েছিলাম, সেটা দিয়ে গাড়িটা ঢাকতে শুরু করলাম। আর এক চতুর্থাংশ বাকি আছে এমন সময়ে আমার পকেটে অ্যালার্ম বেজে উঠলো।

কোনমতে বাকিটুকু ঢেকে গাড়ির পেছনের সিটে ঢুকে শুয়ে পড়লাম।

অধ্যায় ১১

ভেবেছিলাম ঘুম থেকে উঠে দেখবো আমি কোন গুপ্ত জেলখানায় বন্দি, শেকল দিয়ে হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছে।

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সিআইএ'কে কিছু সময়ের জন্যে হলেও ঘোল খাওয়াতে পেরেছি।

আমি বাবাকে বলেছি, তিনি যাতে ওদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে থেকেই আমার এলাকা থেকে বের হয়ে যান গাড়ি নিয়ে। কারণ একবার যদি ওনাকে সিআইএ'র লোকগুলো হারিয়ে ফেলতো তখন আবার ফেরত চলে আসত তারা। আর এসে যদি দেখতো, একটা গাড়ি রাস্তার মাঝে এরকম তেরপল দিয়ে ঢাকা অবস্থায় পড়ে আছে তাহলে সন্দেহ জাগতো ওদের মনে। তারপর ভেতরে উঁকি দিলেই সকল গোমর ফাঁস হয়ে যেত।

অবশ্য যদি ওরা বাবাকে অনুসরণ করে দশমাইল দূরের একটা মোটেলে না-ও গিয়ে থাকে তবুও ওনাকে খুঁজে পেতে কোন সমস্যা হতো না ওদের। কারণ আমার ফোনটা এখন বাবার কাছে।

জিপিএস দিয়ে আলেক্সান্দ্রিয়ার সীমান্তবর্তি ঐ মোটেলের ঠিকানা বের করে ফেলতে বেশি বেগ পাওয়ার কথা নয়। এতক্ষনে মনে হয় বাইরে নজর রাখার ব্যবস্থাও করে ফেলেছে।

প্রথমে ভেবেছিলাম বাবার ফোনটা আমার নিজের কাছে রেখে দেব কিন্তু পরে মনে হলো, সিআইএ'র পক্ষে সবই সম্ভব। আমি যে বাবাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করছি এটা বেরও করে ফেলতে পারে ওরা। তাই আর ঝুঁকি নেইনি।

আর বাবাও যে কতক্ষণ ওদের চোখে ধুলো দিয়ে থাকতে পারবেন বলা যায় না। অন্তত চব্বিশ ঘন্টা ওদেরকে ব্যস্ত রাখতে হতো ওনাকে। আর এক ঘন্টা পরে আমি এখান থেকে ষাট মাইল দূরে থাকব। তখন নিরাপদে ফেরত আসতে পারবেন তিনি।

ল্যাসি আর মারডক যে এখন কী করছে কে জানে। গত তেইশ ঘন্টায় ওদের ওপর নজর রাখার মতো কেউ ছিল না। মারডক তো ল্যাসি ওকে যা করতে বলবে সেটাই করবে। বাবার বাসাটা এখনো আস্ত আছে নাকি এটা দেখে আসার ইচ্ছে হলো। আর আস্ত থাকলেও সেটা যে স্বাভাবিক অবস্থায় নেই সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

কিন্তু এখন ওদের দেখতে যাওয়ার সময় নেই আমার হাতে।

লাফ দিয়ে পেছনের সিট থেকে বের হয়ে নীল তেরপলটা সরিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসে গাড়িটা নিয়ে আমার এলাকা থেকে বের হয়ে গেলাম।

ড্যাশবোর্ডে দেখাচ্ছে এখনও অর্ধেক গ্যাস আছে। অন্তত আমি যেখানে যেতে চাই তার জন্যে যথেষ্ট।

জিপিএসটা বের করে চালু করলাম। ওখানে দেখাচ্ছে, আমার গন্তব্যে পৌছাতে একঘন্টা সতের মিনিট লাগবে প্রায়।

হাইওয়েতে উঠেও বেশ জোরেই গাড়ি চালাতে লাগলাম। নির্ধারিত গতিসীমা থেকেও প্রায় পাঁচমাইল উপরে। এভাবে যেতে থাকলে আমার দুই দিন লেগে যাবে জায়গাটাতে পৌছাতে। তাই আজকে যতদূর সম্ভব এগিয়ে থাকতে চাই আমি। কারণ কালকে তাহলে ব্ল্যাক সাইটটার কাছে পৌছে বাবার দামি নাইকন ক্যামেরাটা দিয়ে ফটাফট কয়েকটা ছবি তুলে ফেলতে পারবো। আর ছবিগুলো প্রেসিডেন্ট সুলিভানের মুখের সামনে ধরে ভেংচি কেটে বলতে পারবো, "বলেছিলাম না!"

চল্লিশ মাইল যাওয়ার পর জিপিএসটা নির্দেশ করলো ডানদিকে মোড় নিতে।

এখন সময় তিনটা পয়ত্রিশ।

পাশেই বিশাল একটা গ্যাস স্টেশন, হাইওয়ের সব ট্রাক থামে এখানে। চটপট বাথরুমে ঢুকে কাজ সেরে দুটো পানির বোতল আর কিছু খাবার নিয়ে নিলাম।

"কোথায় যাচ্ছেন?" ক্যাশের লোকটা জিজ্ঞেস করল।

আমার আগের লোকটাকেও এই একই প্রশ্ন করেছিল সে। আমি নিশ্চিত, আমার পেছনেরজনকেও এটা জিজ্ঞেস করবে।

"কিছু মাল নিয়ে ওহাইও যাচ্ছি।"

সে মাথা নেড়ে আমাকে আমার খুচরা টাকা ফেরত দিয়ে দিল।

স্টেশন থেকে বের হয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। আধমাইল যাওয়ার পর ম্যাকলিন শহরে পৌছে গেলাম আমি। এখানেই সিআইএ'র হেডকোয়ার্টার ল্যাংলি অ্যাকাডেমি অবস্থিত।

বাবার মোটেল রুমের বাইরে যে দুই হারামজাদা নজর রাখছে ওরাও নিশ্চয়ই এখানেই প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। এখানেই গুপ্তচরবৃত্তির যাবতীয় কৌশলের উপর ক্লাস করেছিল ওরা। আর শত্রুর সাথে মুখোমুখি সংঘাতের সময় কি করতে হবে সেটাও নিশ্চয়ই এখানেই শিখেছে। কিন্তু ওদের কি এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি, গাড়ির পেছনের হুডের ওপর যদি একটা একশ ষাট পাউন্ড ওজনের কুকুর বসে থাকে তাহলে কি করতে হবে?

বামদিকে একটা তীক্ষ্ণ বাঁক নিলাম কিছুক্ষণ পরে। এরপর একটা সোজা রাস্তা ধরে চলতে থাকলাম। একই সাথে ঐ স্টেশন থেকে কেনা খাবারগুলো কোনরকমে নাকেমুখে গুঁজতে থাকলাম আমি। বাইরে সুন্দর চাঁদের আলো। ভার্জিনিয়ার এই অংশটাতে সবুজের পরিমাণ একটু বেশিই মনে হয়। বেশ দেখাচ্ছে।

কল্পনা করলাম, আমার পাশের সিটে ইনগ্রিড বসে আছে। মাথাটা আমার কাঁধের ওপর রেখে বাইরের অপার সৌন্দর্য উপভোগ করছে সে।

এ মুহূর্তে ওর শূন্যতাটা অসহ্য লাগছে আমার কাছে।

ল্যাসি আর আমি ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পর থেকে ওর সাথে আর কথা হয়নি। ও কি হাতের কেসটা সমাধান করতে পেরেছে? নাকি আমাকে নিয়ে এ মুহূর্তে চিন্তিত? সে-ও কি বাইরের চাঁদটার সৌন্দর্য উপভোগ করছে? মনে হয় না। এতক্ষণে সে বোধহয় গভীর ঘুমে মগ্ন। হেনরি বিনস তার কল্পনাতেও নেই এ মুহূর্তে।

আমি প্রতিদিন একঘন্টা করেই হাতে পাই। তাই যেকোন একটা জিনিস নিয়ে পড়ে থাকা আমাকে মানায় না। কিন্তু ইনগ্রিডের সাথে পরিচয় হবার পর থেকে প্রায় সবকিছুতেই ওর ছায়া খুঁজে পাই আমি। মাথায় কেবল ওর চিন্তাই ঘুরপাক খায়।

কিন্তু আমার কথা তার কতটা মনে পড়ে? ঘন্টায় একবার? নাকি পাঁচঘন্টায় একবার? সত্যি কথা বলতে কি, ওর জীবনে আমার মতো সময় নিয়ে কোন টানাপোড়েন নেই। তাই সে যদি দিনে চব্বিশবারও আমার কথা ভাবে তা-ও আমি ওকে নিয়ে যতটা ভাবি সেটার কাছাকাছি আসতে পারবে না।

বাবার ঘড়ির অ্যালার্মের শব্দটা আমাকে বাস্তবে ফিরিয়ে নিয়ে আসলো।

এখন আর লুকানোর জন্য ভালো কোন জায়গা বাছাবাছি করার সময় নেই। রাস্তার পাশেই গাড়িটা পার্ক করে লাইটগুলো সব নিভিয়ে দিলাম। পেছনের সিটে গিয়ে শুয়ে পড়লাম গুটিসুটি মেরে।

জিপিএসের দিকে চোখ গেল এ সময়।

আর ছয় মাইল।

3:10 AM

বিকেলের দিকে একটা সবুজ রঙের টয়োটা প্রায়াস থেমে থাকা লিঙ্কন গাড়িটাকে অতিক্রম করে গেল। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে আসল সেটা। গাড়ির চালক ভাবতে লাগলো, এত সুন্দর একটা গাড়ি এভাবে রাস্তার মাঝে ফেলে রেখেছে কে? কিছু হয়েছে নাকি? ইঞ্জিনের সমস্যা?

লিঙ্কনটার সামনে গাড়ি পার্ক করে সেটা থেকে এক লোক বের হয়ে আসলো। কোন মহিলা নয় কিন্তু। কারণ একজন মহিলা কখনোই এভাবে রাস্তার মাঝে গাড়ি থামিয়ে উঁকি ঝুকি দেবে না। অন্তত ঘটে যদি বুদ্ধি থেকে থাকে তো। প্রায়াসটা থেকে যে বের হলো তার বয়স হবে চল্লিশের মতো। উচ্চমধ্যবিত্ত। নিয়মিত চার্চে যান। গাড়ি নিয়ে একটু বের হয়েছেন ঘুরতে।

লিঙ্কনের সামনে গিয়ে চাকাগুলো আগে দেখলেন তিনি। ঠিকই আছে ওগুলো। এরপর ভেতরে উঁকি দিলেন। সামনের সিটে কিছু খাবারের ছেঁড়া প্যাকেট পড়ে আছে আর পেছনের সিটটাতে শুয়ে আছে এক যুবক।

এখানে যদি একজন সাধারণ লোক হতো তাহলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই নিজের রাস্তা মাপতো। কিন্তু ইনি সাধারণ কেউ নন। যেকোন বিপদে পড়া মানুষকে যেচে গিয়ে সাহায্য করা তার স্বভাব। তিনি ভাবলেন, মানুষটা বোধহয় ভারি কোন কাজ করে এখন ক্লান্ত, তাই একটু বিশ্রাম নিচ্ছে। কিন্তু বিশ্রাম নেয়ার জন্যে পেছনের সিটে যেতে হবে কেন? সে কি রাত থেকে এখানে আছে নাকি? তাহলে তো হিসেবে একটু গন্ডগোল হয়ে গেল। কারণ এখন বাজছে বিকেল চারটা। যদি লোকটা গতরাত থেকে এখানে ঘুমিয়ে থাকে তাহলে এতক্ষণে তার উঠে পড়ার কথা।

প্রায়াসের লোকটা জানালায় একবার টোকা দিলেন। ভেতরের লোকটা ঠিক আছে নাকি জানতে হবে তো! কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। এবার আরেকটু জোরে টোকা দিলেন। না, কোন নড়াচড়া নেই।

ঠিক এই সময়ে নিজের মোবাইলটা হাতে তুলে নিলেন, আর দশ মিনিট পরে সেখানে শেরিফসাহেব এসে উপস্থিত হলেন। ব্যাপারটা তখন থেকেই একটু গোলমেলে হতে শুরু করলো।

শেরিফসাহেব চাবি ঢোকানোর জায়গাটা দিয়ে একটা পাইপ ঢুকিয়ে দিলেন। কিন্তু সেটা দেখার বিষয় নয়, দেখার বিষয় হলো পাইপ থেকে লাল রঙের জেলির মতো কী যেন বের হতে লাগলো।

এখন এই জায়গায় আমি, প্রায়াসের লোকটা আর শেরিফসাহেব। আমাকে ঘিরে আছে লাল রঙের জেলির মতো পদার্থগুলো।

এরপরে আরকজন লোক এসে জুটলো সেখানে, সাথে একজন মহিলা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেল আমাকে ঘিরে। দুয়েকটা কুকুরও দেখা যাচ্ছে। এরপরেই সবাই একসাথে জেলিগুলো খাওয়া শুরু করলো। আমার থেকে আর মাত্র ছয় ফিট দূরে আছে ওরা সবাই। এভাবে চলতে থাকলে কিছুক্ষণের মধ্যে আমাকেও খেয়ে ফেলবে!

আর মাত্র দুই ফিট বাকি এমন সময় আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙার সাথে সাথে লাফিয়ে উঠে বসলাম, বাইরের দিকে তাকালাম, কেউ নেই। কি ভয়ানক স্বপ্ন ছিলরে বাবা!

অবশ্য প্রথম দিকের ঘটনাগুলো খুব স্বাভাবিকভাবেই ঘটতে পারতো। শেষের দিকে এসে একটু অবাস্তব হয়ে গিয়েছিল অবশ্য। কেউ গাড়ি থামিয়ে ভেতরে উঁকিও দিতে পারতো। রাস্তাটা অবশ্য একটু ভেতরের দিকে। তা সত্ত্বেও নিশ্চয়ই একশোর ওপরে গাড়ি অতিক্রম করেছে আমার গাড়িটার সামনে দিয়ে। ভাগ্য ভালো, কেউ দু-বার ভাবেনি এটা নিয়ে। নিজেদের চিন্তাতেই ডুবে ছিল ওরা। কতটা যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে মানুষ!

গাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তার পাশেই এক নম্বর সেরে নিলাম, এরপর ড্রাইভিং সিটে চড়ে বসলাম। গাড়ি চালাতে চালাতেই বোতল থেকে অবশিষ্ট পানিটুকু খেয়ে নিলাম আমি। আর বাদ-বাকি খাবারগুলোও পেটে চালান করে দিতে লাগলাম সেই সাথে।

পাঁচমিনিটে পাঁচ মাইল গেলাম এ সময়।

তিনটা ছয়ের সময় জিপিএসটা আমাকে একবার ডানদিকে মোড় নেবার নির্দেশ দিলে একটা মাটির রাস্তা ধরে এগুতে লাগলাম।

চারপাশে একটার পর একটা পাহাড় অতিক্রম করতে লাগলাম। আরো কিছুদূর যাবার পর আবার বামে মোড় নিতে হলো। দুটো পাহাড় পার করার পর রাস্তাটা শেষ হলো অবশেষে। সামনে একটা গেট। ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ।

আমার মনে হয়, রাস্তার এই পর্যন্ত আসতে আসতে অন্তত একটা হলেও অ্যালার্ম বাজিয়ে দিয়েছি আমি। যেকোন মুহূর্তে হয়ত ট্রেনিংপ্রাপ্ত কমান্ডোরা ঝাপিয়ে পড়বে আমার উপর। নইলে একটা বুলেট এসে লাগবে আমার পায়ে। কিন্তু আমার একমাত্র আশা আমার মা। তিনি নিশ্চয়ই নিজের ছেলেকে একটা আত্মঘাতি মিশনে পাঠাবেন না!

বাবার নাইকন ক্যামেরা আর একটা টর্চলাইট নিয়ে বের হয়ে গেলাম।

দুই মিনিট পরে গেটটা পার হয়ে পাহাড়ি রাস্তা ধরে সামনে ছুটতে লাগলাম আমি।

এখন সময় তিনটা চৌদ্দ।

3:10 AM

জিপিএসে দেখাচ্ছে, আমি আমার গন্তব্য থেকে আর মাত্র এক হাজার ফিট দূরে। রাস্তাটা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে, আমার চারপাশে এখন জঙ্গল। এখানে যদি ব্ল্যাক সাইটটাতে পৌছানোর কোন রাস্তা থেকে থাকে তাহলে সেটা

আমার চোখে পড়ছে না। ঘন গাছপালার মধ্যেই আরো পাঁচ কদম এগুলাম। পায়ের নিচে শুকনো ডালপালা মটমট করে ভাঙছে।

পেপারের আর্টিকেলটাতে পড়া ঐ দু-জন লোকের কথা মনে হলো। আব্দুল আল রাহমিন আর হাম্মাদ শেখ। ওদের দু-জনকে এই রাস্তা দিয়ে হাটিয়ে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরতে কতক্ষণ লেগেছিল? ইরাক থেকে ওদের চুপিসারে এখানে নিয়ে এসেছিল কিভাবে? কতজন লোক জড়িত ছিল এর সাথে? ছোট একটা দল নাকি বড়সড় কোন দল? যারা রাহমিন আর হাম্মাদকে আটক করেছিল তারাই কি নিয়ে এসেছে ওদের এই জঙ্গলে? নাকি অন্য কেউ?

তারা দু-জন কি জানতো, তাদের পরিণতি কি হতে যাচ্ছে? তাদের হয়তো আর কখনও দিনের আলো দেখার সৌভাগ্য হবে না।

আমি সামনে এগুলাম।

জিপিএসে দেখানো তীরচিহ্নটা ধরে সামনে যেতে লাগলাম খুব সাবধানে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জিপিএসে দেখানো জায়গাটার দুই ফিটের মধ্যে চলে এলাম আমি।

ইন্টারনেটে ব্ল্যাক সাইটগুলোর কিছু ছবি দেখেছি আমি। বেশ কয়েক ধরণের বাড়ির ছবি উঠেছিল। কতগুলো একদম ছোট আবার কতগুলো কারখানার মতো বড়। আর কিছু কিছু স্থাপনা দেখতে সরকারি অফিসের মতো।

কিন্তু এখানে কোন ব্ল্যাক সাইট চোখে পড়ছে না। গাছ ছাড়া আর কিছু নেই আশেপাশে।

মা কি তাহলে ভুল করলেন? এই জায়গাটার সন্ধান কোথায় পেয়েছিলেন তিনি?

ঘড়ির দিকে তাকালাম।

তিনটা বাইশ বাজে।

টর্চের আলো ফেলে আশেপাশে দেখতে লাগলাম কিন্তু লুকোনোর জন্য কোন বিল্ডিং কিংবা ঘর চোখে পড়ল না।

"বাল!"

শব্দটা এই রাতের বেলা আশেপাশে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো, কিন্তু আমার আর ভয় লাগছে না। আশেপাশে কেউ নেই শোনার মতো। অন্তত কয়েকমাইলের মধ্যে।

তাহলে বাইরে 'প্রবেশ নিষেধ' টাঙিয়ে রেখেছে কেন?

এই জঙ্গলটা কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

জিপিএসে যে জায়গাটা নির্দেশ করছে একদম সে জায়গায় ফিরে গেলাম। এবার একটু ভালোমতো লক্ষ করতে লাগলাম সবকিছু। এই দুই ফিট জায়গাটা আশেপাশের জায়গাগুলো থেকে কেমন যেন একটু সমান্তরাল। সেখান থেকে পাতাগুলো সরিয়ে দিয়ে হাটু মুড়ে বসে পড়লাম। এক ইঞ্চি পুরু ধুলোর আস্তরণ। হাত দিয়ে পরিস্কার করতে যেতেই শক্ত কিছু একটা হাতে লাগলো। হাঁপাতে হাঁপাতে টর্চটা হাতে নিয়ে নিচের দিকে তাক করলাম।

প্লাইউড।

আরো একমিনিট লাগলো চারফুটের প্লাইউডের টুকরোটা পুরোপুরি পরিস্কার করে ওপরে ওঠাতে। নিচে তামার একটা প্লেট। প্লেটটা দরজার মতো চওড়া আর প্রায় তিনফিট উঁচু। মস্ত বড় একটা প্যাডলক ওটাকে সিমেন্টের সাথে আটকে রেখেছে।

পেয়ে গেছি!

গলা থেকে বাবার ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে ঝটপট কয়েকটা ছবি তুলে ফেললাম। কিন্তু এই প্লেটটার ছবি দিয়ে কিছু প্রমাণ করতে পারবো না। প্রেসিডেন্টসাহেব হেসেই উড়িয়ে দেবেন।

জোরে একটা লাথি মারলাম তালাটার উপরে। অবাক হয়ে দেখলাম, তালাটা ঘুরে গেল। ওটা ঘুরিয়ে দিলাম পুরোপুরি।

যে পরিমাণ ধুলো জমেছে তাতে মনে হচ্ছে না গত কয়েকমাসে এটা কেউ খুলেছে। ভেতরে যা-ই থাক না কেন সেটা নিশ্চয়ই খালি।

কিন্তু এটা যদি আসলেই একটা ব্ল্যাক সাইট হয়ে থাকে আর এটার অস্তিত্বের কথা ফাঁস হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সিআইএ যে এটা বন্ধ করে দেবে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা জিনিস বুঝলাম না, ওরা এটার চিহ্ন পুরোপুরি মুছে দেয়নি কেন?

প্লেটটা তুলে ফেললাম।

ভেতরে একটা সিঁড়ি অন্ধকারের বুক চিড়ে নিচে নেমে গেছে।

ঘড়ির দিকে তাকালাম।

তিনটা আটাশ বাজে।

আরো দুটো ছবি তুলে নিয়ে নিচের দিকে নামতে লাগলাম আমি।

3:10 AM

সিঁড়িতে বারোটা ধাপ।

নেমে হাতের টর্চটা দিয়ে চারপাশে আলো ফেলে দেখতে লাগলাম। পুরো জায়গাটা পুরু কংক্রিট দিয়ে তৈরি। আকারে বাবার বাসার বেজমেন্টটার তুলনায় তিনগুণ বড় হবে। কমসে কম একহাজার বর্গফিট তো হবেই।

কিন্তু বাবার জায়গাটা পুরোপুরি জিনিসপত্রে ঠাসা থাকলেও এই জায়গাটা বলতে গেলে খালিই। টর্চের আলোতে চারপাশে কেমন যেন একটা ভৌতিক আবহ সৃষ্টি হয়েছে। অদ্ভুত অদ্ভুত সব ছায়া। এক কোণায় রাখা তিনটা টেবিল আর পাঁচটা চেয়ার। সবগুলোই আবার ভাঁজ করে রাখা যায়। সেদিকে এগিয়ে গেলাম।

কল্পনা করলাম, আব্দুল এখানে বসে আছে, তার মুখটা চটের ব্যাগের ভেতর আর হাত-পাগুলো চেয়ারের সাথে বাঁধা। অন্য চেয়ারগুলোতে এমন লোকজন বসে আছে যাদের মাথায় কেবল একটা চিন্তাই ঘুরপাক খায়–কিভাবে আরেকটা নাইন-ইলেভেনের হাত থেকে এ দেশকে রক্ষা করা যাবে। সেজন্যে তারা যেকোন কিছু করতে পারে।

কিছু ছবি তুলে আবার চক্কর মারা শুরু করলাম।

দূরে এক কোনায় একটা ছোট টেবিল রাখা আছে, আর ওটার পাশেই একটা ধাতব চৌবাচ্চা, যেটা বর্তমানে একপাশ করে রাখা হয়েছে। মেঝেতে পাঁচটা চটের ব্যাগও দেখা গেল।

এখানেই নিশ্চয়ই বন্দিদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো।

কল্পনায় আবার আব্দুলের ছবি ভেসে উঠলো। তাকে চৌবাচ্চাটার ওপরে শুইয়ে রাখা হয়েছে। মাথাটা চটের ব্যাগ দিয়ে ঢাকা। পাশে থেকে একজন ক্রমাগত বরফ ঠান্ডাপানি ঢেলে যাচ্ছে আর আব্দুল ছটফট করছে নিঃশ্বাস নেয়ার জন্যে।

এখানকার তিনটা ছবি তুললাম। ঘড়ির দিকে তাকালাম একবার।

আমি এখানে নেমেছি নয় মিনিট হতে চলল।

টেবিলটার ঠিক উপরে দুটো চেইন ঝুলছে। সেগুলো আবার আঙটা দিয়ে আটফুট উপরের সিলিঙের সাথে লাগানো। একটা চেইনে নাড়া দিয়ে দেখলাম। ক্যাচকোচ আওয়াজ করে নড়ে উঠলো সেটা। পাশের চেইনটার সাথে বাড়ি খেয়ে এই বদ্ধ জায়গায় ধাতব প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করল। এভাবে কাউকে ঝুলিয়ে রাখার অর্থ, আপনি নিশ্চিতভাবেই সে মানুষটাকে ঘৃণা করেন। তাছাড়া এই অমানুষিক কাজটা করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। যেদিন টুইন টাওয়ারের ওপর প্লেনটা আছড়ে পড়েছিল সেদিনের কথা চিন্তা করলাম আবার। যারা ঘটনাটা ঘটিয়েছিল তাদের ওপর অবশ্যই ঘৃণা জন্মেছিল।

এটাই স্বাভাবিক। সবারই ঘৃণা জন্মেছিল ওদের ওপর। ঐ সন্ত্রাসিরাও কিন্তু মারা গিয়েছিল ঘটনাটায়। আচ্ছা, ওরা যদি কোনভাবে বেঁচে যেত তাহলে কি ওদেরকে এরকম নির্মম অত্যাচারের দিকে ঠেলে দিতে পারতাম আমরা? যেখানে তাদের সাথে পশুর চেয়েও খারাপভাবে নিপীড়ন করা হবে?

জানা নেই আমার।

টর্চটা দিয়ে চৌবাচ্চার আশেপাশে আলো ফেলে দেখতে লাগলাম।

"কোন ড্রেইন নেই এখানে।"

চমকে উঠে ঘুরে তাকালাম। নিঃশ্বাস আটকে গেছে আমার।

টর্চটা ঘোরাতেই আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকা একটা লোকের ওপর আলো গিয়ে পড়ল।

"আমরা যখন এই জায়গাটা তৈরি করেছিলাম তখন ওরা বলেছিল, এখানে কোন পানির লাইন দেয়া সম্ভব নয়, তাই কোন ড্রেইনের ব্যবস্থাও নেই। বন্দিদের যখন রক্তপাত হতো ওটা মোছার জন্যেও কোন পানির ব্যবস্থা ছিল না। ওদের গায়েই রক্তগুলো শুকিয়ে যেত একসময়।"

"আপনি একজন অসুস্থ মানুষ," আমি বললাম।

ডিরেক্টর লে'হাই কাঁধ তুললেন শুধু। "যেভাবেই হোক আমাদের কথা বের করতে হতো।"

"আপনিই আমার মা'কে খুন করেছেন।"

"ট্রিগারটা হয়ত আমি চাপ দেইনি, কিন্তু হ্যা, আমি আপনার মা'কে মারার নির্দেশ দিয়েছিলাম।"

"কে মেরেছে আমার মাকে?"

আবারও কাঁধ তুললেন তিনি, "যে কেউ হতে পারে। আমাদের তো এসবের জন্যে লোকের অভাব নেই।"

"গুপ্তঘাতক?"

"যে নামে ইচ্ছে ডাকতে পারেন আপনি।"

এই প্রথম খেয়াল করলাম, লে'হাইয়ের কোমরের কাছে জায়গাটা একটু ফুলে আছে। আশেপাশে তাকালাম। লোকটা একদম ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। সিঁড়িটা পেরোতে হলে ওকে পাশ কাটিয়ে যেতে হবে আমার।

ঝট করে ক্যামেরা বের করে ওর দুটো ছবি তুলে ফেললাম। ফোনটা থাকলে ওকে এই বলে ভয় দেখাতাম, এখনই ছবি আপলোড করে দেব। কিন্তু এত নিচে মোবাইলের নেটওয়ার্ক আছে কিনা সন্দেহ।

টর্চটা বন্ধ করে দিলাম। একটা অন্ধকারের চাদর ঘিরে ধরল আমাদের।

তিরিশ সেকেন্ড চুপচাপ কেটে গেল। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম লে'হাই হয়ত নিজের টর্চটা জ্বালাবে।

কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না।

ডানদিকে তিন কদম এগিয়ে গেলাম।

"চেইনগুলো লাগানোর কথা আপনার মা'র মাথা থেকে বেরিয়েছিল," হঠাৎ করে বলে উঠলেন লে'হাই।

শব্দ করে একটা ঢোক গিললাম।

"ঠিকই শুনেছেন। আপনার মা এই জায়গাটা তৈরি করতে সাহায্য করেছিলেন। এমনকি এটার নামকরণও করা হয়েছিল আপনার মা'র কথা চিন্তা করেই। 'মাদার'স বাঙ্কার।' অবশ্য এটুকু বললে কিছু বুঝবেন না আপনি। আরেকটু ইতিহাস বলতে হবে আমাকে। আপনি জানেন না বোধহয়, আপনার মা'র জন্মস্থান ছিল মেসিডোনিয়া। মাদার তেরেসা'র জন্মস্থানও কিন্তু ওখানেই। আপনার মা বন্দিদের সাথে খুব ভালো ব্যবহারই করতেন। অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত ওরা আমাদের সহযোগিতা করত আর কি। অবশ্য সহযোগিতা না করলে আবার অন্য রূপ বের হয়ে আসত তার। তখন ওদের একটা একটা করে নখ টেনে তুলতেন তিনি। একদিন কে যেন আপনার মাকে মাদার তেরেসা বলে ডাকলেন, ব্যস, ঐ নামই রয়ে যায়।"

আমি জানি, তিনি আমাকে ফুসলাচ্ছেন যাতে আমি গড়গড় করে সব বলে দেই। তিনি প্রায় সফলও বলা যায়। আর একটু হলেই আমার বাধ ভেঙে যাবে। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে, "আমার মা এভাবে কাউকে নির্যাতন করতে পারেন না। তার পক্ষে এটা কোনভাবেই করা সম্ভব নয়। খুবই কোমল মনের মানুষ ছিলেন তিনি।" কিন্তু নিজেকে সামলালাম। কারণ গত দু-সপ্তাহে একটা জিনিস ঠিকই শিখেছি আমি–মা সম্পর্কে খুব কম তথ্যই জানা আছে আমার।

"আপনার মা-ই আমাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। আসলে সবাই তার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছে," লে'হাই বললেন। তিনি এখনও মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রায় আমার বামদিকে।

আমি তাড়াতাড়ি বের হওয়ার রাস্তাটার দিকে তিনকদম এগুলাম।

"বন্দিদের পেট থেকে কিভাবে কথা বের করতে হবে এরজন্যে একটা বইও লিখেছিলেন আপনার মা। কথাটা কিন্তু সত্যি। বইয়ের নাম 'দ্য পেইন গেইম।' অবশ্য বইটার খুব কম সংখ্যক কপিই এখন অবশিষ্ট আছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট রেগানের আমলে বইটা নতুন রিক্রুট হওয়া কর্মিদের জন্যে পড়া বাধ্যতামূলক ছিল। আপনি কি জানেন, আপনার মা'কে হন্ডুরাসের সরকার

এক কোটি ডলার দিয়েছিল যাতে তিনি তাদের অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেন, কিভাবে বন্দিদের উপর অত্যাচার করে কথা বের করতে হয়? এক কোটি ডলার! আর আমি ১৯৮৬ সালের কথা বলছি। এতটা ভালো ছিলেন তিনি এসবে।"

ডিরেক্টরের গলার আওয়াজটাও বের হওয়ার রাস্তার দিকে এগিয়ে আসছে। তিনি জানেন, আমি কি করার তালে আছি।

আমি যদি জীবিত বের হতে চাই এখান থেকে তাহলে এখনই কিছু করতে হবে।

আমি চিন্তা করতে লাগলাম, লে'হাইয়ের মাথায় এখন কি ঘুরছে। তিনি নিশ্চয়ই ভাবছেন, আমি যেকোন মুহূর্তে দৌড় লাগাব। ওটার কথা আসলেও একবার চিন্তা করেছিলাম কিন্তু লে'হাইর আকার আমার প্রায় দ্বিগুণ আর ওনার কাছে একটা পিস্তলও আছে। নিঃসন্দেহে তিনি এটা জানেন এ মুহূর্তে তিনি সিঁড়ি থেকে কয় কদম দূরে আছেন। এমনও তো হতে পারে, তিনি প্রবেশপথটা তালা দিয়ে দিয়েছেন কিংবা প্রবেশপথের বাইরে সশস্ত্র সিআইএ এজেন্টরা আমার জন্যে বন্দুক হাতে অপেক্ষা করছে।

আমার একমাত্র উপায় হচ্ছে তার হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নেয়া।

ক্যামেরাটা এ মুহূর্তে আমার কোন কাজে আসবে না। ওটা মাটিতে নামিয়ে রাখলাম। ভাঁজ করে রাখা যায় এমন টেবিল-চেয়ারগুলো থেকে আমি বেশি দূরে নেই। টর্চটা আমার কোমরে গুজে রেখে সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে আস্তে আস্তে এগোতে লাগলাম আমি। দুই কদম সামনে গেলাম, পা একটা চেয়ারের সাথে লাগলে খুবই মৃদু আওয়াজ হলো। কিন্তু এই বদ্ধ জায়গার জন্যে সেটাই অনেক।

"আপনি ঐ কোনায় কি করছেন?" ডিরেক্টর চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন।

প্রবেশপথ থেকে তিনি পনেরফিট দূরে এ মুহূর্তে।

আমি চেয়ারটা তুলে নিয়ে আন্দাজে ছুড়ে মারলাম তার দিকে।

ওটা মেঝেতে আছড়ে পড়ল কোনকিছুকে আঘাত না করেই।

"নিজেকে সামলান, মি. বিনস।"

আমি আরেকটা চেয়ার তুলে নিয়ে ছুড়ে মারলাম। তারপর আরেকটা। এরপর ঘুরে চেইনগুলো যেদিকে আছে সেদিকে দৌড় দিলাম। কোমর থেকে টর্চটা বের করে শুধু একবার জ্বালিয়ে বুঝে নিলাম আমার অবস্থানটা, আর সে সুযোগে দেখে নিলাম আমার ছোড়া চেয়ারগুলোর কোন একটা লেহা'ইকে

আঘাত করেছে কিনা। একটাও লাগেনি তার গায়ে। ডিরেক্টর এখনও সটান দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে তুলে নিয়েছেন পিস্তলটা।

টর্চ বন্ধ করে দিয়ে চেইন দুটো হাতে নিয়ে জোরে নাড়া দিলাম। ভয়ানক শব্দে ও-দুটো একটা আরেকটার সাথে বাড়ি খেতে লাগলো।

এই প্রতিধ্বনির সুযোগটা কাজে লাগালাম আমি। হাতড়ে হাতড়ে দেয়ালের কাছে চলে গেলাম। তারপর ওটা অনুসরণ করে একশ কদম সামনে এগুলাম। বের হওয়ার জায়গাটা আর অল্প একটু দূরেই।

বুকের ভেতরে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে যেন। শার্ট দিয়ে মুখ চেপে রেখেছি যাতে কোন আওয়াজ বের না হয়।

আমি জানি, লে'হাই আমার খুব কাছেই কোথাও আছে। বিশফিটেরও কম দূরে।

তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতার পর এই সামান্য ঘটনায় তিনি হয়ত চিন্তিত নন। কিন্তু তার ভারি নিঃশ্বাসের আওয়াজ আমার কানে আসছে।

"সবকিছু কিন্তু এখনও ভালোয় ভালোয় মিটে যেতে পারে, মি. বিনস। আমরা দু-জনেই এখান থেকে স্বাভাবিকভাবে হেটে বের হয়ে যেতে পারবো," তিনি বললেন। "আপনাকে শুধু কয়েকটা কাগজে সই করতে হবে–আপনি কখনো এই জায়গার ব্যাপারে কারো সাথে কোন ধরণের আলাপ করবেন না। তাহলেই হয়ে যাবে।"

ফালতু কথা।

আরেকবার জোরে নিঃশ্বাস নিলাম। যেকোন মুহূর্তে দৌড় দেব আমি।

এই সময় ঘড়ির অ্যালার্মটা বেজে উঠলো।

কিন্তু আমার কব্জিতে ঘড়িটা বাঁধা নেই এখন। ওটা আমি চেইনগুলো বাড়ি দেয়ার সময় নিচে খুলে রেখেছিলাম।

ডিরেক্টরের পায়ের আওয়াজ পেলাম। নিশ্চয়ই শব্দের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

আমিও তার পিছে পিছে যাওয়া শুরু করলাম। জ্বালিয়ে দিলাম টর্চটা।

তিনি ঘোরার চেষ্টা করলেন, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। টর্চটা দিয়ে তার ঘাড় বরাবর বসিয়ে দিলাম এক ঘা। তিনি সরে যাওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু পুরোপুরি এড়াতে পারলেন না। বেশ জোরেসোরেই লাগলো আঘাতটা।

কিন্তু লে'হাই এরমধ্যেই একটা হাত দিয়ে আমাকে জোরে ধাক্কা দিলেন। আমি আর তাল সামলাতে পারলাম না, পড়ে গেলাম। হাটুটা কংক্রিটের সাথে ঠুকে গেল। ব্যথার একটা ঝলক ছড়িয়ে পড়ল সারা পায়ে। কিন্তু এখন

এটা নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই আমার। যে করেই হোক বন্দুকটা পেতে হবে। ওটা কি তার হাত থেকে পড়ে গেছে? কিন্তু মেঝেতে কিছু পড়ার শব্দ তো শুনিনি। আমার ইচ্ছে ছিল তার ডানহাতে জোরে একটা বাড়ি দেব যাতে করে বন্দুকটা ছিটকে যায়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তার মাথায় বাড়ি দেয়ার কথা মনে হয়। উদ্দেশ্য, তাকে অজ্ঞান করা।

উঠে দাঁড়ালাম।

টর্চটা এখনও জ্বলছে। ওটার আলো ঠিকরে বের হচ্ছে আমার দশফিট ডানদিক থেকে। আর ওটার আলোতে কালো রঙের পিস্তলটা দেখা যাচ্ছে।

ওটা হাতে নেয়ার জন্যে ঝাঁপ দিলাম আমি।

হাতলটা ধরতেই একটা বড় জুতো আমার আঙুলগুলোর উপর চেপে বসলো। আর আরেকটা নেমে আসতে লাগলো আমার মুখ বরাবর।

ঠিক এই সময়ে সব অন্ধকার হয়ে গেল।

অধ্যায় ১২

"হেনরি।"

আমি চোখ খুললাম।

"হেনরি।"

ডিরেক্টর আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। টর্চের আলো গিয়ে তার মুখের ওপর পড়ছে। তার মাথায় অল্প যে কয়টা চুল আছে সেগুলো রক্তে ভিজে একাকার।

"আপনি কি কাউকে এই জায়গাটা সম্পর্কে কিছু বলেছেন?"

"কাউকে কিচ্ছু বলিনি," উত্তর দেয়ার সময় খেয়াল করলাম আমি একটা টেবিলের উপর শুয়ে আছি।

"আমাকে মিথ্যে বলবেন না। আপনার মা আপনাকে এই জায়গাটা সম্পর্কে জানিয়েছেন।" আমার মাথার ওপরে একটা ভেজা কাপড় রাখা। "আর কে জানে, বলুন?"

"এই বালের জায়গাটা সম্পর্কে? শুধু আমিই," বলার চেষ্টা করলাম কিন্তু তার আগেই কে যেন পানি ঢালা শুরু করলো আমার উপরে।

আপনার মনে হতে পারে, মুখের ওপর একটা ভেজা তোয়ালে থাকা অবস্থায় কেউ যদি পানি ঢালে তাহলে সেটা তেমন বড় কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু আপনার ধারণা ভুল। ব্যাপারটা যথেষ্ট ভয়ানক। আপনার মনে হবে, আপনি পানিতে ডুবে যাচ্ছেন। নিঃশ্বাস নিতে পারবেন না।

পানি বন্ধ হয়ে গেলে কাপড়টাও সরিয়ে ফেলা হলো।

আমি হা-করে নিঃশ্বাস নেয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম।

টর্চটা পেছনের দেয়ালের ওপর রাখা, ওখান থেকেই সেটা কোণাকুণিভাবে বাঙ্কারটাকে আলোকিত করে রেখেছে। আমি চোখ থেকে পানি ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলাম। পরিস্কারভাবে কিছু দেখতে খুব কষ্ট হচ্ছে।

আরেকবার আমার মুখটা কাপড় দিয়ে ঢেকে পানি ঢালা হলো।

আরেকটা ভয়ঙ্কর মিনিট।

"অন্য যে ব্ল্যাক সাইটটা আছে সেটার ব্যাপারে কাকে জানিয়েছেন?"

"অন্য ব্ল্যাক সাইট? আমি জানি না আপনি কোনটার কথা বলছেন," আমি সত্যিই বললাম। আমি চাই না আবার আমার মুখের ওপরে ওভাবে পানি ঢালা হোক। "শুধুমাত্র এটার ঠিকানাটাই মা আমাকে দিয়েছিলেন। দয়া করে বিশ্বাস করুন আমার কথা।"

"আপনি কি জানেন, শেষ যে বন্দিকে এখানে আপনার মা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন সে কি বলছিল বারবার? 'দয়া করে বিশ্বাস করুন আমার কথা। বিশ্বাস করুন।' " ব্যাঙ্গাত্মক সুরে কথাটা বললেন তিনি। "তার বয়স অবশ্য অনেক কম ছিল। মাত্র পনের। কিন্তু তার ভাই নয়জন লোককে মেরেছিল। আপনার মা এটা জানতেন, বাচ্চা ছেলেটা তার ভাইয়ের আস্তানাটা চিনতো। আর যেভাবেই হোক সেটা তার মুখ থেকে বের করতে চেয়েছিলেন তিনি।"

আমার ডানহাতটা ওপরে টেনে ঝুলানো হলো। বাম হাতটাও। আমার শরীরে পুরো একশ পঞ্চাশ পাউন্ড ওজন এখন কব্জিদুটোকে সইতে হচ্ছে। তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল নিমেষেই। পা-গুলো নিজে থেকেই ছুড়তে শুরু করলাম আমি।

"পাঁচদিন। পাঁচদিন ঐ ছোকরাকে এভাবে ঝুলিয়ে রাখার পরেও তার মুখ থেকে কোন কথা বের করা যায়নি। আমার মনে আছে, আমি আপনার মা'কে বলেছিলাম, ছেলেটা হয়ত আসলেও কিছু জানে না। কিন্তু আপনার মা'র এক কথা–তিনি কথা বের করবেনই। টেনে টেনে ছেলেটার নখগুলো তুলে ফেলা হয়। কারেন্ট ট্রিটমেন্টও দেয়া হয় কয়েকবার। ঘুমাতে দেয়া হয়নি তাকে। আরেকটা অভিনব পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তার উপর। এটার ব্যাপারে তো আপনি নিশ্চিতভাবেই অনেক জ্ঞান রাখেন। লম্বা ঘুম!"

"কি আজেবাজে বকছেন?" বললাম আমি।

"আপনার কি মনে হয় আপনার এই অবস্থা হলো কেন? কেন আপনি সারাদিনের মধ্যে কেবল একঘন্টাই জেগে থাকেন? আপনি নিশ্চয়ই আসলেও এটা ভাবেন না যে, এটা কোন অদ্ভুত অসুখ? না, এটাকে বলা হয় 'ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং'।"

"আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, যখন আমি বাচ্চা ছিলাম তখন আমার মা ইচ্ছে করে আমার সাথে এমনটা করেছেন? আর এজন্যেই আমি একঘন্টা করে জাগি প্রতিদিন?"

জবাবে আমার পেট বরাবর একটা ঘুসি বসালেন তিনি। "আপনার ওপরেই প্রথম পদ্ধতিটা প্রয়োগ করেছিলেন তিনি।"

আমি বমি করে দিলাম। এটা কি ঘুসিটার কারণে হলো নাকি লে'হাই এ মুহূর্তে যে কথাগুলো বললেন সেটার প্রতিক্রিয়া, বুঝতে পারলাম না।

"যাই হোক, ঐ ছোকরাটার পেট থেকে কোন কথা বের করা যায়নি। এমনকি টানা একমাস কেবল একঘন্টা করে জেগে থাকার পরও সে তার আগের গল্পটাই বলে যাচ্ছিল বার বার। কিন্তু একসময় সে আর নিতে পারেনি এসব কিছু। মারা গেল। এর চারদিন পর আরেকজন বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে

আসা হয় এখানে। সে জানতো বোমাগুলো কোথায় বানানো হচ্ছে। কিন্তু সে আরেকটা তথ্যও জানতো, ঐ মারা যাওয়া ছেলেটা আসলেই তার ভায়ের ব্যাপারে কিচ্ছু জানত না। কয়েক বছর ধরে তার সাথে কোন যোগাযোগ ছিল না ওর ভায়ের। আর এটাই সে মারা যাওয়ার আগপর্যন্ত বলে আসছিল।"

আর নিতে পারছি না আমি। মনে হচ্ছে আমার মাথাটাই বোমার মতোন বিস্ফোরিত হবে এখন।

"এই ঘটনার পর আপনার মা বদলে গেলেন।"

কথাটা শেষ হতে না হতেই আমার মুখ বরাবর আরেকটা ঘুসি বসালেন তিনি। এত জোরে যে, আমার মাথাটা একদিকে কাত হয়ে গেল। আর চোখের সামনে ভেসে উঠলো হাজারো তারার নক্শা।

"আপনার মা বলছিলেন, তিনি ওবামার কাছে যাবেন, এই অবৈধ ব্ল্যাক সাইটগুলোর কথা বলে দেবেন সরকারকে। আর বলবেন, ঠিক ওবামার চোখের সামনেই অজ্ঞাতসারে একটা ব্ল্যাক সাইট গড়ে তোলা হয়েছে এই ভার্জিনিয়াতে। গত সাতবছর ধরে সিআইএ'র উচ্চপদস্থ কিছু কর্মকর্তা আর এজেন্ট দেশের বাইরে থেকে চরমপন্থি দলগুলোর কর্মিদেরকে এখানে পাচার করছে। সবার চোখে ধুলো দেয়ার জন্যে তাদের মৃত্যুর নাটক সাজানো হচ্ছে।"

আরেকটা ঘুসি খেলাম পেটে।

"কিন্তু এটা আমরা কিছুতেই হতে দিতাম না," তিনি বলতেই থাকলেন। "আপনার মা'ও এটা জানতেন, তাই পালিয়ে গেলেন। কিন্তু আমাদের পক্ষে আর ঝুঁকি নেয়া সম্ভব হয়নি। তাই এ জায়গাটা বন্ধ করে দেয়া হয়। এরপর আমাদের আরো পনের মাস লাগে নতুন একটা ব্ল্যাক সাইট খুলে সেখানে সবকিছু স্থানান্তর করতে। ওটার নাম ভ্যাটিকান।"

"ভ্যাটিকান?!" যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট আছে সেটুকু দিয়ে এটাই বেরোল আমার মুখ দিয়ে।

তিনি মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

"তার মানে আমার মা'কে যদি সবাই মাদার তেরেসা বলে ডাকে তাহলে আপনাকে ডাকে–"

"পোপ!"

ইনগ্রিডের মেসেজটার কথা মনে পড়ে গেল।

নতুন একটা কেস পেয়েছি। একজন সিরিয়াল কিলারকে নিয়ে। নিজেকে পোপ বলে দাবি করে সে।

গত দু-সপ্তাহের ঘটনা মেলানোর চেষ্টা করলাম।

আমি এত বোকা কেন?

কিন্তু এখনও আশা আছে। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

"আপনার এটা কেন মনে হলো, মা নতুন জায়গাটার ব্যাপারে জানেন?" জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

"আমাদের দলের অন্য একজন সদস্য হয়ত তাকে জানিয়েছে এ কথা। আমার মনে হয়, আপনার মা তার সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। আর সে তাকে বলে দিয়েছে ভ্যাটিকান নামের গোপন জেলখানার কথাটা। তার মুখ চিরদিনের বন্ধ করতে একটু দেরি হয়ে যায় আমাদের।"

"হয়ত মা এতদূর পৌছাতে পারেননি। আর পৌছালেও আমাকে এ ব্যাপারে কিছুই জানাননি তিনি।"

লে'হাই আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন।

"আপনাকে দেখে তো মনে হচ্ছে, সত্যি কথাই বলছেন।"

আমি মাথা নাড়লাম কেবল।

"শিট্, আপনাকে আসলেও বলেননি তিনি!"

"কোথায় ওটা?" জিজ্ঞেস করলাম।

আমার দিকে আবারও হতাশ চোখে তাকিয়ে থাকলেন তিনি।

"আব্দুল রাহমিন কি সেখানেই আছে?"

"বাহ্, বেশ খোঁজ-খবর নিয়েছেন দেখছি এ ব্যাপারে। কিন্তু শুনে কষ্ট পাবেন, আব্দুল বেশিদিন সহ্য করতে পারেনি।"

"মারা গেছে ও?"

"হ্যা," মাথা নেড়ে জবাব দিলেন তিনি। "কিন্তু ওর দশজন দোস্ত কিন্তু এখনও আমাদের কব্জায় আছে। ওদের কাছ থেকে আমরা যে তথ্য পেয়েছি তাতে করে অন্তত দশটা আল-কায়েদার প্রশিক্ষণ ক্যাম্প গুড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি আমরা। আর মিনিয়াপোলিসের একটা বড়সড় বিস্ফোরণও ঠেকানো গেছে।"

"ভ্যাটিকানও এটার মতো মাটির নিচে অবস্থিত?"

আশেপাশে একবার তাকালেন তিনি। কোমর থেকে পিস্তলটা বের করে হাতে নিলেন। আমি মারা যাওয়ার আগে কি তিনি আমাকে নতুন ব্ল্যাক সাইটটার কথা জানাবেন?

"হ্যা।"

তাকে দেখে মনে হচ্ছে, আমাকে জানাতেই চান। অন্তত কারো সাথে এ ব্যাপারে খোলাখুলি কথা বলতে চান।

"ওটাও কি এখানে, ভার্জিনিয়াতে?"

"না, ওটার দায়িত্ব পশ্চিম-পাশে আমাদের বন্ধুদের উপর।"

"পশ্চিম-ভার্জিনিয়া?" বেশ জোরেই বললাম।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন লে'হাই।

আমি আশা করছি, যেকোন মুহূর্তে ওরা দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়বে। কিন্তু কেউ আসলো না। ওদের আরো তথ্য চাই।

আমি মাথা খাটালাম। মাটির নিচে, পশ্চিম-ভার্জিনিয়াতে।

"ওটা নিশ্চয়ই একটা পরিত্যক্ত কয়লাখনিতে, তাই না?"

তার মুখে একটা শয়তানি হাসি ফুটে উঠলো।

"পশ্চিম-ভার্জিনিয়ার ওয়ালটনের খনিটা কিনে নেই আমরা, এরপর কয়েদিদেরকে একটা ট্রাকে করে ওখানে নিয়ে যাই। কারো মনে বিন্দুমাত্র কোন সন্দেহ জাগেনি। আর কেউ যদি কিছু বুঝেও যায় তাহলে নিমেষের মধ্য ডিনামাইট দিয়ে ওটা ধ্বসিয়ে দিতে পারি আমরা।"

চেপে থাকা শ্বাসটা ছেড়ে দিলাম।

"আপনারা ভেতরে আসতে পারেন এখন," আমি চিৎকার করে বললাম।

"কি উল্টাপাল্টা বলছেন?"

আমি মাথা নেড়ে বাঙ্কারের কোণার দিকে ইঙ্গিত করলাম। টর্চের মৃদু আলোতে খুব আবছাভাবে একটা ছোট ভিডিও ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে। ভালো মতো খেয়াল না করলে কেউ বুঝবে না। আমার মাথায় যখন পানি ঢালা হচ্ছিল তখন কাপড়টার সরানোর এক ফাঁকে ওটা আমার চোখে পড়ে।

"তোর সব কথাবার্তা এতক্ষণ ভিডিও করা হচ্ছিল, গাধার বাচ্চা!"

তিন সেকেন্ড পরে অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ ভেসে আসলো।

ওদের দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারছি, প্রেসিডেন্টও আছেন ওদের মধ্যে। সেই সাথে ইনগ্রিডও।

রুমটা আলোতে ঝলকে উঠলো।

"পিস্তলটা ফেলে দিয়ে হাতদুটো উপরে তুলুন," কেউ একজন বলল।

লে'হাই চুপচাপ নির্দেশ পালন করলেন।

"হেনরি! এ কি অবস্থা হয়েছে তোমার?" ইনগ্রিড আমার কব্জিদুটো চেইনগুলো থেকে মুক্ত করে দিলো। আমি পড়ে গেলাম নিচে। "আমি আরো তাড়াতাড়ি আসতে চেয়েছিলাম কিন্তু ওরা আমাকে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছিল না," করুণ গলায় বলল সে, দু-গাল বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরছে। "দ্বিতীয় ব্ল্যাক সাইটটার অবস্থান না জানা পর্যন্ত কিছুই করতে দিচ্ছিল না ওরা।"

কেউ আমার হাত ধরে উঠে দাড়াতে সাহায্য করল। প্রেসিডেন্ট

সুলিভান। "আমি অত্যন্ত দুঃখিত ব্যাপারটার জন্যে," তিনি বললেন। "আমি চিন্তাও করিনি ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে। আপনি আপনার দেশের জন্য অনেক বড় একটা কাজ করলেন আজকে। কখনও এটা ভুলবো না আমি।"

"কয়টা বাজে?" কোনমতে জিজ্ঞেস করলাম।

"তিনটা সাতান্ন," আমার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে উত্তর দিলো ইনগ্রিড।

একটা ঘোরের মধ্যে আছি আমি।

পেছনে ঘুরে দেখি তিনজন সশস্ত্র লোক লে'হাইর দিকে বন্দুক তাক্ করে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের উদ্দেশ্যে মাথা নাড়লাম।

এখনও ঘোর কাটছে না।

প্রেসিডেন্ট লে'হাইয়ের দিকে তাকালেন, "আপনাকে যখন সিআইএ'র ডিরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত করেছিলাম তখন বলে দিয়েছিলাম এরকম বেআইনি কিছু করবেন না। আর এখানে ঠিক আমার চোখের সামনেই একটা ব্ল্যাক সাইট খুলে রেখেছেন আপনারা?"

"এই দেশকে বাঁচানোর জন্যে যে আমাদের কি করতে হয় এ ব্যাপারে আপনার কোন ধারণাই নেই," লেহাই ঝাঁঝের সাথে জবাব দিলেন। "আপনি কি জানেন, আমাদের কত ভয়ঙ্কর সব অপরাধিদের মোকাবেলা করতে হয়? আপনার কাজ তো শুধু অফিসে বসে কিছু কাগজে সই করা। আর এদিকে হাজারো নির্দোষ আমেরিকান মারা যায় আপনাদের এসব উল্টাপাল্টা সিদ্ধান্তের কারণে।"

ডিরেক্টর এসব ছাইপাঁশ বলতেই থাকলেন। কিন্তু আমি একদৃষ্টিতে ইনগ্রিডের দিকে তাকিয়ে আছি।

মা যেদিন আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন সেদিন যেরকম অনুভূতি হয়েছিল, ভেবেছিলাম, সারাজীবন হয়ত আর এরকম অনুভূতি হবে না।

খুব কাছের মানুষেরা বিশ্বাসঘাতকতা করলে এরকমই লাগে।

"তোমাকে শুয়ে পড়তে হবে এখন, হেনরি।"

কিন্তু ওর কথাটা আমার কানে ঢুকলো না। আমার মনে হচ্ছে, এ মুহূর্তে যদি আমাকে আবার ওরকম মুখে কাপড় বেঁধে পানিতে চুবানো হয় তবুও এতটা কষ্ট হবে না।

ঘুমে আমার চোখ বন্ধ হয়ে যাবার আগেই এক ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

অধ্যায় ১৩

ফোনটা বাজছে।

"ও আবার ফোন করেছে," ল্যাসিকে বললাম।

মিয়াও।

"না, ফোনটা ধরব না আমি।"

মিয়াও।

"ওর কথা অনেক মনে পড়ে তোর? পড়ুক।"

মিয়াও।

"আমারও অনেক মনে পড়ে? হ্যা, পড়ে। কিন্তু ও যা করেছে আমার সাথে! মুখের উপর মিথ্যে কথা বলেছে। ওর জন্যেই ওভাবে চেইনের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছিল আমাকে।"

মিয়াও।

"আরে, আমার কব্জির কি অবস্থা হয়েছিল দেখিসনি তুই," এই বলে হাতদুটো ওকে দেখালাম আমি। এখনও লাল হয়ে আছে। "আর ওর জন্যেই আমাকে ওয়াটারবোর্ডিংয়ের শিকার হতে হয়েছিল।" মুখ বেঁধে ওভাবে পানি ঢালাকে ওয়াটারবোর্ডিং বলে। পরে ইন্টারনেটে দেখেছি আমি। কথা বের করার একটা পুরনো পদ্ধতি এটা।

মিয়াও।

"ওটা কোন ব্যাপার না মানে? অবশ্যই এটা একটা বিরাট ব্যাপার। এদিকে আয় তোকে দেখাই কেমন লাগে।"

পালানোর আগেই ওকে ধরে বেসিনের কাছে নিয়ে গেলাম। কল ছেড়ে দিয়ে উল্টো করে ওকে তার নিচে ধরলাম আমি। এভাবে পাঁচ সেকেন্ড চুবিয়ে রাখার পর বের করলাম।

ব্যাটা হাসছে।

মিয়াও।

"মজা পেয়েছিস?"

মিয়াও।

ও চাচ্ছে, আমি আবার ওকে পানিতে চুবাই।

পানি ছেড়ে আবার ওকে তার নিচে ধরলাম। আরো তিনবার আমাকে দিয়ে এটা করালো ল্যাসি। এরপর তোয়ালে দিয়ে ওকে মুছে দিলাম আমি। মাথায় একটা চুমু দিয়ে বললাম, "তুই অদ্ভুত।"

ফোনটা বেজে উঠলো। আবার।

আমার উপর ঐ নির্যাতনের আজ প্রায় এক সপ্তাহ হতে চলল। ইনগ্রিড আর প্রেসিডেন্ট দু-জনেই এরপর থেকে অনবরত আমাকে ফোন দিয়ে যাচ্ছে। ইনগ্রিড দু-বার এসেছিল, কিন্তু আমি তালা বদলে ফেলেছি। পুরনো চাবি দিয়ে লকটা আর খুলতে পারেনি ও।

কলিংবেল বেজে উঠলো।

খুড়িয়ে খুড়িয়ে দরজার কাছে গেলাম। আমার ডানহাটুতে এখনও প্রচন্ড ব্যথা।

"চলে যাও এখান থেকে।"

আবারো কলিংবেল বেজে উঠলো।

"যেতে বললাম না!"

তালায় চাবি ঢোকার শব্দ শুনলাম। সে আবার পুরনো চাবিটা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করছে।

"কাজ করবে না ওটা।"

দুই সেকেন্ড পর দরজাটা খুলে গেল।

"কিভা–"

প্রেসিডেন্ট আর রেড দাঁড়িয়ে আছে। রেড একটা চাবিসদৃশ্য বস্তু পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, "দুঃখিত।"

"আপনি আমার ফোনের জবাব দিচ্ছিলেন না," সুলিভান বললেন, তার পরনে আবার একটা জিন্স আর একটা রেডস্কিনস্‌র জার্সি।

"আমি আপনার কোন কথা শুনতে চাই না।"

"যাই হোক, আমার কিছু কথা বলতেই হবে আপনাকে। এতে হয়ত আমি যা করেছি সেটা ক্ষমা করে দেয়া যাবে না কিন্তু অন্তত এটা বুঝতে পারবেন, কাজগুলো কেন করেছি আমি।"

ল্যাসি দৌড়ে গিয়ে প্রেসিডেন্টের পায়ে মুখ ঘষতে লাগলো।

আমি দৌড়ে গিয়ে ওকে থামালাম, "খবরদার!"

মিয়াও।

"কারণ ওনার কারণেই আমাকে ওয়াটারবোর্ডিংয়ের শিকার হতে হয়েছে।"

মিয়াও।

"না, তোর সাথে সেটা এখন করতে পারবেন না তিনি," ওকে নামিয়ে রাখলাম নিচে। "চুপচাপ বিছানায় গিয়ে বসে থাক্।"

নির্দেশ পালন করল ও।

"আপনি আপনার বিড়ালের সাথে কথা বলেন?" ভ্রু উঁচু করে জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট।

এড়িয়ে গেলাম কথাটা। "আপনার হাতে আর পাঁচমিনিট আছে।" ফোনের দিকে তাকালাম।

তিনটা ষোল বাজে।

প্রেসিডেন্ট একবার গলা খাঁকারি দিয়ে শুরু করলেন, "মনে আছে, আমি একবার পোকার খেলতে এখানে এসেছিলাম?"

আমি মাথা নাড়লাম।

"ওটার দু-দিন আগে রেড আপনার অজ্ঞাতসারেই এখানে একবার এসেছিল ওর ঐ বিশেষ চাবিটা ব্যবহার করে।"

"কেন?"

"নিরাপত্তার খাতিরে," রেড বলে উঠলো এবার। "হাজার হোক, প্রেসিডেন্ট বলে কথা।"

"ঠিক।"

"প্রেসিডেন্ট যেখানেই যান না কেন, এটা আমাদের করতেই হয়। কিছু জিনিস খতিয়ে দেখতে হয় সামনাসামনি।"

"যেমন?"

"যেমন কোন আগ্নেয়াস্ত্র আছে কিনা, কিংবা নজরদারি করার মতো কিছু আছে কিনা, এসব।"

"কিন্তু আমার এখানে তো ওরকম কিছু নেই।"

"ভুল বললেন।"

"কি?"

"আপনার বাসায় আড়িপাতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।"

"সেটা আমি জানি দু-সপ্তাহ আগে।"

"না," প্রেসিডেন্ট বলে উঠলেন, "আমরা কয়েকমাস আগের কথা বলছি।"

"আপনারা নিশ্চিত?"

"হ্যা," রেড বলল, "কিন্তু ওগুলো সাধারণ কোন যন্ত্র ছিল না। একদম উঁচু পর্যায়ে যোগাযোগ ছাড়া কোনভাবেই ওগুলো হাতে পাওয়া সম্ভব নয়।"

"আচ্ছা।"

"আমরা ওগুলো নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছিলাম ওগুলো থেকে কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। একজনের নাম বের হয়ে আসে এতে। বিশেষ একজনের নাম।"

"আমার মা," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম।

"এলেনা জানেভ," মাথা নেড়ে জবাব দিলেন তিনি। "আপনার ওপর নিয়মিত নজর রাখতেন তিনি।"

কথাটা শুনে একটু খুশিই হলাম আসলে।

"পরে আমরা জানতে পারি, সিআইএ আপনার মায়ের নামে মৃত্যু পরোয়ানা জারি করেছে ছয় বছর আগেই।"

আমি মাথা নাড়লাম, "লে'হাইর কাজ এটা। উনিই মা'কে মেরেছেন।"

রেড আর প্রেসিডেন্ট পরস্পরের দিকে একবার তাকালেন কথাটা শুনে।

"আসলে ব্যাপারটা ওরকম নয়," প্রেসিডেন্ট বললেন।

"মানে?"

"ও কথায় আসছি একটু পরে," জোর করে একবার শ্বাস নিলেন তিনি। "যাই হোক, খোঁজ নেওয়ার পর আমরা জানতে পারি আপনার মা'র আসল পরিচয়। রেড আরো খতিয়ে দেখে ব্যাপারটা। তখন ও অ্যাডভান্সড সার্ভেইলেন্স অ্যান্ড ট্র্যাকিংয়ের কাছে করা আপনার ইমেইলগুলো খুঁজে পায়।"

"আপনারা তাহলে জানতেন আমি আমার মা'কে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি?"

"হ্যা। আর আপনিই একমাত্র ব্যক্তি নন যে তার খোঁজে আছেন। এক বছর আগে প্রেসিডেন্ট ওবামা আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি বললেন একদিন তার অফিসে কাজ করার সময় দরজার নিচ দিয়ে কে যেন একটা খাম ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। একটা চিঠি ছিল ওটা। আপনার মা'র পক্ষ থেকে ছিল চিঠিটা। ওটাতে সিআইএ'র ব্ল্যাক সাইটগুলো সম্পর্কে যাবতিয় তথ্য ছিল। আর এটাও লেখা ছিল, আমাদের চোখের সামনেই একটা ব্ল্যাক সাইট আছে এই ভার্জিনিয়াতে। এটা যদি জনগণ জানতে পারতো তাহলে আমি জীবনেও আর প্রেসিডেন্ট হতে পারতাম না। আমেরিকার মাটিতে একটা টর্চার সেল? ডেমোক্রেটরা তো আমাকে সাথে সাথে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিতো।"

"আপনি লে'হাইকে ধরলেন না কেন সাথে সাথে?"

"কারণ চিঠিতে আপনার মা আরো কয়েকটা ব্ল্যাক সাইটের কথা বলেছিলেন। আমি যদি তখন লে'হাইকে ধরতাম তাহলে কখনোই ওগুলোর খোঁজ পেতাম না।"

আমি কিছু না বলে মাথা নাড়লাম কেবল।

"তো, আপনার মা'র আসল পরিচয় খুঁজে বের করার পর আমাদের কিছু একটা করা জরুরি হয়ে পড়ে। ব্যাপারটা একরাতে ঠিক করা হয়নি। কয়েকমাস ধরে কাজ করতে হয়েছে। আমাকে কয়েকটা সংস্থার সাথে কাজ করে যেতে হয়েছে গোপনে। সিআইএ, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি..."

"আর ইনগ্রিড," আমি বললাম।

প্রেসিডেন্টের সাথে ইনগ্রিডের মিটিংটার কথা চিন্তা করলাম। ও মিথ্যে বলেছিল আমাকে ওটার ব্যাপারে। এমনকি প্রেসিডেন্টও মিথ্যে বলেছিলেন।

ইনগ্রিডের ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলেন তিনি। "আমরা একটা লাশের ব্যবস্থা করি। যেটার দৈহিক গড়ন আপনার মা'র সাথে মিলে যায়। কিন্তু ঐ মহিলা মারা যায় ব্রেইন টিউমারে। রেডকে পরে তার মাথায় গুলি করার মতো অপ্রীতিকর কাজটা করতে হয়।"

আমি রেডের দিকে তাকালাম, সে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে এখন। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কাজটা নিয়ে গর্বিত নয় বেচারা। ওকে দোষ দিয়েও লাভ নেই।

"এরপর তার লাশ পটোম্যাক নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। তখন থেকেই আসল খেলা শুরু। আমরা অপেক্ষা করতে থাকি কেবল। হোমল্যান্ডে আমাদের যে লোক ছিল তাকে দিয়ে চার নম্বর বিপদ সংকেত জারি করাই আপনার মায়ের উপর। আর আঙুলের ছাপ মিলে যাবার ব্যাপারটাও সাজানো ছিল। এএসটি কিন্তু আঙুলের ছাপ মিলে যাবার ব্যাপারটার খবর পাবার সাথে সাথে আপনাকে একটা ইমেইল পাঠিয়ে দেয়।"

"আর তখন থেকেই আমি আপনার হাতের পুতুল হয়ে যাই।"

"অনেকটা।"

"আমাজন ব্যবহার করার বুদ্ধিটা কার ছিল?"

প্রেসিডেন্ট ইশারায় রেডকে দেখালেন।

"কোন প্রকার সন্দেহের উদ্রেক না ঘটিয়ে তথ্য পাচার করার ভালো উপায় ছিল ওটা।"

"আর *মেন ইন ব্ল্যাক*?"

"ওটা আমার মাথা থেকে এসেছিল," প্রেসিডেন্ট হেসে জবাব দিলেন।

ইচ্ছে করছে তার মুখ বরাবর একটা ঘুসি মেরে দেই।

"এরপর আপনারা ইনগ্রিডকে জড়ালেন এসবের সাথে, যাতে করে সে আমাকে সঠিক পথে যাওয়ার জন্যে একটু সাহায্য করে?"

ইনগ্রিডের পাঠানো মেসেজটার কথা মনে পড়ল *এখনই আবার মেন ইন ব্ল্যাক২ দেখতে বসে পড়ো না। আমি দেখিনি অবশ্য। কিন্তু রিভিউয়ে দেখেছি, খুবই জঘন্য মুভি নাকি ওটা।*

সে যদি আমাকে মেসেজটা না পাঠাত তাহলে আমি আমাজনে রিভিউ'র ব্যাপারটা ধরতে পারতাম না কিছুতেই।

"আপনারা এটা কিভাবে বুঝেছিলেন, ইনগ্রিড হোমল্যান্ড সিকিউরিটিসের ঐ লোকটার কাছে ফোন দেবে।"

"আমরা জানতাম, আমাদের পরিকল্পনা যদি কাজে লাগে তাহলে এমনটাই হবে। আর হোমল্যান্ড সিকিউরিটিসের ঐ লোকটাও ইনগ্রিডকে চার নম্বর লাল রঙের বিপদ সংকেতটার কথা জানায়। এতে করে আমরা বুঝতে পারি, আমরা যে লোকের কাছে তথ্য পাঠাতে চাচ্ছিলাম সে সেটা পেয়ে গেছে।"

"কি মনে করে আপনি শহরের চাবিটার কথা বলেছিলেন?"

"আমার মাথায় তখন ওটা ছাড়া অন্যকিছু মাথায় আসছিল না।"

এরপর প্রেসিডেন্ট ইনগ্রিডের সাথে দেখা করে সবকিছু ঠিক করে নেন, যাতে করে তার বলা কথার সাথে সব কিছু মিলে যায়। এরপর ইনগ্রিড আমার সাথে আবার মিথ্যা কথা বলে।

"আপনি কিভাবে জানতেন, আমি আপনাদের দেয়া তথ্যগুলো অনুসরন করে এগিয়ে যাবো?"

"সত্যি বলতে, জানতাম না। কিন্তু আপনি তো সেটাই করেছেন।"

"আর রিভিউটার সাথে যে গ্লোবাল জিওলোজিস্ট আনলিমিটেডের যোগসূত্র খুঁজে পাবো আমি এটা কিভাবে বুঝেছিলেন?"

"অ্যাডভান্সড সার্ভেইলেন্স অ্যান্ড ট্র্যাকিংয়ের সাথে আপনার সংশ্লিষ্টতা। আপনার প্রথম দিকের একটা ইমেইলে আপনি বারবার জিজিইউ'র কথা উল্লেখ করেছিলেন," এই বলে একটু থামলেন তিনি, "আপনাকে আগেই বলেছি, কয়েকমাস ধরে সব পরিকল্পনা করি আমরা।"

"ইনগ্রিডের ব্যাপারে সবকিছু খুলে বলুন আমাকে।"

"সে এসবে জড়াতে চায়নি কিন্তু আমি তাকে দেশের জন্যে এই কাজটা করতে বলি।"

কথাটা শোনার পরও আমার বুকের ভেতর জমে থাকা রাগ একটুও কমল না।

"সে একসপ্তাহ ধরে লে'হাইর উপর নজর রাখছিল।"

আমি এটা আগেই বুঝতে পেরেছি। লে'হাই যখন বলছিল, সবাই তাকে পোপ নামে ডাকে তখনই ব্যাপারটা ধরতে পারি আমি।

"আর আমার বাসায় যে দু-জন লোক আড়িপাতার ব্যবস্থা করেছিল?"

"ওরা লে'হাইয়ের লোক ছিল।"

"আর লে'হাইয়ের সাথে মিটিঙের ব্যাপারটা?"

"ওটার জন্যে আমি দুঃখিত। আমাকে বাধ্য হয়ে অভিনয় করতে হয়েছিল। যেমনটা আপনি করেছিলেন শেষদিকে।"

"আপনাকে তো আর পানিতে চুবানো হয়নি।"

"ওটার জন্যে আবারও ক্ষমা চাচ্ছি আপনার কাছে।"

"আপনারা ভিডিও ক্যামেরাগুলো কখন লাগিয়েছিলেন ওখানে?"

"ছয় সপ্তাহ আগে," এই বলে রেডের দিকে তাকালেন তিনি।

"ওখানে গিয়ে তো মনে হচ্ছিল, কেউ আর ওটা ব্যবহার করে না। দারুণ কাজ দেখিয়েছেন আপনি," আমি রেডকে বললাম।

"তিন ঘন্টা ধরে আমাকে গাছের মরা পাতা বিছাতে হয়েছে ওখানে।"

"একজন সত্যিকারের শিল্পীর মতো।"

জবাবে সে হাসলো কেবল। ওর প্রতি আমার কোন রাগ নেই।

"আপনারা জানলেন কিভাবে, ডিরেক্টরও ওখানে যাবেন?"

"তারা শুধু আপনার ঘরেই আড়িপাতার ব্যবস্থা করেনি।"

"আমার সাথে তো ফোনও ছিল না।"

তিনি মাথা ঝাঁকালেন জবাবে।

আমি আমার দিকে নির্দেশ করলাম। "আমার উপর? আমার উপর নজর রাখছিল ওরা? কিন্তু কিভাবে?"

"আপনার পায়ের তলায় ভালোমত খেয়াল করে দেখুন," রেড বলল।

একটা চেয়ারে বসে মোজাটা খুলে পায়ের দিকে তাকালাম। গোড়ালিতে একটা স্বচ্ছ গোলাকার বস্তু লেগে আছে।

"এটা একটা ট্র্যাকিং ডিভাইস?"

"সবচেয়ে আধুনিক পদ্ধতি।"

আমি ওটা খুলে ডাস্টবিনে ফেলে দিলাম।

"তো, এখন কি হবে?"

"লে'হাইর বিচার সবার সামনে করা যাবে না, তাহলে জনগন সব জেনে যাবে।"

"তাকে ছেড়ে দেবেন?"

"তা নয় আসলে।"

"মানে?"

"ভ্যাটিকান।"

"ওটা ধ্বসে পড়েছে নিশ্চয়ই?"

তিনি মাথা নাড়লেন।

"আর লে'হাই সেখানে ছিল?"

তিনি আবারও মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

"ওখানকার বন্দিদের কি হলো?"

"আমরা কোন ঝুঁকি নিতে চাইনি।"

"ওদেরকেও মেরে ফেললেন?"

"বাকি দুনিয়ার কাছে তারা আগে থেকেই মৃত ছিল।"

"আপনারা লে'হাইর চেয়ে কোন অংশেই কম নন।"

"লে'হাইর ব্যাপারে যাই বলুন না কেন, লোকটা কিন্তু কাজের ছিল। আমাদের সে দু-বার আক্রমনের হাত থেকে বাঁচায়। আর এটা নিশ্চয়ই ঐ ব্ল্যাক সাইটগুলোর কারণেই সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু কূটনীতির এই যুগে এসে আমাদের কিছু নিয়ম মেনে চলতেই হবে। যদি লোকজন এগুলোর কথা জানতে পারত তাহলে সিআইএ'কে রক্ষা করা সম্ভব হতো না। আর সিআইএ ছাড়া এই সন্ত্রাসবাদের যুগে আমরা অনেকটাই অচল।"

"আর আপনিও কখনো প্রেসিডেন্ট হতে পারতেন না।"

"সেটাও একটা কারণ বটে," তার মার্কামারা হাসিটা দিয়ে বললেন প্রেসিডেন্ট।

"আর ইনগ্রিড?"

"আপনাকে একটা কথা জানিয়ে রাখি, ইনগ্রিডকে যখন দেশের জন্যে কাজটা করতে বলেছিলাম তখনও সে কিন্তু সাহায্য করার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানায়। বলে, ভালোবাসার মানুষের সাথে মিথ্যে কথা বলতে পারবে না সে।"

কথাটা শুনে দম বন্ধ হয়ে গেল আমার।

ভালোবাসার মানুষ?

"তার কাজটা করার একমাত্র কারণ ছিল, আমি তাকে বলেছিলাম, ও যদি কাজটা করে তাহলে আমি আপনাকে এই জিনিসটা দেব।"

প্রেসিডেন্ট তার পকেট থেকে একটা লাল রঙের খাম বের করে আমার হাতে তুলে দিলেন।

"এটা আপনার মা'র ফাইল।"

আমি আমার হাতের খামটার দিকে তাকালাম।

"খামটা খোলার আগেই আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ওখানে কিন্তু

বেশ স্পর্শকাতর কিছু ব্যাপার বলা আছে। একবার দেখে ফেললে আর মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারবেন না ওগুলো।"

এই বলে প্রেসিডেন্ট আর রেড দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

সিআইএ ডিরেক্টর আমাকে একসপ্তাহ আগে যে কথাগুলো বলেছিলেন সেটা মনে পড়ে গেল–*আপনার কি মনে হয় আপনার এই অবস্থা হলো কেন? কেন আপনি সারাদিনের মধ্যে কেবল একঘন্টাই জেগে থাকেন? আপনি নিশ্চয়ই এটা ভাবেন না, এটা কোন অদ্ভুত অসুখ? না, এটাকে বলা হয় 'ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং।* আর আপনার ওপরই ওটা প্রথম প্রয়োগ করা হয়।"

শুধু এটাই নয়।

পটোম্যাক থেকে যে লাশটা উদ্ধার করা হয়েছে সেটা আমার মা'র ছিল না।

তার মানে তিনি এখনও জীবিত।

ঘরে বসে নির্বিঘ্নে বাতিঘর প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করতে চান?

bookstreetbd-তে অর্ডার করুন।

Call **+88 01847-129265**
facebook.com/bookstreetbd

সালমান হকের পৈতৃক নিবাস সিরাজগঞ্জে হলেও জন্ম ও বেড়ে ওঠা এই ঢাকা শহরে। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও রাজউক কলেজ থেকে পাশ করে বর্তমানে তিনি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে অণুজীববিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়নরত আছেন। ছোটবেলা থেকেই বই পড়ার নেশায় আসক্ত, সেই থেকেই লেখালেখির শুরু। থৃলার গল্প-উপন্যাসের প্রতি আলাদা ঝোঁক রয়েছে তার।

নিক পিরোগের *থ্রি এ এম* তার প্রথম অনুবাদগ্রন্থ। *থ্রি : টেন এ এম* তার দ্বিতীয় অনুবাদকর্ম। খুব শিঘ্রই বাতিঘর প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তার অনুদিত *ডিভোশন টু সাসপেক্ট এক্স* এবং *দ্য বয় ইন দি স্ট্রাইপ্‌ড পাজামাস*।

অদ্ভুত রোগে আক্রান্ত হেনরি বিনসের জীবন তার প্রিয় বিড়াল ল্যাসি আর বান্ধবি ইনগ্রিডকে নিয়ে ভালোই চলে যাচ্ছিল, কিন্তু একটা ইমেইল ওলটপালট করে দিলো সবকিছু। তবে কি এতদিন নিজের মা সম্পর্কে যা জানতো সব ভুল ছিল? তার আসল পরিচয় কি? সিআইএ'র এজেন্ট নাকি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসি? আর এমন অদ্ভুত রোগের পেছনে কি তাহলে অন্য কারণ লুকিয়ে আছে? পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে কোন্ অদৃশ্য শত্রু?

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উত্তেজনায় ভরপুর হেনরি বিনস সিরিজের দ্বিতীয় অভিযানে আপনাদের স্বাগতম।

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

http://www.facebook.com/pages/batighar-prokashoni

ISBN 984874992-4

9789848729922